

==== অনেক দূরে =====

(ছেলেমেয়েদের উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রণীত



দাম—এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ট্রুট, কলিকাতা

শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক চিত্রিত

প্রষ্টার
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ট্রুট, কলিকাতা

পূর্বকথা

অনেক দূরে প্রকাশিত হইল।

আমোদের সঙ্গে অন্য পাঁচটা দেশের সহিত ছেলেমেয়েদের খানিক পরিচয় হয় সেই উদ্দেশ্যে এ উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থানে একটু নৃতন্ত্রের সমাবেশ করিয়াছি। তাই বলিয়া অসমুব আজগুবি যা-তা লিখিয়া ছেলেমেয়েদের কল্পনা-বিভোর মনের উপর ফাঁকির ফেনা ফাঁপাইয়া তুলি নাই।

গল্পটি আগাগোড়া মৌলিক; কোনো বিদেশী গল্প বা ফিল্মের একবিন্দু ছায়া ইহাতে নাই।

আমার লেখা অন্য বইগুলির মতো এ বইখানি ছেলে-মেয়েদের ভালো লাগিলে আমি যে খুব খুশী হইব, সে কথা বলা বাহুল্য। ইতি—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২, এলগিন লেন,
কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৪৭

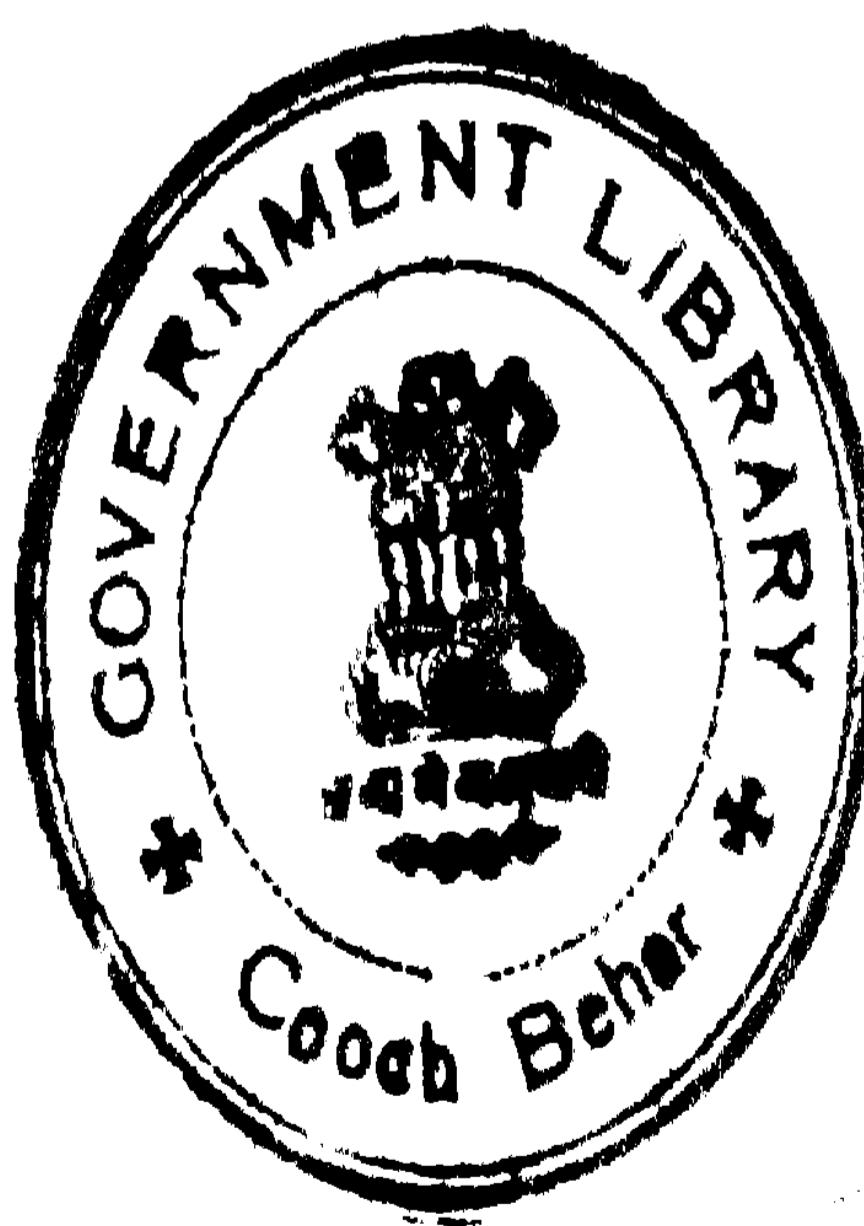
গজু

সতু

এ বইখানি তোমাদের হস্তনকে দিলুম

বাৰা

২, এলগিন লেন,
কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৪৭



—আমোদের প্রকাশিত—
শিশু-রাজ্য—বালনন্দের মেলা !

প্রসিদ্ধ লেখকগণের
নব উদ্বেগে নবভাবে লিখিত
নব চিত্রে চিত্রিত
ছেলেমেয়েদের নব আমোদের
প্রস্তবণ কয়েকথানি নব নব ধরণের

গল্পের বই

- | | | |
|----|------------------------------|----|
| ১। | শিবরাম চক্রবর্তীর | |
| | হর্ষবর্ধনের হর্ষকনি | ॥০ |
| ২। | কেশবচন্দ্ৰ গুপ্তের | |
| | মণি-কল্যাণ | ॥০ |
| ৩। | শশীধর দত্তের | |
| | মানুষ ধরার দেশে | ॥০ |
| ৪। | সৌরীন্দ্ৰমোহন মুখোপাধ্যায়ের | |
| | লালা সাহেব (যন্ত্ৰস্থ) | ॥০ |

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিড়ন প্রীট, কলিকাতা

ପାନେକ ପୁଣ୍ୟ

অনেক দূরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশাথ-রাতে

রাত্রি বারোটা ।

শ্রাবণ মাস । মেঘলা আকাশ । নীচে সজল-বাতাসে ঘূর্ণন্ত পৃথিবী স্থিত-
শীতল ।

কলকাতার ট্রান্সের ধারে গ্যাস জললেও চারিদিকে কেমন অঙ্ককারের
আবছায়া ! নিজেন পথে চল্লতে গা ছম্ছম্ করে' ওঠে ।

এই অঙ্ককারের আবছায়ায় গা ঢেকে নদীর ধারে বেঞ্চে বসে' আছে
অনাদি । তার মাথায় কত রকমের ফন্দী-ফিকির, কত চিন্তার উদয়াস্তু
চলেছে, তার আর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই ! বীটের পাহারওলা
হ'তিনবার এসে কৈফিয়ৎ চেয়ে গেছে, এখানে কি কাজে বসে আছে ?
অনাদি জবাব দেছে—আমার খুশী !

পাহারওলাটি হয় খুব নিরীহ-ধাতের কিম্বা কাদা-জল ভেঙ্গে হানাহানি
করার প্রয়োগ তার ছিল না । না হলে আইনের যে-কোনো একটা বিতীষ্কা
দেখিয়ে অনাদিকে স্থানচূত করতে পারতো ।

:

। কিন্তু সে কথা যাক । অনাদি ভাবছিল...

তার আগে বোধ হয় অনাদির পরিচয় জানা দরকার । না হলে এই
প্রাবণের সজল রাত্রে—হিমালয়-পাহাড়ের প্রান্তে নয়, পঞ্চবটীর বুকে নয়,
কলকাতায় ষ্ট্রাণ্ড রোডের ধারে এভাবে একা বসে তার চিন্তার কারণ আমরা
ঠিক বুঝতে পারবো না !

অনাদির বাবার ভালো চাকরি ছিল । তিনি মোটা টাকা রোজগার
করতেন । অনাদিরা চার ভাই । অনাদি সবার ছোট । বড় তিনি ভাইকে
মানুষ করে' তুলতে অনাদির বাবা প্রচুর পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করেছিলেন ।
এগুজ্জামিনগুলো পাশ করে' তারা মানুষের মতো হবেছে—সেজন্ত বাপের
মনে তৃপ্তির দীর্ঘ ছিল না ।

বড়, খেজো, সেজো—তিনি ছেলের পিছনে বহু পরিশ্রম করার পর
অনাদির বেলায় তাঁর কেমন শ্রান্তি ঘটলো । ভাবলেন, বড় তিনি ভাইকে
দেখে ছোট অনাদি তাদেরি চলা-পথে চলে নিজেকে ঠিক জায়গাটিতে এনে
দাঢ় করাতে পারবে । সেজন্ত অনাদির সন্দেশে কোনো রকম আইন-কানুন বা
নিষেধ-শাসনের ব্যবস্থা তিনি করেন নি । তার ফলে অনাদি ভিন্ন পথ ধরে
ইঙ্গুল ছেড়ে খেলার মাঠে গিয়ে উদয় হলো ।

খেলাধূলার ঠাকুর বড় তিনি ভাইয়ের নাগাল পান্নি বলে' বোধ হয়
ছোটটিকে বুকে তুলে নিলেন এবং তাঁর সর্ববিধি কশরতিতে অনাদিকে
পারদর্শী করে তুললেন । ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, হাইজাম্প, লংজাম্প—সব
বিষয়েই অনাদি পটুতা লাভ করলো আশ্চর্য-রূপম ।

চারিদিকে অনাদির ভক্ত জুটলো এবং মোহনবাগান থেকে টালিগঞ্জ
স্পোর্টিং ক্লাব পর্যন্ত অনাদির ক্ষপা প্রার্থনা করে' বহু তাঁর কাছে
নিত্য এসে জড়ে হতে লাগলো । এই কলকোলাহলে চট্টে তিনি দাদা গিয়ে
বাবার কাছে নালিশ জানালো,—অনাদিটা বয়ে গেছে । তার বক্ষ জুটেছে

অনেক দূরে

আপনাদের চেয়ে বড়-বয়সের লোক ! অনাদি না যায় ইঙ্গলে, না করে লেখাপড়া—দিন-রাত মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায় ।

বাপ তাদের ধূমক দিলেন, বললেন—এতদিন তোমরা দেখতে পারোনি—নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে ! এখন নালিশ করতে এসেছো ! আমাকে চিরদিন গরু তাড়াতে হবে ?... তোমাদের মাঝুষ করেছি, এখন তোমাদের উচিত ওকে দেখা ।

এ-কথার জবাব না দিয়ে তিন দাদা নিজেদের ঘরে এসে গুম্হয়ে রইলো ।

অনাদিকে ডেকে বাপ তাড়া দিলেন। বললেন—লেখাপড়া করো না, মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াও, এর পরে আমি চোখ বুজলে থাবে কি ? আমি তো নশো-পঞ্চাশ টাকা রেখে যাচ্ছি না বাপু !... নিয়ে এসো দেখি তোমার জিওগ্রাফিথানা ।

আমরা জানি, অনাদি জিওগ্রাফি নিয়ে যেতে পারেনি। তার কারণ, জিওগ্রাফি আর ইংলিশ-টেক্সট বেচে সে একজোড়া সেকও-হাও বুট কিনে-ছিল দমদমায় ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাবার দিন ।

ছেলেকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না—কাজেই বাপ খুব কড়া-মেজাজের একজন প্রাইভেট-টিউটর রাখলেন ; নতুন একশেট্ বই কিনে দিলেন। দু'চার দিন শান্ত-শিষ্ট ছেলের মতো অনাদি প্রাইভেট-টিউটরের কাছে গিয়ে বসলো । তাকে নাড়াচাড়া দিয়ে মাষ্টার মশায় এসে বাপের কাছে রিপোর্ট দাখিল করলেন,—ছেলেটি ফ্র্যাক্ষন কষতে পারে না। গ্রামারের টেল কাকে বলে, জিজ্ঞাসা করতে চমকে উঠেছে ; এবং “রামের বগলে ফোড়া হয়েছে” এ-কথার টান্ডেসনে লিখেছে, “Ram's boil is in bugle.”

তিনি আরো বললেন, কোচিং-এ উঁর থ্যাতি আছে এবং অনাদিকে

অনেক দূরে

হাতে নিয়ে সে থ্যাতি তিনি খোয়াতে পারবেন না ! এই কথা বলে' মাহিনা নিয়ে মাষ্টার-মশায়টি বিদায় হলেন।

এর পর অনাদিকে নিয়ে বাপ মাসখানেক ঘষামাজা করতে লাগলেন। এবং এ-বয়সে সে চাপ সইতে না পেরে অনাদি একদিন বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

মা কাঁদলেন, ছেলে বুঝি বৈরাগ্য নিয়ে গেল বুদ্ধদেব চৈতন্তদেবের মতো ! দাদাৱা ভেঙ্গচে উঠলো—হ্যাঁ গো হ্যাঁ...তোমার ঘৰে চৈতন্তদেব এসে আবাৱ নতুন জগ্য নিয়েছেন। তবে এবাৱে খোলে চাঁটি দেবেন না ; ফুটবলে কিক্ আৱ ব্যাটে বল মেৰে অবতাৱত্ব প্ৰমাণ কৱবেন !

বাপ বললেন—কেঁদো না। ক দিন মাঠে চৱবে ? এই গোয়ালেই আবাৱ তাকে ফিৱে আসতে হ'বে। বন থেকে হাতী বেৱিৱে তাকে শুঁড়ে তুলে রাজাৱ গদিতে বসিয়ে দেবে, সে আশা কৱো না।

বাপেৱ এ কথাৱ মৰ্যাদা রেখে মাসখানেক পৱে অনাদি একদিন সত্যই ফিৱে এলো। এসে বললে, সে পালায নি ; শান্তিপুৱ গিয়েছিল ম্যাচ খেলতে। তাৱপৱ সেখান থেকে কেষ্টনগৱ, বহৱমপুৱ, মুশিদাবাদ। মুশিদাবাদে শীল্ড-ম্যাচ খেলে মেডেল পেয়েছে...মাকে সে মেডেল দেখালো।

কন্দু অভিমান সহসা রোধেৱ তাপে তীব্ৰ হয়ে উঠলো। মা বললেন,— সেইখানে থাকতে পাৱলে না ! ফিৱে এলো কেন ?

অনাদি বললে—ফিৱে এলুম শুধু তোমাৱ জন্তে—তুমি কাঁদবে, তাই। না হলে সেখানে এমন ক্ষেত্ৰে পেয়েছিলুম...হঁ, কেষ্টনগৱেৰ কুচো...সেন্ট'ৱ ফৱোয়াড়ে থাশা থ্যালে। তাৱ বাড়ীতে আমাকে সে মাথায় কৱে' রেখেছিল।

পৱাজৱ মেনে বাপ আৱ মা বুকেছিলেন, এ-ছেলেকে মাৱধোৱ কৱে

অনেক দূরে

ঠেলেঠুলে মা-সরস্বতীর পায়ের সামনে কোনোদিন দাঢ়ি করাতে পারবেন
না ! তাই অনাদির সম্মক্ষে দায়ে পড়ে' তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন । কাজেই
অনাদির দিন কাটতে লাগলো এমনিভাবে... তার খেয়াল-খুশী-ভরে !

দিন হয়তো এমনি কাটতো—যদি মা-বাপ চিরদিন বেঁচে থাকতেন ।...

বাপ-মা মারা গেলে অনাদি দেখলে, পৃথিবীটা ঠিক খেলাধূলা করবার
জায়গা নয় । খেলা দু'দণ্ডের—খেলা যদি কারো দেখতে ভালো লাগে তো
মে ক্ষণেকের জন্ত ! তার পর...

অর্থাৎ এখন বাড়ী ফিরতে দেরী হলে অনাদি দেখে, বেরালে ভাত
খেয়ে গেছে ; না হয় ঠাকুর ইঁড়ি-কুড়ি তুলে' কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছে !
প্রথম প্রথম অভ্যাস-বশে বৌদিদের কাছে অনুযোগ তুলে বলতো,—
ঠাকুরের কতখানি আশ্পদ্বা দেখেছো বৌদি...

বৌদিরা বলতেন—কি করি, বলো ভাই ! ঠাকুর তো আপন-জন নয় ।
বলে, তোর থেকে রাত দুটো পর্যন্ত কি হেঁসেল নিয়ে থাকবো... ?

অনাদি বলতো—তা হলে আমার উপায় ?

গন্তীর-মুখে বৌদিরা জবাব দিতেন—ঠাকুর বলে, আমি পারবো না...
আপনারা অন্ত বামুন দেখুন...

এ ব্যাপার দিনে-দিনে বাড়তে লাগলো । শেষে বাড়ীর আবহাওয়া
এমন হলো যে অনাদি বুঝতে পারলো, এখানে আর থাকা চলবে না !
বন্ধুদের বাড়ী গেল । তারা দুদিন আশ্রয় দিলে । কিন্তু পরের আশ্রয়ে কতদিন
থাকবে ?

বন্ধুরা বললো—তোমার বাবা যে-সম্পত্তি রেখে গেছেন, দাদাদের সঙ্গে
তোমারো তাতে সমান অধিকার তো !

অনাদি কোনো জবাব দিলে না ।

অনেক দূরে

বঙ্গুরা পরামর্শ দিলে,—তোমার এই খেলার গুণে যে-কোনো বড় আপিসে গিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে, সে-ই তোমাকে আদর করে' ভালো চাকরি দেবে। সাহেবদের কাছে পাশ-করা জড়তরতের চেয়ে খেলোয়াড় লোকের আদর টের বেশী।

কিন্তু চাকরির দিকে অনাদির কোনোদিনই ঝোঁক নেই! চাকরি করে' কি লাভ? জীবনে সে কোনো দিন বাঁধা কুটীন মেনে চলেনি,— চলতে পারবে না! তার উপর নিজের লোকের কাছে কোনোদিন যে এতটুকু স্নেহ বা কৃপা চাইতে পারেনি, আজ চাকরির জন্ত পরের কাছে গিয়ে সে কি করে' কৃপাপ্রাপ্তি হয়ে দাঢ়াবে!

বাড়ীর স্নেহ-বিমুখতায় তার মন বাইরের জন্য অধীর-আকুল হয়ে উঠেছিল। এবং ঠিক এমনি সময়ে একদিন ভাইয়েদের উকিল অনাদিকে ডেকে তার হাতে হাজার তিনেক টাকা তুলে দিয়ে বললেন—তুমি তো ও-বাড়ীতে বাস করবে না। বাড়ীতে তোমার যা অংশ, তার দান এই তিন হাজার টাকা নিয়ে ওটুকু তিন ভাইয়ের নামে দলিল লিখে রেজেস্ট্রি করে' দাও...

অনাদি যেন বর্তে গেল! তিন হাজার টাকা মাত্র নিয়ে সে দলিল লিখে রেজেস্ট্রি করে' দিয়ে এবং এই টাকা সম্বল করে' সে বাইরে বেরিয়ে পড়লো।

ভারতের নানা স্থানে বছর-থানেক ঘুরে আজ তিনদিন মে কলকাতায় ফিরেছে। হাতে এখনো কিছু পুঁজি আছে। ভাবছিল, এবার একথানা জাহাজে চড়ে ভারত ছেড়ে চীন, জাপান, সুমাত্রা, অস্ট্রেলিয়ার দিকে পাড়ি দেবে!...

কিন্তু অতথানি লম্বা পাড়ি দেবার মতো সামর্থ্য কৈ? অনেকের মুখে গল্প শুনেছে, নিশ্চিত-রাতে চুপিচুপি জাহাজে উঠে কোনোমতে তার খোগের মধ্যে দুকে আশ্রয় নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকা—তারপর কূল ছেড়ে

অনেক দূরে



... একথানা রিকশ ... তিনজন শোক ধরামুরি করে'

আর একটি শোককে ... ৭ পৃষ্ঠা

অনেক দূরে

জাহাজ যখন অথই-সমুদ্রে পাড়ি জমাবে, তখন খোল ছেড়ে দেকে
আসা ।...ধরা পড়লেও জাহাজ থেকে জলে নামিয়ে দেবে না...

আজ তিন দিন ধরে' রাত্রে নদীর ধারে সে আসছে...চুপচাপ বসে ঐ
বৃম্বন্ত জাহাজগুলোর পানে চেয়ে থাকে...ভাবে, কি করে ঐ অগাধ-জলে
জাহাজের উপরে গিয়ে উঠবে...

আজো বসে বসে সেই কথা ভাবছিল...

হঠাতে রিক্ষ-গাড়ীর টুং-টাং শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখে, রাস্তার ওপারে
একখানা রিক্ষ এসে থামলো...এবং তিনজন লোক ধরাধরি করে' আর
একটি লোককে রিক্ষ-গাড়ী থেকে নামাচ্ছে।

অনাদির বুকখানা কেবল ছাঁৎ করে উঠলো। পরশ্ফণে মনে ইলো,
হয়তো কোনো জাহাজের লোক...বাইরে গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে !
কিম্বা হয়তো অস্ত্র করেছে, তাই তার সঙ্গীরা ...

অবিল দৃষ্টিতে অনাদি ঐ দিকে চেয়ে রইলো।...লোকগুলো এই
দিকেই আসছে।...কোথাও পুলিশের কোনো চিহ্ন নেই ! লোকগুলোর
ভঙ্গী বেন সংশয়চ্ছন্ন !

ব্যাপার কি ? অনাদি উঠে পথে এসে দাঢ়ালো।

অনাদিকে দেখে লোকগুলো দাঢ়ালো। অনাদি কৌতুহলী হয়ে
তাদের সামনে এলো, বললে—এ লোকটির কি হয়েছে ?

তারা কোনো জবাব দিলে না...ক্রকুটপূর্ণ দৃষ্টিতে অনাদির পানে
তাকালো।

অনাদি বললে—তোমরা কোথা থেকে আসছো ?

তাদের মুখে কথা নেই।

:

অনেক দূরে

অনাদি বললে—কোথায় যাচ্ছ, শুন...

তবু তারা নিরুত্তর।

অনাদির সন্দেহ হলো। নিজের শক্তির উপর তার বিশ্বাস অপরিসীম।
তাই বিনা-বাক্যে সে এবার থপ্প করে তাদের একজনের হাত
ধরলো।

যেন দম্প পেয়েছে, এমনিভাবে লোকটা নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে
বলে' উঠলো—কে তুমি লাট-সাহেব যে তোমাকে কৈফিয়ৎ
দেবো?

অনাদি সগর্জনে বললে—আলবৎ কৈফিয়ৎ দিবি। এসেছিস চোরের
মতো...

বলতে বলতে লোকটার হাতখানা সজোরে সে চেপে ধরলো। সে
চাপে তার হাতের হাড় ভেঙ্গে যাবার জো!

সে চেঁচিয়ে উঠলো।

অনাদি বললে—ও তো দেখছি ছেলেমাত্র। এত রাতে ওকে কোথায়
নিয়ে চলেছিস?

লোকটা এ-কথার জবাব দেবার আগে তার সঙ্গীরা যাকে বয়ে এনেছিল,
তাকে পথে নামিয়ে অন্ধদিকে ফিরে দাঢ়ালো। অনাদি তাদের পানে
চাইবার আগেই তারা সবেগে দিলে অনাদিকে ধাক্কা। সে-টাল সামনাতে
না পেরে অনাদি পড়ে' গেল এবং সেই ফাকে যে-লোকটাকে অনাদি ধরে
ছিল, সে পেলো মুক্তি।

পড়েই অনাদি কিন্তু চট্ট করে উঠে দাঢ়ালো। সে খোক ছটো ততক্ষণে
ধারালো ছুরি বার করেছে অনাদিকে মারবার জন্ম। ছুরি দেখে অনাদি
ভীত হলো না।

মারামারির অনেক প্যাচ সে জানতো। আত্মরক্ষার উপায়ও তার

অনেক দূরে

অবিদিত ছিল না। ছেটখাট একটা যুক্ত চললো...কারো কোনো দিকে
লক্ষ্য নেই! সকলের চোথের সামনে যেন আগুনের চাকা ঘূরছে!...

হঠাৎ অনাদির মাথায় প্রকাণ্ড একটা ঘূষি পড়লো। চোথের সামনে
আগুনের চাকা ঘূরে' অদৃশ্য হলো! অনাদি দেখলে, চারিদিকে অঙ্ককার!

টলতে-টলতে অনাদি রাস্তার উপরে শয়ে পড়লো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাম্পঙ্গের রাজপুত্র

অঙ্ককার কেটে অনাদির চোথের সামনে আবার থগন আলো ফুটলো,
সে তখন উঠে বসলো। বসে তাকিয়ে দেখে, সে লোকগুলো সেখানে
নেই...সঙ্গে সঙ্গে রিক্ষ-গাড়ী থানাও অদৃশ্য হয়েছে। যেখানে রিক্ষথানা
দাঢ়িয়েছিল, সেইখানে পথের উপর একজন লোক পড়ে আছে!

বুঝলো, যে-লোকটিকে ওরা পাঁজাকোলা করে' বয়ে এনেছিল, সেই
লোকটিকেই তারা ঐখানে পথের উপর ফেলে রেখে গেছে! বেগতিক
বুঝে? না, আর...কি কারণ থাকতে পারে?

মনে হলো, লোকটি তাহলে রোগী নয়! নিশ্চয় সে লোকগুলোর কোনো
গৃঢ় অভিসন্ধি ছিল এবং অনাদি কৃথি ওঠার দারুণ হয়তো অভিসন্ধি ব্যর্থ
হতে ওকে ওখানে ফেলে তারা পালিয়েছে! কিন্তু লোকটি বেঁচে
আছে তো?

বুকে দারুণ দুশ্চিন্তা ও কৌতুহল বয়ে অনাদি এলো সেই লোকটির
কাছে। মাথার উপর ঘেঁষের রাশি বিছিন্ন বিদীর্ঘ করে' তখন চাঁদের

আলো ফুটেছে। চাঁদের আলোয় এবং গ্যাসের আলোয় অনাদি দেখলে,
লোকটির বয়স বেশী নয়। প্রায় তার সমবয়সী। বয়স বিশ-বাইশ বছর
তবে। তবে তাকে বাঙালী বলে' মনে হলো না..

তাড়াতাড়ি তার গায়ে হাত দিলে। গা গরম। হাত টিপে নাড়ী
দেখলে...নাড়ীর স্পন্দন রয়েছে। তা হলে বেঁচে আছে ! তবে অজ্ঞান
হয়ে আছে !

অনাদি ছুটলো পথের হাইড্রাক্টের ধারে এবং কুমাল ভিজিয়ে সে-কুমাল
নিংড়ে লোকটির মুখে-চোখে জলের ছিটে দিতে লাগলো।... অচেতন
মাঝের চেতনা-সম্পাদনের বহু কৌশল তার জানা ছিল। সেই সব প্রক্রিয়ায়
আধ ঘণ্টার মধ্যে তার চেতনা ফিরলো। সে চোখ মেলে চাইলো।

দেখে অনাদির মন খুশীতে ভরে গেল। সে তার পানে দু'চোখের
কুতুহলী দৃষ্টি নিবন্ধ করে' চুপচাপ রইলো।

লোকটি কথা কইলে, ইংরেজী ভাষায় প্রশ্ন করলে,—আমি কোথায় ?
ইংরেজী ভাষায় অনাদি জবাব দিলো—ক্ষাণে। প্রিন্সেপ্স্ ঘাটের
কাছে।

লোকটির দু'চোখে বিশ্বায় ও ভয় একেবারে জল্জ্বল করে উঠলো।
ভীত স্বরে সে বললে—তুমি কে ?

অনাদি বললে—বন্ধু।

সে বললে—তারা পালিয়েছে ? সেই গুণগুলো ?

অনাদি বললে—পালিয়েছে !

লোকটি আরামের নিষ্পাস ফেললে, তারপর কি নংশয়াকুল-দৃষ্টিতে
অনাদির পানে চেয়ে রইলো ! সে-দৃষ্টি দেখে অনাদি বুঝলো, এর ভয়
এখনো যায়নি।

অনাদি প্রশ্ন করলে,—তোমার বাড়ী কোথায় ?

লোকটি বললে—আমি তালতলায় থাকি।

অনাদি চম্কে উঠলো। তালতলা থেকে রিক্ষয় চড়িয়ে এই গঙ্গার ধারে এনেছে এত রাত্রে এমনি অচেতন অবস্থায়! চৌরঙ্গীর উপর পুলিশ-কনষ্টেবল রয়েছে, সার্জেণ্ট রয়েছে, তাদের চোখে ধূলো দিলে কি করে? তারা একটা প্রশ্ন করলো না যে, তোমরা কারা? এই রাত্রে মুদ্দা, না, জ্যান্ত লোক বয়ে কোথায় চলেছে। জনহীন মাঠের দিকে? সাহস তো কম নয়!

অনাদি বললে—ওরা কারা?

সে বললে—সে অনেক কথা।...আমাকে একটু জল দিতে পারো? বড় তেষ্টা পেয়েছে।

অনাদি বললে,—তোমাকে ধরে ছি বেঞ্চটায় বসিয়ে দি, এসো। বসতে পারবে?

সে বললে—পারবো।

অনাদি বললে—তা হলে তুমি বসো। আমি গঙ্গা থেকে কুমাল ভিজিয়ে আমি জল নিয়ে আসি...কেমন?

সে বললে—বেশ।

অনাদি বাবার উচ্ছেগ করলো। কি মনে হলো, ফিরে প্রশ্ন করলো,—ভয় করবে না? আমি চলে গেলে সে-লোকগুলো যদি আবার আসে?

সে বললে—অশ্চর্য নয়। তার চেয়ে তুমি যদি আমাকে ধরো তা হলে আমি তোমার উপর তর দিয়ে নদীর পারে যেতে পারবো।

অনাদি বললে—আমার গায়ে খুব জোর আছে। হেঁটে যেতে হবে না তোমাকে। আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

সে বললে—তোমার কষ্ট হবে।... আমাকে ধরলে আমি যেতে পারবো।

অনাদি বললে—বিপদের সময় তুমি এ-সব ‘ফর্মালিট’ করো না । আমি তোমাকে ঠিক নয়ে যাবো’খন ।...

অনাদি একরকম বুকে তুলে তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে এলো । সামনে জেটি ।

অনাদি বললে—ঐ জেটিতে নিয়ে যাই...

তাই করলো সে । জেটির উপর এসে অনাদি তাকে নামিয়ে দিলে ;
বললে—আমি হাতের আঁজলা ভরে’ জল আনি...

অনাদি তাকে জল এনে থাওয়ালো । লোকটি আরাম পেলো । একটা
নিশাস ফেলে বললে—আমাকে তো রক্ষা করলে...কিন্তু আমার গার্জেন-
টিউটর মিষ্টার রাতু...তাঁর যে কি হলো...

এই কথা বলে’ লোকটি নিশাস ফেললে । বেশ বড় নিশাস !

অনাদি জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার নাম কি ?

সে বললে—আমার নাম সুহাদে ।

—তোমার বাড়ী কোথায় ? আদ-বাড়ী ?

সুহাদে বললে—বলি-দ্বীপ আর সিলেবিস্ দ্বীপ আছে পাসিফিক
ওশানে...জানো ?

অনাদি বললে—জানি । বলি-দ্বীপ তো জাতার পূবদিকে !

—ই�্যা । ঐ বলি-দ্বীপ আর সিলেবিশের মাঝে দু'তিনটে ছোট দ্বীপ
আছে । তারি একটি দ্বীপের নাম কাম্পঙ্গ । আমার বাড়ী সেই কাম্পঙ্গে ।

বিশ্বে অনাদির দুই চোখ যেন ঠিকরে পড়লো ! কিছুক্ষণ সে অবিচল-
নেত্রে সুহাদের পানে তাকিয়ে রইলো । তারপর বললে—এখানে হঠাৎ ?

সুহাদে হাসলো । মলিন ঘৃদু হাসি । বললে,—দ্বান্নার বাবা সেখান-
কার রাজা । আমাকে তিনি কলকাতায় পাঠিয়েছেন আমার গার্জেন-টিউটর
মিষ্টার রাতুর সঙ্গে ।...আমাদের দেশে লেখাপড়ার তেমন চলন নেই ।
বাবার ইচ্ছা, আমি ইংরেজী শিখি । তাহলে দেশের অনেক ভালো করতে-

পারবো। ইংরেজী ভাষা শিখলে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করা সম্ভব হবে।

অনাদি বললে—কতদিন তুমি কলকাতায় আছো ?

সুহাদে বললে—প্রায় চার বছর।

—এর মধ্যে দেশে যাওনি ?

—আর-বছর বড়দিনের সময় গিয়েছিলুম। তিন মাস ছিলুম...ফিরেছি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি।

সুহাদে চাইলো নদীর পানে। আকাশের চাঁদ টেউয়ের বুকে দুলতে দুলতে যেন হাজার টুকরো হয়ে ভেসে চলেছে...

অনাদি বললে—মিষ্টার রাতুর সম্মকে তোমার এত ভাবনা কেন ?

একটা নিশাস ফেলে সুহাদে বললে—আমার এক বৈন আছে। তার নাম বণী। আমার চেয়ে বয়সে বড়। খুব বুদ্ধিমতী। আমার মা মারা গেছেন আজ ছ' বছর। মা মারা যাবার পর বাবাৰ দেহ-মন ভেঙে গেছে। রাজ্যের কাজ-কর্ম তেমন দেখতে পারেন না। আমার দিদি বণী কলকাতায় ছ'বছর ছিল। এখানে লরেটো পড়তো। মা মারা যাবার এক বছর পরে দিদি বাড়ী যায়। দিদি বাবাৰ 'সেক্রেটোরী'ৰ কাজ করতো। আজ পনেরো দিন হলো, দিদি চিঠি লিখেছে, বাড়ীতে ভারী বিপদ। অর্থাৎ আমার এক কাকা আছে। তার নাম নাওলি। কাকা ভারী বদলোক। বাবাকে সে নাকি কোথায় সরিয়ে দেছে,—দিয়ে রাজ্য নেবাৰ মতলব। অনেক লোককে সে নিজেৰ দলে টেনে নেছে। কাকা এখন চায় আমাকে মেরে ফেলতে। মিষ্টার রাতু শুভ বিদ্বান্, তা নয়,—ভালো পলিটিশিয়ান। তাই তাকে সরিয়ে শেষে আমাকে মারবে, কাকার এই মতলব। দিদি বণী কামপঞ্চ থেকে সরে' বলি-বীপে পালিথান বলে' একটা গ্রাম আছে, সেইখানে গেছে। আমাকে চিঠি লিখেছে, সাবধান !

:

অনাদি বললে—যে লোকগুলো তোমাকে এখানে এনেছিল, তারা তোমার দেশের লোক নয় তো ! আমি তাদের দেখেছি...আমার সঙ্গে বেশ একচোট হাতাহাতি হয়ে গেছে !

সুহাদে বিশ্বাসিত নেত্রে অনাদির পানে চাইলো ।

অনাদি বললে—তুমি বলো, কি করে' তোমাকে ওরা অমন অজ্ঞান-অবস্থায় এখানে নিয়ে এলো ।

সুহাদে বললে—যে-লোকগুলো এনেছিল, তুমি বলছো, তারা আমার দেশের লোক নয় ?

অনাদি বললে,—না । তাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমান...আর দু'জন খোটা—গাড়োয়ান-ক্লাস !

সুহাদে বললে—আমার দেশের একজন ও-দলে আছে । নাম বলেছিল, টাক্ষি । সাত-আট দিন আগে ঐ টাক্ষি আমাদের কাছে এসে কেঁদে বলে, আমার কাকা তাকে মেরে কাম্পঙ্গ থেকে তাড়িয়ে দেছে । বললে, কাম্পঙ্গে যদি কাকা তাকে দেখে, তাহলে তার শির নেবে । ভয়ে তাই আমাদের কাছে সে আশ্রয় চায় ।...আমরা আশ্রয় দি । ছদ্মন আগে সে বলে, একটা বিলিতি কোম্পানিতে সে ভালো কাজ পেয়েছে । আমাদের দেশ থেকে সে অনেক রকম কাঁচা মাল আমদানির ব্যবস্থা করে দেবে । বললে, মাঝে পাবে কোম্পানির কাছ থেকে মাসে পঞ্চাশ টাকা ।...আজ মিষ্টার রাতুকে আর আমাকে নিয়ে একটা হোটেলে আসে । হোটেলটা কলুটোলায় ।...সেখানে এক মুসলমান গুণ্ডা বাজে-কথায় মিষ্টার রাতুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তাঁকে ঢানাটানি করে' একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় । আমি সে ঘরে চুক্কিলুম, তখন এই টাক্ষি আমার হাত ধরে টেনে আনে । এনে বলে, তুমি বসো, আমি দেখছি ! তার কথা শুনে আমি বসে রাইলুম ; টাক্ষি গেল মিষ্টার রাতুকে গুণ্ডার হাত থেকে

উদ্বার করতে !... অনেকক্ষণ বসে রইলুম। টাক্ষি ফেরে না—মিষ্টার রাতুও না ! আমার ভাবনা হলো। আমি উঠে পড়লুম। ওঠবামাত্র দু'তিনজন গুণ্ডা আমাকে ধরে' আমার হাতে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে...

এই পর্যন্ত বলে' সুহাদে তার জামার আস্তিন গুটিয়ে ডান হাতখানা অনাদির সামনে মেলে ধরলো। অনাদি দেখে, হাতে ছুঁচ ফুটোনোর দাগ। একটু রক্ত শুকিয়ে আছে।

অনাদি বললে—তারপর ?

সুহাদে বললে—আমি সেই ঘরে গেলুম।... দেখি, কেউ নেই। ঘরের ওদিকে একটা খোলা দরজা। দরজার ওদিকে সরু একটা গলি। দরজায় এসে গলির দিকে চাইবামাত্র আমার মাথা ঘুরে উঠলো। আমি পড়ে গেলুম।

অনাদি বললে—তোমাকে কথন কে রিক্ষয় তুলেছে, জানো না ?

সুহাদে বললে—না।

অনাদি কি ভাবলে... তারপর বললে—সে হোটেল তুমি দেখিয়ে দিতে পারো ?

সুহাদে বললে—রাত্রে বোধ হয় দেখাতে পারবো না। দিনের বেলায় হয়তো দেখিয়ে দিতে পারি...

অনাদি বললে—কাল আমাকে দেখিয়ো...

সুহাদে বললে—কিন্তু মিষ্টার রাতুর যে কি হলো...

অনাদি বললে—ভাবনার কথা !... পুলিশে যাবো ?

সুহাদে বললে—কোনো ফল হবে ?

অনাদি বললে—হয়তো হতে পারে।... কিন্তু পুলিশে গেলেও এখন এ রাত্রে নয়—নিশ্চয়।

সুহাদে চুপ করে চেয়ে রইলো নদীর দিকে।...

ଅନାଦିର ମନେର ମଧ୍ୟେ ରାଜ୍ୟେର ଚିତ୍ତା ଏକେବାରେ ଉଥିଲେ ଉଠିଲୋ ! ଏ
ଯେ ମନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ସତ୍ୟପ୍ରତ୍ତ ଚଲେଛେ ବେଚାରୀର ବିକଳକେ ! ଓଦିକେ ତାର ବାପ ! ଛୋଟଥାଟ
ଦ୍ଵୀପ ହଲେଓ ସେ-ଦ୍ଵୀପେର ରାଜ୍ୟ ! ଆର ସୁହାଦେର ଦିନି ବଣୀ ରାଜକୁତ୍ତା ! ଶ୍ୟାତାନ
କାକାର ଭୟେ ବଣୀ ରାଜ୍ୟଛାଡ଼ା । ଏଥାନେ କଲକାତାର ମହାର ବାସ କରଛେ
ରାଜପୁତ୍ର ସୁହାଦେ ! ସଙ୍ଗେ ତାର ଗାର୍ଜେନ-ଟିଉଟର...ଇଂରେଜେର ରାଜ୍ୟ...ଆଇନେର
ରାଜ୍ୟ ! ପୁଲିଶେର ଦେଶ ! ଏଥାନେ ମାନୁଷେର ପିଛନେ ଏମନ ମାରାଞ୍ଚକ ଗୁଣୀ
ଲେଲିଯେ ଦେଛେ !...

ତାରପର...?

ତାରପର ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର...ଅନ୍ଧକାର !...ସେ-ଅନ୍ଧକାରେ ଚିତ୍ତାର ଗତି ହୁବୁ
ହଲୋ ।

କିନ୍ତୁ ପରେର କଥା ପରେ...

ଏଥିନ ବେଚାରୀ ସୁହାଦେ...

ଅନାଦି ବଲଲେ—ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଏମୋ ସୁହାଦେ, କୋନୋମତେ ରାତଟା କାଟିଯେ
ଦେବେ । ତାରପର କାଳ ଆମାଦେର କାଜ ଶୁରୁ ହବେ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোয়েন্দাগিরি

সে রাত্রে অনাদির ভালো ঘুম হলো না । সুহাদে, রাতু, সুহাদের বাবা, দিদি বণী...সকলকে কেজু করে' চিন্তার পর চিন্তা তার মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে তুললো । শোবার ঘরে নিজের বিছানাটি সে ছেড়ে দিয়েছিল সুহাদেকে । সুহাদে ভীমণ আপত্তি জানিয়েছিল...অনাদি তাকে বুঝিয়ে দিলে, সে অনাদির অতিথি ; এবং বাঙালী-জাত অতিথিকে দেখে দেবতার মতো ! আরো বললে—যদি তোমার সঙ্গে আমি কামপঞ্জে যাই সুহাদে, তাহলে তোমার বিছানা আমাকে দিয়ো, শোবেবোধ হয়ে যাবে ।

সুহাদে বললে—তুমি যাবে কামপঞ্জে ?

অনাদি বললে—ইচ্ছা হচ্ছে, যাই । লাঠালাঠির ব্যাপার যদি ঘটে, তোমার তরফে বাঙালী সেনাপতি এই অনাদি দাঢ়িয়ে যদি তোমার usurper কাকার হাত থেকে রাজ্যটি ছিনিয়ে নিতে পারি, তাহলে ইতিহাসে একটা নাম থাকবে !

সুহাদেকে বুঝিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অনাদি বসে রইলো একখানা চেয়ারে । তার মাথায় তখন রাজপুতানার ইতিহাস জেগে উঠেছে !... রাজ্যহারা রাজা...তার দুই অসহায় ছেলেমেয়ে সুহাদে আর বণী ।...একবার এংদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে দিয়ে দেখে, পরিণামে কি হব !

তার মন বাইরের পৃথিবীর বুকে নিজেকে ছড়িয়ে দেবে বলে' আকুল হয়েছিল, ভাবলে, ভগবান् হয়তো তাকে মন্ত্র বড় সুযোগ দিচ্ছেন...সে যদি অভিযানে বেরোয়...

সকালে উঠে চা এবং টোষ্ট-কটিতে সুহাদের অভ্যর্থনা সেরে অনাদি।
বললে,—আমি কি ভাবছিলুম জানো সুহাদে ?

সুহাদের মন তখন একেবারে যেন খালি হয়ে গেছে ! কোনো চিন্তা সে
মনে স্থান পায় না ! বসে' বসে' সে ভাবছিল, এ কি স্বপ্ন দেখা চলেছে ?
দিদির চিঠি...কালকের হোটেল...রাতুর অন্তর্দ্বান...এখানে তার আশ্রয়...
ঢুকিনের বন্দু অনাদি...

অনাদির প্রশ্নে সুহাদে অনাদির মুখের পানে চেয়ে রইলো...

অনাদি বললে—ভেবে ঠিক করলুম, পুলিশ-টুলিশ ময়।... আমার
নিজের এমন শক্তি আছে, যে সে গুণগুলোকে বীতিমত শিক্ষা দিতে
পারি।...শুধু হোটেলটা খুঁজে বার করা...

সুহাদে বললে—সে-হোটেল আমি দেখিয়ে দেবো...

অনাদি বললে—কিন্তু ওদিকে তোমাকে নিয়ে যাবো না। এসব গুণার
দলে এমন কাপুরুষের অভাব নেই—পাঁচটা টাকা পেলে যারা পিছন থেকে
পিঠে ছোরা চালিয়ে দেবে !...তুমি এইখানে থাকো। তোমার তালতলার
ঠিকানা দাও। সেখানে আমি মিষ্টার রাতুর সন্দান নেবো। তাছাড়া হোটেল
তো আছেই ! তুমি বলছো, কলুটোলায় হোটেল !...আচ্ছা, বলতে পারো,
হোটেলটা কলুটোলা স্ট্রীটের উপর ? না, এই অঞ্চলে কোনো গলির মধ্যে ?

সুহাদে মনে-মনে হোটেলের জিওগ্রাফি যতখানি পারে, ভেবে
দেখলো। দেখে' সে বললে—হ্যাঁ, একটা গলি। সেই গলিতে হোটেল।
হোটেলের পাশে একটা মোষের খাটাল আছে...

মহা-উৎসাহে অনাদি বললে—ও...তাহলে কুছ আয়া নেই...সে
হোটেল আমি বার করবোই।...এখনি আমি বেরচিছি। তোমার তালতলার
ঠিকানা দাও। আর আমি চলে গেলে তুমি এ-ঘরে দরজা বন্ধ করে'
থাকবে...। আমি ছাড়া বে-কেউ ডাকুক, খবর্দীর, দরজা খুলবে না।...

তালতলার ঠিকানা জেনে নিয়ে অনাদি বেরিয়ে গেল। স্বহাদে অনাদির পরামর্শ-মতো ঘরে থিল এঁটে দিবে বসলো। কথানা স্পোটিং-এর বই ছিল। স্বহাদে সে বইগুলোর পাতা উল্টে লাগলো।...

শেষ থেকে বেরিয়ে অনাদি প্রথমে গেল স্বহাদের তালতলার বাসায়। একটা গলির মধ্যে বাড়ী। একতলা বাড়ী। বাড়ীতে ছিল একটা খোটা চাকর। তাকে প্রশ্ন করে' অনাদি শুনলে, মনিব আৱ তাৱ মাষ্টাৱ আৱ একজন ভদ্ৰলোকেৰ সঙ্গে কাল সকাাৱ সময় বেরিয়ে গেছে, এখনও পৰ্যাপ্ত কেউ ফেৰেনি!

অনাদি চলে আসছিল।...তাৱ মাথায় মতলব জাগলো। ফিরে চাকুটাকে বললে—আমি পুলিশোৱ লোক। থানা থেকে আসছি। তুই বাড়ীৰ তালা বন্দ কৰ। কেউ এলে চাবি খুলবি না। যে-লোকেৰ সঙ্গে তোৱ মনিবৱা কাল বেরিয়েছিল, সে-লোক যদি আসে, তাকে বস্তে বলবি, বলবি, তোৱ মনিব এসে বলে গেছে, সে যেন বসে থাকে। সে-লোকেৰ নাম টাকি। যে আসবে, নাম জিজ্ঞাসা কৰবি, বুঝলি।

চাকুটা বললে—জী...

অনাদি বললে—মাষ্টাৱজী বদি হিয়ে আসেন, তাহলে বলিস, তোৱ মনিব ভালো আছে। একজন বাবুৰ বাড়ীতে আছে। সেখান থেকে থাওয়া-দাওয়া সেৱে দুপুৰবেলায় বাসায় আসবে।

চাকুটকে উপদেশ দিয়ে অনাদি এলো কলুটোলায় হোটেলেৰ সকানে।... এ-গলি সে-গলি ঘুৰে স্বহাদেৱ কথামতো মোষেৱ খটাল মিললো। কিন্তু তাৱ পাশে হোটেল কৈ?

হোটেল মিললো না।

অনাদি ভাবলো, হযতো হোটেল নয়...তাৱা হোটেলেৰ ফাঁদ পেতেছিল। এদেৱ দুজনকে কায়দায় ফেলে বন্দী কৰবাৱ অভিপ্ৰায়ে!

খাটালের অন্ত দিকে এক ভদ্রলোকের বাড়ী। সে বাড়ীর বাইরের

বরগুলোয় দোকান। খাটালের অন্তদিকে বস্তী।

মনে পড়লো, বে-ঘরে রাতু চুকেছিল, সে-ঘরের গারে একটা সুর গলি—গলির দেখা মিললো...কিন্তু তার গারে বে-ঘর, সে-ঘরে তালা দেওয়া।

বুরতে বাকী রইলো না, ঐ তালা-বন্ধ ঘর কাল হোটেলের মুক্তি ধারণ করেছিল।

তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে এদের কৌশলের তারিফ করতে হয়!

খাটালের সামনে এসে অনাদি দাঢ়ালো। খাটালের সামনে একটা দড়ির চার-পায়ায় বসে ক'জন গুঙ্গা-চেহারার খোটা কথা কইছিল। অনাদি থানিকক্ষণ তাদের লক্ষ্য করলে। কাল রাত্রে গঙ্গার ধারে দু'জন খোটা ছিল—এদের মধ্যে যদি সে দু'জনের দেখা পায়?

কিন্তু না...

অনাদি বৈর্যরক্ষা করতে পারলো না। সেই খোটাদের কাছে এদে সে জিজ্ঞাসা করলে,—জ্যাদার-সায়েব, এ ঘর কি কাল রাত্রে এমনি তালাবন্ধ ছিল?

তারা বললে,—না বাবুজী। ও-ঘর সন্ধ্যার সময় খোলা হয়। একজন লোক হোটেল খুলেছে। দিনের বেলায় সে অন্ত কাজে থার; সন্ধ্যায় এসে হোটেল খোলে!...

অনাদি দেখলে, সুহাদের নির্দেশে ভুল হয়নি এবং সেও ঠিক জ্যোগায় এসেছে! সে বললে,—বার হোটেল, তার নাম জানো পাড়েজী?

খোটাদের মধ্যে একজন বললে—হামলোক পাড়ে নেহি বাবুজী... তেওয়ারি।

অনাদি বললে—ও...তা, এ হোটেলের মালিকের নাম?

তেওয়ারী বললে—তার নাম হামিদ। রমজান শুঙ্গা ছিল; হামিদ তার ছেটি ভাই...

—দিনের বেলায় হামিদ কি করে?

তেওয়ারী বললে—হামিলোক তা জানে না বাবুজী। বদ্বাস আদ্বী...
কেতা কাম হায়!... কাহে, বোলিয়ে তো?

অনাদি বললে—কাল রাত্রে আমাদের একজন লোককে মেরেছে। যে
মেরেছে, আনি তাঁর ঘোজ করছি!... তোমরা জানো তেওয়ারীজী?

তারা বললে, না। তারা সক্ষ্যার পর আর এদিকে থাকে না। তারা
থাকে বেলগেছেয়। দেখানে বাগান আছে—বড় থাটাল আছে। এখানে
আদের লোকজন থাকে।

অনাদি বললে—তোমাদের লোকজন যদি কালকের কথা কিছু বলতে
পারে... একবার মেচেবধানি করে যদি...

তেওয়ারী বললে—বেশ...

তেওয়ারী ডাকলো তার ভৃত্য লছমনকে। তাকে প্রশ্ন করে কোনো
বচ্ছ ভেদ হলো না। সে বললে,—এ হোটেলে নিতা ঝামেলা হয়... যত
শুঙ্গা বদ্বায়েস এসে ছবে। চেঁমেটি গোলমাল আদের গা-পওয়া হয়ে
গেছে; কাজেই বিমন-বুকার কিছু না ঘটলে ও গোলমালের নজর
পড়ে না।

অনাদি নিরাশ হলো।... রাতুর থপর তাহলে কি করে? পাওয়া যায়?
অথচ না পেলে নয়!

সে স্থির করলে, হোটেলের মালিকের নাম তো পাওয়া গেছে...
হামিদ। সক্ষ্যার সময় সে এসে হোটেল থোলে এবং তখন এ সব নিত্যকার
শ্বতানী-পালার অভিন্ন স্ফুর হয়। সেই সময় সে আসবে এবং আসবে
মুসলমান সেজে!... তা ছাড়া এ রহস্য ভেদ করবার অন্ত কোনো উপায়

আর নেই ! এবং তখন এলে হয়তো কাল রাত্রের মেই বদমায়েসগুলোর
সঙ্গে দেখা হতে পারে ।

তাই স্থির করে' অকারণ ঘোরার চিন্তা ছেড়ে অনাদি ফিরে মেশে
এলো । বেলা তখন দশটা বেজে গেছে ।

যরে এসে দেখে, সুহাদে যুনোচ্ছে । ডেকে তার ঘুম ভাস্তালো ।

জেগে উঠে বসে সুহাদে প্রশ্ন করলে,—কোনো খপর পেলে,
বন্ধু ?

অনাদি বললে—মিষ্টার রাতুর সন্ধান পাই নি, তবে সে-হোটেলের সন্ধান
পেয়েছি । হোটেলের মালিকের নাম পেয়েছি । আজ সন্ধ্যার পর মুসল-
মান খন্দের মেজে হোটেলে যাবো । লোকগুলি তোমাকে রিক্ষয় তুলে
গঙ্গার ধারে গিয়েছিল, তাদের দেখা পাবো বলে' মনে হৈ । এবং একবার
যদি তাদের দেখা পাই, তাহলে জেনো, এ রহস্য ভেন করে' আমি মিষ্টার
রাতুর উক্তাব সাধন করবোই ।

সুহাদে বললে—তুমি একা পারবে ?... তার চেয়ে বদি পুলিশের সাহায্য
নাও...

অনাদি বললে—না । পুলিশে যাবো না । পুলিশে গেলে জানাজানি
হবে এবং তাহলে ওরা এত বেশী সতর্ক হবে যে আমরা ওদের সঙ্গে পেরে
উঠবো না । তুমি ঠিক জেনো বন্ধু, তুমি-আমি পুলিশে গেছি বা যাচ্ছি
কি না, সে সম্বন্ধে ওরা খপর রাখছে... এবং সে খপর পার্বামাত্র ওরা
মিষ্টার রাতুকে এমন অন্ধকৃত পে বন্ধ করে রাখবে যে আমরা কিম্বালৈ তাঁকে
বার করতে পারবো না ! তার চেয়ে ছন্দবেশে আমি ওদে... পাছু নেবো...
ওরা জানতে পারবে না এবং আমার মনে হয়, এই উপায়ে আমি মিষ্টার
রাতুকে আবিষ্কার করবোই !

একটা নিশাস ফেলে সুহাদে বললে—মিষ্টার রাতু কি বেঁচে আছেন ?...

আমার ভয় হয় বন্ধু, ওরা তাঁকে হয়তো খুন করেছে ! গুম খুন ! কেন না, তিনি পশ্চিম লোক—পলিটিক্স জানেন ! তিনি বৎসর বিলেতে ছিলেন। তিনি হয়তো দারণ এজিটেশন স্কুল করবেন এবং কাকার ভয়, তাহলে সারা জীবনে নিশ্চিন্ত নিরাপদ হবেন না ! ...

অনাদি বললে,— এত শীত্র এবং এত সহজে ওঁর মতো লোককে মারতে পারবে না। বিশেষ ভুমি বখন ওদের হাত ফস্কে পিছলে সরে পড়েছো, তখন মিষ্টার রাতুকে মেরে ওদের খুব বেশী লাভ হবে না। তুমিও তো ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কিম্বা অন্য গভর্ণমেন্টের কাছে একথা তুলে স্ববিচার চাইতে পারো তোমার usurper কাকার বিরুদ্ধে। ... তবে এবার যদি তোমাকে হাতে পায়, তাহলে মিষ্টার রাতুকে মারতে একত্তল বিলম্ব করবে না ... কিন্তু এখন ওসব ভেবে কোনো লাভ নেই—শানাহার করা যাক, এসো।

উৎকণ্ঠিত স্বরে স্বহাদে বললে—ভুমি ভাবো বন্ধু, ওরা তোমাকে ‘ফলো’ করছে না ?

অনাদি বললে,—সে-কথা আমার মনে হয়েছে ! ... আসতে আসতে কতবার থম্কে দারিয়ে চারিধারে তাকিয়েছি, তার ঠিক নেই ! কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো ছায়া আমার ফলো করছে, দেখিনি ! ... এত সহজে তোমার সন্ধান ওরা ছাড়বে না ... আমাকেও ছাড়বে না। এ তো বাক্সিগত ব্যাপার নয় ... এর সঙ্গে কামপঙ্কের পলিটিক্স জড়িয়ে আছে যে !

শুভ্র পরিচেদ

ইবিব্

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতু আৱ শুহাদেৱ জিনিষপত্ৰ লৱিৱ
উপৱ তুলে তালতলা থেকে অনাদি নিজেৱ মেশে এনে ফেললো। শুহাদেৱ
একটা চাকৰ ছিল। খেটো চাকৰ। তাকে মাহিনা চুকিয়ে বিদায় কৱে
দিলে। কি জানি, তাকে এখানে আনলে যদি সে বিশ্বাসযাতকতা কৱে
গুপ্তচৰেৱ মতো বদমায়েসগুলোৱ কাছে তাৰ খপৱ-বাতী ঢায়! লৱি
আনলো সে অনেক ফন্দীতে ঘুৱিৱ-ফিৱিৱে। পথমে শেয়ালদা ছেশনে—যেন
টেণে কোথাও যাবে। শেয়ালদায় মালপত্ৰ নামিয়ে লৱিৱ ভাড়া চুকিয়ে
তাকে বিদায় কৱে দিলে; তাৱপৱ সেখান থেকে কতক মুটেৱ মাথায়,
কতক ট্যাক্সিতে তুলে মালপত্ৰ আনলে নিজেৱ বাসায়। পথে সে বেশ
হ'শিৱাৰ রহিলো, কোনো লোক তাৰ উপৱ নজৱ রেখেছে কি না! এমনি
সতৰ্কভাৱে তাৰ ঠিকানাৱ কোনো হদিশ না দিয়ে অনাদি মেশেৱ ঘৱে
শুহাদেৱ জিনিষপত্ৰ তুলে ষষ্ঠিৱ নিশ্বাস ফেললৈ।

এ-কাজে সন্ধ্যা হয়ে এলো। মেশেৱ একটা কামৱা নিয়ে জিনিষপত্ৰ
*সে-কামৱায় রাখা হলো।

শুহাদে বললে—মাষ্টাৱ মশায়?

অনাদি বললে—আজ এদিককাৱ কাজ চুকলো। তাৰ গোৱাৱ পোষ্ট-
অফিসে বলে এসেছি, তোমাদেৱ নামে যে-সব চিঠিপত্ৰ আসবে, সেগুলো
আমাৱ ঠিকানায় রি-ডাইৱেল্ট কৱে।...কাল মিষ্টাৱ রাতুৱ সন্ধানে
কোমৱ বেঁধে লাগবো।

সুহাদে বললে—এ বাপারে অনেক টাকা-পয়সার দরকার। বাকে
আমার কিছু টাকা আছে...

—কোন্ত বাক ?

সুহাদে বললে—পেনাণ্ড ব্যাঙ !

—কত টাকা ?

সুহাদে বললে—তা প্রায় সতেরো-আঠারো শ' টাকা।

অনাদি বললে—টাকা নিরাপদ জায়গায় আছে। তার জন্ত কিসের
ভাবনা ?

সুহাদে বললে—আমার কাজে অনর্থক তুমি কেন টাকা খরচ করবে
নন্দ ?... আমাকে বাঁচিয়ে এমন আশ্রয় দেছ, তোমার কথ কখনো শোধ দিতে
পারবো না...! ভাবছিলুম, আর-জন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে নিশ্চয় !

অনাদি বললে—ছিলুম তো ! আর-জন্মে তোমার ভাই ছিলুম...এ জন্মে
তোমার বন্ধু।

এত দুঃখে সুহাদের মুখে হাসি ফুটলো। সুহাদে বললে,—সত্যি তাই !

অনাদি বললে—শোনো তবে কালকের প্রোগ্রাম। সারা দিন ঘুরতে
ঘুরতে মনে-মনে এ প্রোগ্রাম তৈরী করেছি...

—বলো...

অনাদি বললে,—কাল মিষ্টার বাতুর সন্ধান...

বিষয় মুখে সুহাদে বললে—কোনো সন্ধান পাবে না। হয় তাঁকে খুন
করেছে, না হয় মারবে বলে' কোনো অঙ্ককার ঘরে বন্দী করে রেখেছে।

অনাদি কি ভাবছিল !...বললে—কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কি দর-
কার ?...মুসলমান সেজে হোটেলে যাবো ভেবেছিলুম। আজ এই ঘোরাঘুরি
গেছে...তা বেশ, স্নান করে' কিছু খেয়ে নি...তারপর যাবো সেই
হোটেলে...

:

অনেক দূরে

সুহাদে বললে—কিন্তু সারাদিন এত ঘুরেছো—শেষে অস্থ করে যদি? ..

হেসে অনাদি জবাব দিলে—অস্থথের ভয় করো না...আমার শরীর বাবুর শরীর নয়। আমি আজ রাত্রে বিশ্বামৈর কথা বলেছিলুম এই জন্যে, তুমি একলা থাকবে!...হয়তো সারা রাত আমি ফিরবো না...কিন্তু না, একটা রাত্রির চুপচাপ কেন থাকি? একরাত্রে তারা অনেক কিছু করতে পারে ..

সুহাদে বললে—বা ভালো বোঝো, করো বক্স। আমার মন যেন পাথর হয়ে আছে...বুদ্ধিশুद্ধি সব সে-পাথরের তলায় চাপা পড়েছে!...

অনাদি স্বানাহার সেরে একটা এ্যামেচাৰ-থিরেটাৱের আখড়ায় চলে' গেল। সেখানে পয়সা দিতে তারা তাকে এমন মুসলমান গুণ্ডা সাজিয়ে দিলে যে, আবিনায় নিজেৰ সে-মৃত্তি দেখে অনাদি অবাক! পরণে লুঙ্গি, গোফ-দাঢ়ি...মুখের শ্রী অবিকল মুসলমান গুণ্ডার মতো।

আখড়া থেকে বেরিয়ে সে লোভ সম্বৰণ করতে পারলো না। এলো নিজেৰ মেশে...এবং এসে সোজা নিজেৰ ঘৰে গিয়ে উঠলো। তাকে দেখে মেশেৰ অন্ত লোকজন ভয়ে সন্তুষ্ট! কম্পিত বুকে অনেকে ঘৰেৱ দৱজা বন্ধ কৰে' দিলে...যে দৱজা বন্ধ কৰতে 'পারলো না, ছচোখ কপালে তুলে' সে অনে-মনে দুর্গা-নাম জপ কৰতে লাগলো।...

অনাদি এলো তাৰ নিজেৰ ঘৰেৱ সামনে। দৱজা ভি থেকে বন্ধ। বন্ধ-দৱজায় অনাদি টোকা মারলো।

দৱজা খুলে সুহাদে সে-মৃত্তি দেখে চীৎকাৰ 'কৰে' উঠলো। হেসে অনাদি বললে—ভয় নেই বন্ধ...আমি! আমি!

গলার স্বর শুনে সুহাদের ভয় ভাঙলো। সে বলমে—এ সাজে
সেজেছো...

অনাদি বললে—যে-দলে গিয়ে মিশতে হবে, সে-দলের যোগ্য বেশে
সাজা চাইতো!...জানো তো সেই প্রবচন—birds of the same
feather flock together...

সুহাদে বললে—এ চেহারা দেখলে কারো মনে সন্দেহ হবে না...

অনাদি বললে—তা হবে না। তবে ভয় হচ্ছে, এ চেহারা নিয়ে কলু-
টোলায় পৌছুতে পারবো কি না!

—কেন?

অনাদি বললে—পথে পুলিশে না গ্রেফ্টার করে...

উদ্বিগ্ন কর্ত্ত্বে সুহাদে বললে—তাহলে বাবে কি করে?

অনাদি বললে—একখানা রিক্ষায় চড়ে যাই...গুণ্ডার্ওও তো ভদ্রভাবে
সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলে।...তবে গলি-রাস্তা দিয়ে বাবো—বড় বড়
মোড়গুলো বাঁচিয়ে...

অনাদি আর দাঢ়ালো না...নেশ থেকে বেরিয়ে পথে একখানা রিক্ষ
নিয়ে তার উপর চেপে বসলো; 'বসে' রিক্ষওয়ালাকে বললে—কলুটোলা
চল...

ঝঁঝঁ-ঝঁঝঁ ঘণ্টাধ্বনি তুলে রিক্ষ ছুটলো অনাদির নির্দেশ-মতো গলি-পথ
দিয়ে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কলুটোলা। সেই হোটেল; এবং খাটালের পাশে
যে-যৱ অনাদি সকালে তালাবন্দ দেখে গিয়েছিল, সে যৱ এখন দেখলো,
সরাইখানার মূর্তি ধরেছে! বসবার জন্ত বেঞ্চ পাতা...বেঞ্চের সামনে আর
একটু উঁচু বেঞ্চ...বেঞ্চে নানাবিধি মূর্তি...ভোজনে-রসালাপে এবং
বাদ-বিস্থাদে সব নিমগ্ন!

:

কোণের দিকে একটা টেবিল ঘিরে একদল লোক মহা-কলরবে খেলায় মত্ত। তাদের ঘিরে ক'জন দর্শক। টাকা-পয়সার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে...সেই সঙ্গে উচ্চ হাসি আর চীৎকার!

অনাদি বুঝলো, ওখানে জুয়ো-খেলা চলেছে!

একবার সে ঘরময় ঘুরে লোকগুলোকে দেখে নিলে। না, কাল রাত্রের কাকেও সে-দলে দেখা গেল না!...

অনাদি একটা বেঁকে জায়গা দেখে বসলো। কিন্তু চুপ করে' বসে থাকা ভালো দেখাব না! অথচ এ-নরকের কোনো-কিছু থাবার মুখে দিতে প্রবৃত্তি হয় না!...খাওয়ার কথা মনে হলে গা কেমন করে' ওঠে! ভাবলে, উপায় কি?

একটা চাকর এসে প্রশ্ন করলো—কিছু চাই?

অনাদি বললে—করিম এসেছে? করিম?

মন-গড়া নাম!...এই নামটা হঠাত মনে এলো, তাই বললে করিম!

চাকরটা বললে—কোন্ করিম?

তাইতো!

অনাদি বললে—কলাবাগানের করিম। সেই ঘার সাদা ঘোড়া-জোতি টম্টম্ট আছে...

চাকরটা কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলো, তার পর বললে—সাদা ঘোড়ার করিম! না, চিনতে পারছি না। এখানে আসে তিনজন করিম। একজনের বাড়ী রাজাবাজার; তার কোকেনের কাজ আছে। আর একজন থাকে খিদিরপুরে—সে আসে গাড়ী চড়ে! কিন্তু সাদা ঘোড়ার টম্টম্ট নয় তো... কালো ঘোড়ার পাল্কী-গাড়ীতে আসে। তেমৰা করিম হলো রহিমের ভাই...মেছোবাজারের মাঃসওলা রহিম...তার ভাই।

অনাদি বললে—কিন্তু এ রহিম কলাবাগানে থাকে। আমাৰ দোষ

হয়। এদিকে একটা কাজ আছে...আমাকে বলেছিল, এই হোটেলে এসে তার জন্ম বসে থাকতে। রাত নটার মধ্যে সে আসবে, বলেছিল।

কে জানে, হয়তো কোনো খন্দের! চাকরটা বললে—তাহলে বসো...

চাকরটা চলে যাচ্ছিল। অনাদি ডাকলো—শুনচো?

চাকর ফিরে দাঢ়িলো, বললে—আমাকে ডাকচো?

—হ্যাঁ।...মানে, তোমাদের মালিকের সঙ্গে একবার দেখা হয় না?

তাহলে করিমের কথা তাকে বলি।

চাকর বললে—মামুদ সাহেব? দেখি, আছে কি না...

এই কথা বলে' ঘরের প্রান্তে যে দরজা পর্দা-চাকা, সেই দরজা দিয়ে চাকরটা ওদিকে বেরিয়ে গেল। অনাদি একদৃষ্টে তার পানে চেয়েছিল। এ-ঘরের বাইরে আর একটা ঘর আছে। যার হোটেল, তার সঙ্গে তাহলে ও-ঘরের সম্পর্ক আছে!...

সে উদ্গ্ৰীব হয়ে চেয়ে রইলো সেই দরজার পর্দার দিকে। ঘরের মধ্যে নানা কলরব-কলহের ধৰনি মিশে ঘরটাকে প্রায় বাজারের মতো সরগরম করে তুলেছিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে পর্দা সরিয়ে চাকরটা ফিরে এলো। এসে অনাদিকে বললে,—মামুদ সাহেব তোমার নাম জিজ্ঞাসা কৰলে...

অনাদি বললে—আমার নাম বললে কি তোমার সাহেব চিন্তে পারবে? আমি তো কলকাতায় থাকি না। আমি থাকি মেটেবুরজে। করিম চিঠি দিয়ে আমাকে আনিয়েছে। কি একটা কাজ আছে। লিখেছিল, দুদিন আগে আসতে। তা আমার চাচীর অসুখ ছিল বলে' দেরী হয়ে গেছে। বিকেলে এসে করিমের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। করিম বললে—এইখানে যেন রাত নটার আগে আসি।...

চাকরটি বললে,—তাহলে মামুদ সাহেবকে আমি কি বলবো?

:

—এই কথাই বলো গে'... শুনলে তো আমার কথা ।

চাকর বললে—শুনলুম । কিন্তু সায়েব বললে, কে আমায় ডাকে, তার নাম জেনে আয় ।... তোমার নাম বলো... ॥

একটু ভেবে অনাদি বললে—বলো গে আমার নাম ইবিব । মেটেবুরজ থেকে এসেছি ।

চাকরটা আবার চলে গেল । অনাদির মনে চিহ্নার লহর বইতে লাগলো । মামুদ যদি আসে ? যদি জিজ্ঞাসা করে, কি কাজ ?... একটা জুসই কথা তাকে বলতে হবে এবং সে কথায় সুহাদের ব্যাপারের একটু ইঙ্গিত যদি দেওয়া যায়, তাহলে এ নরকে পদার্পণ সার্থক হয় ।

অনাদির চিন্তার মধ্যে মোটা-সোটা লম্বাচওড়া এক জোয়ান লোক ওদিককার পর্দা টেলে এ-ঘরে এসে উদয় হলো । চেহারা দেখলে মনে হয়, কোনো দুষ্কর্মে এ লোকটির ভয়-ডর দূরে থাক, বেন একটা ঝোক আছে ! লোকটাকে দেখে মনে হলো,... মৃত্তিমান বিভীষিকা !

মৃত্তির পিছনে সেই চাকরটা ! তাকে নির্দেশ করে' চাকরটা দেখলো । জোয়ান লোকটি তখন অনাদির সামনে এসে দাঢ়ালো । সে কাছে আসতে অনাদি উঠে দাঢ়ালো এবং বেচারার মতো দীন কঠস্বরে মলিন একটু হাসির রেখা মুখে একে বললে—মেলাম !

সে-সেলামকে মামুদ গ্রাহের মধ্যেই ধরলো না... দৃঢ় কর্কশ স্বরে বললে,—কি চাই ?

খুব বিনীত কঢ়ে অনাদি বললে,—করিম বলে দেছে, এখানে তার জন্ম অপেক্ষা করতে । সায়েবের সঙ্গে তার কি পরামর্শ আছে ।

মামুদ বললে—কলাবাগানের করিম বলছো, কিন্তু কলাবাগানে কে করিম, আমি জানি না তো... ॥

মৃছ হেসে অনাদি বললে—সায়েব তাকে জানেন না—কিন্তু সায়েবকে সে

জানে। খুব জানে। আমাকে বলেছে, সারেবের সঙ্গে শলা না করে' সে
কিছু করবে না।

মামুদ বললে,—কি কাজ?

অনাদি বললে—আমি সবটুকু জানি না। আমাকে চিঠি লিখে
আনিয়েছে মেটেবুরুজ থেকে।

অনাদিকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে' মামুদ বললে—তোমার নাম
কি?

অনাদি বললে—আমার নাম হবিব।

মামুদ বললে—বেশ, বসো... তোমার করিম আসুক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিকাশীপাড়ায়

বাত প্রায় সাড়ে নটা পর্যন্ত অনাদি বসে' সরাইয়ের কাও দেখতে
লাগলো। কত রকমের লোক যাত্তাত করছে,—কাঠে। চেহারায় বা
আচরণে এতটুকু ভদ্রতার খোলশ পর্যন্ত নেই! অনাদিকে সেই চাকরটা
এসে বললে—তোমার করিম এলো, মিয়া?

অনাদি বললে,—না।

চাকটা বললে—কি করবে?

অনাদি বললে—কতক্ষণ তোমাদের হোটেল খোলা থাকবে?

সে জবাব দিলে—সরাই খোলা থাকে প্রায় সারা রাত। তবে দশটা
বাজলে আমরা দরজা বন্ধ করে রাখি। দশটার পর জানা-শোনা লোক
ছাড়া আর কাকেও এখানে থাকতে দেওয়া হয় না।

•

অনেক দূরে

অনাদি বললে—আমাকে তাহলে আর আধ ঘণ্টা পরে সরতে হবে ?

চাকরটা বললে—তাই...

চুপ করে অনাদি কি ভাবতে লাগলো। চাকরটা তার গা ঘেঁষে
এসে বললে—কি তোমার কাজ, আমার বলবে ?

অনাদি তাকে বেশ করে নিরীক্ষণ করে' বললে—আমার কাজ ছটো।

পয়লা কাজ, এই করিমের সঙ্গে। বড়বাজারে কে থাকে মাড়োয়ারী—নাম
মোহনলাল খাণ্ডেলওয়ালা। তার একটা ছেলে আছে। সেই ছেলেটাকে
তার এক ভাই সরিয়ে দিতে চায়। ছেলের বয়স পাঁচ বছর।...
মোহনলালের বয়স হয়েছে বাট। তার অস্থথ। বেশী দিন বাঁচবে না।
মোহনলালের ভাই চায় ও-ছেলেকে সরাতে—তাহলে যত কিছু বিষয়,
সব তার হবে !...করিম আমার বলেছিল...দু'হাজার টাকা দেবে। আমি
বলেছিলুম, পাঁচ হাজার টাকা শুধু যদি আমাকে দাও, তাহলে পারি।...
বোধ হয়, ওরা রাজী হয়েছে। তাই করিম চিঠি লিখেছে আসবার
জন্ত।...বলে কি, ওরা পাবে বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা...আর আমাদের
বেলায় এমন কঞ্চুপনা ! হঁঃ ! এই যে দিন পনেরো আগে একজন বিদেশী
এসে ধরেছিল তালতলা থেকে একটি ছেলেকে সরাতে—তার মাষ্টারকে
শুক্রু। আমি বলেছিলুম, দশ হাজার টাকা নেবো। তারা বললে,—
দেড় হাজার ! আমি রাজী হলুম না...

চাকরটা বললে—ও...। তা তালতলার সে কাজটা করলে ঐ ফজলুর
ভাইপো জলিল। এই তো কাল রাত্রের কথা।...

অনাদির বুকখানা ফুলে যেন দশ হাত হলো ! অনাদি বললে,—
কোন্ জলিল ?

—জানো না ? সে থাকে নিকাশীপাড়ায়...

অনাদি বললে—কত টাকায় এ-কাজ করলে ?

ଅନେକ ଦୂରେ

ଚାକରଟା ବଲଲେ—ବାରୋ-ଶୋ ଟାକାଁ...

—ଛ୍ୟାଁ ! ଏହାଇ ଦେଖଛି ବଜାର ମାଟା କରବେ । ଆମି ପାଁଚ ହାଜାରେ
ନୀଚେ କାଜ କରି ନା । ...ଆର ଜଲିଲ ଏତେହି ରାଜୀ ହଲୋ ? ହଁଁ ! ତୋମାର
ସାଯେବ କିଛୁ ବଲଲେ ନା ତାକେ ?

ଚାକରଟା ବଲଲେ—ସାଯେବ ଲୋକ ଦିଯେଛିଲ ଦୁ'ଜନ । ତାଦେର ଜନ୍ମ ସାଯେବ
ପାଁଚଶୋ ଟାକା ନିଯେଛେ । ...ସାଯେବ ବଲଲେ, ଥାକୃତିର ସମୟ—ଯା ପାଛିମ,
ଛାଡ଼ିମ ନେ ରେ...

ଅନାଦି ବଲଲେ—ବାରୋ-ଶୋ ଟାକାୟ ଦୁ'ଜନକେ ସରାନୋ...ଆରେ ଛ୍ୟାଁ !

ତାରପର ମେ ଭାବଲୋ, ଥପର ତୋ ପାଓୟା ଗେଛେ ...ଏଥନ ନିଃଶବ୍ଦେ ମରେ
ପଡ଼ତେ ପାରଲେ ବାଁଚେ ! ମେ ବଲଲେ—ତୋମାର ନାମ କି ଭାଇ ?

ଚାକରଟା ବଲଲେ—ଆମାର ନାମ ବାଚ୍ଛୁ...

ଅନାଦି ତାର ହାତେ ଏକଟା ଟାକା ଦିଲେ; ଦିଯେ ବଲଲେ,—ଶୋନୋ ଭାଇ
ବାଚ୍ଛୁ, ଆମି ଆର ଅପେକ୍ଷା କରତେ ପାରବୋ ନା । କରିମ ଏଲେ ତାକେ ବଲୋ,
ହବିବ ତାର ଜଣେ ପୌଳେ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରେଛିଲ । ... ଯଦି ତାର
ପାଟି ରାଜୀ ଥାକେ, ତାହଲେ କାଳ ଯେନ ମେ ଟ୍ୟାଙ୍କରାୟ କରିମେର ଚାଚାର
ବାଡ଼ିତେ ଗିଯେ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରେ...ସଙ୍କାଳେ । ଆମି ଆଜ ରାତ୍ରେ
ଟ୍ୟାଙ୍କରାୟ ଥାକବୋ । କାଳ ବେଳା ଦଶଟାୟ ମେଟେବୁରୁଜ ଫିରବୋ...ବଲବେ ?

ଏକଟା ଆଶା ପେଯେ ବାଚ୍ଛୁ ମହା-ଖୁଣୀ । ମେ ବଲଲେ—ନିଶ୍ଚଯ ବଲବୋ । ...
ତା ତୁମି କିଛୁ ଥେଲେ ନା ?

ଅନାଦି ବଲଲେ,—ନା ଭାଇ ବାଚ୍ଛୁ, ଆମାର ବନ୍ଦୁ ଅଶ୍ୱଥ ଗେଛେ । କଲିକେର
ବାଥା । ଯେ କରେ' ମେରେଛି...ଓଃ ! ଡାକ୍ତାରେ ବଲେଛେ, ଥାଓୟା-ଦାଓୟା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଥୁବ
ହଁଶିଆର ଥାକତେ ହବେ ବାପୁ । ...ନାହଲେ ତୋମାଦେର ଏଥାନେ ଏକ-ହାତା ପୋଲା ଓ
ନା ଥେଯେ ଏତକ୍ଷଣ ଚୁପଚାପ ବସେ ଥାକି !

କଥଟା ବଲେ' ଅନାଦି ହାସଲୋ । ...

বাচ্ছু বললে,—একটা কথা বলবো সায়েব ?

—নিশ্চয় বলবে । বলো...

বাচ্ছু বললে—ও-কাজটা যদি হাতে নাও, আমাকে সঙ্গে রাখবে ?...বিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ো...

—বেশ ! কিন্তু ঐ জিলিলের উপর আমার ভারী রাগ হচ্ছে । এত শৃঙ্খলায় অত বড় কাজ করলে ! তার দেখা পেলে আমি একবার তার কাণ মলে' দি আচ্ছা করে' । এত বড় চামার...এমনি করে' এ ব্যবসাটা মাটী করে দিচ্ছে ! আচ্ছা, তুমিই বলো না বাচ্ছু...

আনন্দে মাথা নেড়ে বাচ্ছু অনাদির কথায় সাময় দিলে ।

অনাদি বললে— আজ সে এখানে আসে নি যে বড় !

বাচ্ছু বললে—নগদ সাতশো টাকা পেয়েছে...খুব মদ থাচ্ছে ! তার তে ঐ রোগ !

অনাদি স্থির হয়ে এ-কথা শুনলো...মনে-মনে বললে, হ্য...

তারপর বাচ্ছুর কাছে বিদ্যায় নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়লো ।...

বেরিয়ে ভাবলে, এখন কি করবে ? বাড়ী ফিরবে ? না, নিকাশী-পাড়ায় জিলিলের সন্ধানে যাবে ?

চকিতে স্থির করে ফেললে, নিকাশীপাড়া যা ওয়াই ঠিক !

রাত এগারোটা । অনাদি এলো শামবাজারে নিকাশীপাড়ায় ।

জিলিলের ঠিকানা পেতে দেরী হলো না । এ-তল্লাটে সে একজন নামজাদা বদমায়েস ।

সাহসে ভর করে' অনাদি এসে জিলিলের দোরে কড়া নাড়তে লাগলো ।

ভিতর থেকে মেঝে-গলায় কে বললে—কে শা ?

অনাদি বললে—জিলিল আছে ?

অনেক দূরে —



...তুমি কামিলের বে?... ৩৫ পাতা



উত্তর এলো—না।

অনাদি ভাবলে, মন্দ নয়। জলিল বাড়ী নেই...এই ফাকে যদি
কোনো থপর পাওয়া যায়!

অনাদি বললে—একটা থপর আছে গো...

জবাব এলো,—যাচ্ছি।

হারিকেন-লঞ্চন-হাতে একটি স্তুলোক এসে দরজা খুলে দিলে। স্তুলোক-
টির মাথায় ঘোমটা।

অনাদির মনে পড়লো রামায়ণের গল্প। ব্রাহ্মণ সেজে হনুমান ছলনায়
ভুলিয়ে মন্দোদরীর কাছ থেকে এনেছিল রাবণের মৃত্যুবাণ! সে আজ
ইবিব সেজে এথানে এসেছে জলিলের...

মৃত্যুবাণ নয়, নিশ্চয়!...উদ্দেশ্য তার চেয়ে ভালো! হয়তো এ
স্তুলোকটি জলিলের বৌ! উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়, তাহলে এ স্তুলোকের
সঙ্গে ছলনা দোষের কাজ হবে না...

সে বললে—তুমি জলিলের বৌ?

চাপা গলায় স্তুলোকটি বললে—হ্যাঁ...

অনাদি বললে—বিপদ হয়েছে। আমাকে ছোট ভাই বলে' মনে করো।
তুমি আমার দিদি। জলিল আর আমি এক সঙ্গে কাজ করি। জলিলের
বিপদের ভৱ আছে বলে' তাকে আমি হ'শিয়ার করে দিতে এসেছিলুম...

স্তুলোকটি বললে—কি বিপদ?

অনাদি বললে,—কাল ত'জন বিদেশী লোকের পিছনে লেগেছিল।
একজন পালিয়ে পুলিশে থপর দেছে। আর-একজনকে কোথায় সে লুকিয়ে
রেখেছে...দলবল নিয়ে পুলিশ এ-বাড়ীতে আসছে! জলিলকে গ্রেফ্তার
করবে নিশ্চয়...সে-লোককে না পেলে হয়তো-বা বাড়ী শুরু গ্রেফ্তার করে
নিয়ে যাবে।

:

ভৱে স্তীলোকটির মুখ শুকিয়ে গেল ! সে বললে—আজ রাত্রে
পুলিশ আসবে ?

অনাদি বললে—নিশ্চয় ।...থানার এক জমাদার আমির মামা হয় ।
সে আমাকে চুপিচুপি খপর দিয়ে গেছে যে, তোমার জলিল এবার চললো !
আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি করেছে জলিল ? তাতে মামা এই কথা
বললে ।...তা জলিল গেছে কোথায় ?

স্তীলোকটি বললে—কোথায় আবার ! ঐ খেঁচুর আড়ডা আছে...
সেখানে তাকে সন্ধ্যার পর ছোটু খোটো ডেকে নিবে গেছে । ঐ খোটাটাই
হলো হাড়-পাজী । জলিল তো ও-কাজে যাবে না বলেছিল । বলেছিল,
কম পয়সা—বুঁকি খুব ! তাতে ছোটু বললে, এ-পয়সা বা আজকাল কে
যায়, বল ?

অনাদি বুঝলো, কাল যে খোটাদের সে দেখেছিল, তাদের একজন
তাহলে এই ছোটু ! বললে—খেঁচুর আড়ডাটা কোথায় ?

স্তীলোকটি বললে—খাল-ধারে টালা...সেই টালায় ।

অনাদি বললে—তা যাক । কিন্তু বলতে পারো দিদি, পরদেশী
লোকটাকে কোথায় রাখলে ? চুপি চুপি তার চোখ বেঁধে তাকে একটা
গাড়ীতে তুলে গড়ের মাঠে ছেড়ে দিয়ে এলেই হাঙ্গাম চুকে যায় তো !

স্তীলোকটি বললে—তাকে রেখেছে ঐ ছোটুর ঘরে !

—ছোটু কোথায় থাকে ?

—বাগবাজারে । নিচুনিমাটেন সামনে ।

অনাদি বললে,—তাইতো !...যাবো নাকি একবার ব...বাজারে ?

স্তীলোকটি বললে—তা যদি পারো, যাবো ভাই । এত মানা করি
যে, ও সব কাজ ছেড়ে দে...এর চেয়ে গাড়ী হাঁকা ।...আগে ট্যাঙ্কি
হাঁকাতো । কি দুর্দিই হলো...ট্যাঙ্কি-চালানো ছেড়ে দেছে ।

অনাদি বললে—জানি। আমিও তাকে কত বুঝই! বলি, ওরে,
এ হলো সহর কলকাতা...আইন-পুলিশের মুল্লক! এখানে ও-সব কাজ
আর চলে না। এসব কাজ চালাতে চাস্ যদি তাহলে বেনারসে কিঞ্চিৎ
লাঙ্গোয়ে ধা।... এই তো আমি...ও-সব কাজ ছেড়ে বিড়ির দোকান
করেছি...থাণা আছি! কোনো-কিছুর ভয় নেই!

স্বীলোকটি বললে—আমাকে যখন দিদি বলেছো, তখন ছোট ভাইয়ের
কাজ করো ভাই...এই ছোটুর ওখানে নিশ্চয় সে পরদেশী লোককে
তুমি পাবে। তাই করো—তাকে ছেড়ে দাও।

অনাদি বললে—ঘ বলেছো! তাই করি।...কিন্তু এর পরে জলিল
যদি জানতে পারে, আমাকে আস্ত রাখবে না।

স্বীলোকটি বললে—সে ভয় নেই। জানবার মধ্যে জানলুম শুধু আমি!
ওদের আমি বলবো না।

অনাদি বললে—ওরা যদি এর মধ্যে এসে পড়ে?

স্বীলোকটি বললে—রাত্রে তারা ফিরবে না। জানি তো, ফিরবে সব
কাল সন্ধ্যার সময়। যদি খেয়ে একেবারে বেহেশ হবে, তারপর
গাড়ীভাড়া করে বাড়ী আসবে।...চাড় জালাতন করে' খেলে, ভাই।
চ'টো ছেলে...তাদের মুখের পানে চেয়েও যদি মাঝুষ না হয়...আমার
নশীব!

স্বীলোকটি নিষ্পাস ফেললে।

অনাদি বললে—তাহলে ছোটুর ওখানে তুমি যেতে বলচো দিদি!
আমি রাজি। আরে, যার জন্ত ভয়, তাকে ছেড়ে দিলেই তো গোল মিটে
যায়। এর পরে সে গিয়ে যদি নালিশ করে? হঁ...সাঙ্গী-প্রমাণ চাই তো
যে জলিল আর ছোটু তাকে জবরদস্তি করে ধরে এনে ঘরে বন্দ করে
রেখেছিল...

:

স্তুলোকটি বললে—সত্য। তুমি ঘেহেরবাণি করো, ভাই।...আমি
তোমার দিদি হই সত্য।...তুমি আমার ছোট ভাই। নাহলে দরদ করে'
কেন তুমি দৌড়ে আসবে হঁশিয়ার করতে!...তাকে বলা যিছে...সে এখন
নেশায় মেতে চূর হয়ে আছে!

অনাদি বললে—আমি তাই করি...ছোটুর ওখানে যাই।...কি বলে'
তার ঘর পাবো?

—ছোটু গাড়োয়ান।...সে কাজ করে ঐ ওসমান চৌধুরীর কাছে।
ওসমান হলো ও-তল্লাটের চৌধুরী...

অনাদি বললে—একটা কথা ছিল কিন্তু...

—বলো...

—তোমার নামটা আমাকে বলবে দিদি?

—আমার নাম খদিজা।

—সেলাম খদিজা বিবি। এ ব্যাপারে জলিয়ের কোনো বিপদ হবে
না। আমি জবান দিবে যাচ্ছি...

খদিজা বিবি বললে—সেলাম ভাই...

অনাদি বলগো—আমার নাম হবিব!

—আবার দেখা হবে তো হবিব ভাই?...দিদিকে মনে থাকবে?

—নিশ্চয় থাকবে। যতদিন বাঁচবো, আমার খদিজা দিদিকে ককখনো
ভুলবো না। একদিন আসবো দিদি সময় করে'...তোমার হাতের রাঙা
খেয়ে যাবো।

খুণী-মনে খদিজা বললে—তা যদি থাও, তাহলেই বুঝবো, আমাকে
তুমি সত্যিকারের দিদি বলে' ভাবো।

অনাদি বললে—আমার মাঘের পেটের বোন নেই...আজ থেকে তুমি
আমার মাঘের পেটের বোন হলো খদিজা দিদি।

—এর খপর আমি কি করে' পাবো ভাই? তাহলে নির্ভাবনা হতে পারবো কি না...

অনাদি বললে—যদি তাকে পাই, কাল এসে আমি খপর দিবে যাবো...

—এসো ভাই। না হলে এ-কথা তো ওদের কাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারবো না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিষ্টার রাতু

বাগবাজারে বিচুলিমাটের কাছে ছেটুর আস্তানা 'পেতে দেরী হলো না। এ-তল্লাটে ছেটুর খুব নামডাক আছে। বাগবাজারের টৌম-রাস্তার ওপর সরু একটা গলি। সেই গলির মধ্যে টিনের ছান-দেওষা বাড়ী। তারি ছটো ঘরে ছেটুর বাস।

রাত নিশ্চিত...পাড়া নিশ্চিত।...

অনাদি ভাবলে, এ-বাড়ীর কড়া নেড়ে কাজ নেই। তার চেরে অন্ত উপায় অবলম্বন করা যাক!

স্পষ্ট ইংরেজী ভাষায় উচ্চস্থরে অনাদি ডাকতে লাগলো—মিষ্টার রাতু...
মিষ্টার রাতু...মিষ্টার রাতু...

প্রথমে কোনো সাড়া মিললো না...

অনাদি আবার ডাকলো,—মিষ্টার রাতু...আর ইউ হিয়ার? আই এয়াম এ ফ্রেণ...আই কাম্ ক্রম্ সুহাদে! (তুমি শুনতে পাচ্ছো? আমি বন্ধু। সুহাদের কাছ থেকে এসেছি।)

কোথায় যেন কি একটা শব্দ হলো... অনাদি ঠিক বুঝতে
পারলো না...

আবার সে বললে ইংরেজী ভাষায়—ইফ্‌ ইউ আর হিয়ার, জষ্ট ক্যফ্‌
এ লিট্টল... (যদি এখানে থাকো, একটু কাশো)।

কথাটা বলে' অনাদি উৎকর্ণ হয়ে রইলো। অমনি বাড়ীর একটা
ঘর থেকে কাশির শব্দ উঠলো... খক খক খক... নকল কাশ !

অনাদি বললে—গো অন্ক ক্যাফিং (কাশতে থাকো)

ঘরে কাশির শব্দ চললো অবিরাম এবং কাশির সে-শব্দ লক্ষ্য করে'
অনাদি বুঝলো, বাড়ীর মাঝখানে যে-ঘর, কাশির শব্দ আসছে সেই ঘর
থেকে।

কি করে' এখন সে-ঘরের কাছে অনাদি যাবে ? গেলেও রাতুর উদ্ধার
হবে বা কি করে' ?

...দরজা-জানলা ভাঙ্গা নিরাপদ নয়। এ-বাড়ীতে যত খোটা
গাড়োয়ানের বাস। তাদের মেজাজ জানোয়ারের মতো !... দরজা-জানলায়
যা মারলে এখনি পাড়াশুক খোটোর দল এসে মেরে তার এবং রাতুর হাড়
গুঁড়িয়ে দেবে !... অথচ এই রাতেই রাতুকে বার করতে না পারলে এর পরে
তার উদ্ধারের কোনো আশা থাকবে না।...

হাতে পেয়ে ছেড়ে যেতেও পারে না... কিন্তু উপায় কি ?...

ঘরের মধ্যে তখনো কাশি চলেছে !...

অনাদি ভাবলো, পুলিশে থপর দেবো ? থানায় গিয়ে বলবে 'একজন
তদ্দলোককে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে ?... পুলিশ এসে দোর ছেঞ্চ... রাতুকে
উদ্ধার করবে !... কিন্তু পুলিশ ডাকলেই বেশ থানিকটা সোরগোল পড়ে
যাবে !... পুলিশ তো ছেটুকুকে ছেড়ে কথা কইবে না। দলশুক শয়তানগুলো
গ্রেফ্তার হবে।... বদমায়েশদের শাস্তি উচিত, অনাদি তা জানে। কিন্তু

এদের শাস্তিতে সোহাদে আৰ রাতুৱ বিপদ যদি আৱো সমীন হয়ে ওঠে ?
টাক্কি যদি আৱো সতক হয়ে কিছু শুক্রতুৱ-ৱকমেৱ বিপদ গড়ে তোলে ?...
ভাগ্য যে দুজনকে এখনো প্রাণে মাৰে নি !...

দাড়িয়ে দাড়িয়ে অনাদি ভাবতে লাগলো । ভেবে কোনো উপায় মাথায়
আসে না !

ধৰেৱ মধ্যে কাশি তখন খেমে-থেমে আবাৰ জাগছে !...

অনাদি বললে—আই হাত্ কাটও ইউ...ৰাট্ হাট্ টু হেল্ল ইউ গেট
আউট ?...ষিল ইউ ডু নট্ গিভ্ আপ্ হোপ্ ফৱ্ ইউৱ বেশকিউ !...
(তোমাৰ সন্ধান পেয়েছি । কিন্তু কি কৱে তোমাকে বাৰ কৱে' আনি ?...
তবু তোমাৰ উদ্বাৰ সমন্বে তুমি হতাশ হয়ো না)...

এ কথাৰ পৱ কাশি থামলো...

আৱ পাঁচ মিনিট কাশিৰ শব্দ নেই ...

অনাদি ভাবলো, না, ছোটুৱ দৱজায় ধাক্কা দেওয়া যাক । ... ওখানে
যেভাবে কাজ হাসিল হয়েছে, এখানেও সেই বাবস্থা কৱা যাক । ... তবে সে
বাবস্থায় একটু অদল-বদল ...

“উপায় স্থিৱ কৱে’ অনাদি দোৱেৱ কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলো—কোনু
হায় রে ? ছোটু...এ ছোটু...

ত'তিনবাৰ ডাকবাৰ পৱ একজন পুৰুষ মানুষ ভিতৱ সাড়া দিলে ;—
বললে,—কৈনু রে ?

অনাদি হিন্দী-ভাষায় জবাব দিলে, সে আসছে ছোটুৱ কাছ থেকে...
জুৰি থপৱ আছে ।

লোকটি বললে—আচ্ছা খাড়া রহো...

অনাদিৰ বুকেৱ মধ্যটা চিপ-চিপ কৱে উঠলো । এখানে দিদি নয়...
দৱজা খুলতে আসছে খোটা গাড়োয়ান !...

:

লোকটা এসে দরজা খুলে দিলো। কালো...গুঞ্জা চেহারা...খোঁচা
খোঁচা গোফ...

লোকটা এসে প্রশ্ন করলে—কি চাই ?

অনাদি বললে—বাইরে দাঙিয়ে সে-কথা বলা চলে না...তিতরে চলো।

অবাক হয়ে লোকটা থানিকক্ষণ অনাদির পানে চেয়ে রইলো, তার পর
বললে,—আও...

দুজনে এলে বাড়ীর উঠোনে। ছেটু উঠোন...উঠোনের চারদিকে
ঘর। গলির গাঁশ-ল্যাম্পের আলো ওদিককার পাঁচিল ডিঙিয়ে
উঠোনে এসে পড়েছে ! সেই আলোয় অনাদি একবার ঘরগুলোর
পানে চেয়ে নিলে...এর কোন্ ঘর থেকে কাশির শব্দ উঠেছিল,...
বুঝে নিতে।

লোকটা জিজ্ঞাসা করলে —কি হয়েছে ?

অনাদি বললে—আগে দরজা বন্ধ করো...

লোকটা হতভম্বের মতো দরজা বন্ধ করতে গেল...

অনাদি তখন থক-থক করে একবার কাশলো...

তুক না তাক ! এ তুক লাগলো !...ঘরের মধ্য থেকে পাঁচটা-কাশি
অনাদির কাশির জবাব দিলো...অনাদি মনে মনে খুশী হলো। ঘরের হাদিশ
জানা গেছে !

লোকটা দরজা বন্ধ করে' ফিরলো।

অনাদি বললে—আমি আসছি খেঁহুর বাড়ী থেকে। ছেটু আর
জলিল আমাকে পাঠিয়েছে।

লোকটা বললে,—কেন পাঠিয়েছে ?

অনাদি বললে,—ওরা সেই পরদেশী-লোকটাকে এখানে এনে রেখেছে
না ?...কে নাকি গোয়েন্দাগিনি করে' পুলিশে থপর দেছে। তাই

ছেটু, বললে, তুই দৌড়ে যা... গিয়ে সে-লোকটাকে আমার ঘর থেকে বার করে নিয়ে গঙ্গার ধারে চলে' যা... ভুলিয়ে নিয়ে যাস...

লোকটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনাদির পানে চেয়ে রইলো।

অনাদি বললে,—আমাকে চেনো না? আমি জলিলের ভাগ্নে। কতদিন তো জলিলের সঙ্গে ছেটুর কাছে এসেছি। এই দাওয়ায় ছেটু আমাকে বিড়ি দিয়েছে... খেয়েছি।

লোকটা বললে—আমি দেখিনি... তা, ওকে যে নিয়ে যাবে,... ও যদি পালায়?

অনাদি বললে—আমার হাত থেকে পালাবে! হঁঁ! দেখেছো আমার হাতের শুলি!

এই কথা বলে' অনাদি তার হাতের শুলি দেখালো।

লোকটা বললে—পথে গেলে ও বদি পুলিশ ডাকে? কিম্বা থানায় ঘাস?

অনাদি বললে—কোনো ভয় নেই! মানে, এর সঙ্গে আর-একজন ছোকরাকে ধরা হয়েছিল। সে ছোকরাকে রেখেছি আমার ঘরে... সেই মৌলালিতে।... একেও আপাততঃ সেইখানে নিয়ে যাবো।... একে কায়দা করে এমন বুঝিয়ে দেবো যে ওর মনে এতটুকু সন্দেহ হবে না।...

লোকটা বললে—কি করে' বোঝাবে? ও আমাদের কথা বোঝে না।

অনাদি বললে—হ'চারটে ইংরেজী কথা জানি। সেই কথা মিশিয়ে বুঝিয়ে দেবো। তুমি দেখতে চাও যদি তো বেশ, ওর ঘরের চাবি খুলে দাও। তোমার সামনে ওর সঙ্গে কথা বলি। ও সুড়সুড় করে' আমার সঙ্গে আসবে' থন পোষা কুকুরের মতো। মন্দিরের কাছে হ'তিনখানা ছাকড়া-গাড়ী দেখেছি। তারি একখানায় চড়ে' আজ এই রাতটার মতো ওকে মৌলালিতে সরিয়ে রাখি তো,—তারপর কাল সকালে এসে একসঙ্গে শনা-পরামর্শ করা যাবে। কিন্তু দেরী হচ্ছে... পুলিশ এসে পড়লে সকলে মারা যাবো।

লোকটার মনে দ্বিধা-সংশয় মাঝে মাঝে জাগলেও অনাদির সপ্রতিভ
এবং শুল্পষ্ট কথায় সে-সংশয় থিভুতে পারলো না ।

সে বললে—তাহলে কথা কয়ে দ্যাখো ।

লোকটা চাবি খুলে দিলে ।

দাওয়া থেকে অনাদি বললে—That friend...managed
cleverly...you obey me...and come (সেই বকু...কৌশলে
ব্যবস্থা করেছি । তুমি শুধু আমার বাধ্য হবে । বেরিয়ে এসো ।)

রাতু বেরিয়ে এলো ।

ছদ্মনে তাঁর চেহারা যা হয়েছে...দেখলে মনে হয়, যেন বহুকাল রোগ
ভোগ করেছেন !

লোকটিকে অনাদি বললে,—ওকে বলেছি, তোমাকে তোমার বাড়ী
পৌছে দেবো—এসো । ও বিশ্বাস করেছে...তারপর অনাদি চাইলো
রাতুর দিকে; চেয়ে বললে—Gharry...Gharry... (গাড়ী...গাড়ী)
গাড়ী'পর বৈঠ বাও...কুচ ডর নেই... (no fear) ...

সত্যে রাতু অনাদির পানে চেয়ে রইলো । ভাবছিল, এ আবার কে !
দেখছি মুসলমান ! এদেরই চর...অথচ এমন কথা বলে ! যাক, বিশ্বাস
করেই দেখা যাক !

অনাদি বললে—গোলমাল মৎ করো...you are safe in my
hands (তুমি নিরাপদ আমার হাতে) । Trust me (বিশ্বাস করো) ।
আইয়ে...উধর গাড়ী হাঁয়...

রাতু বুঝলো, রাস্তায় বেরুতে হবে । সে-রাস্তা যেমনই হোক...বন্ধ
ঘর ছেড়ে তাতে তব একটু বৈচিত্র্য পাওয়া যাবে ।

লোকটাকে টেনে অনাদি একদিকে সরিয়ে নিয়ে এলো...তার কাণের
কাছে মুখ এনে মৃদু স্বরে বললে—গোলমাল করবে না । তুমি আসবে আমার

সঙ্গে ? অন্ততঃ এই গাড়ী পর্যন্ত পৌছে দাও। একবার গাড়ীতে বসালে কায়দার মধ্যে পা বো। গাড়ীর সব ফিরকি বন্ধ করে দেবো। তাঁরপর ভালো কথা, একথানা চাকু-চুরি বরং আমার সঙ্গে দাও...গোলমাল করে, দেবো অমনি ফাঁশ করে' গলায় বসিয়ে...

লোকটা অনাদির একথায় চমকে উঠলো—তবু ছেটুর দোশের... মাঝের গায়ে ছোরাচুরি মারার কাজ এমন রপ্ত হয়ে গেছে যে, নিঃশব্দে একথানা চাকু-চুরি এনে সে অনাদির হাতে দিলে।

অনাদি বললে—গাড়ী পর্যন্ত সঙ্গে এসো...

এ কথায় লোকটির শনে সন্দেহের লেশমাত্র রইলো না। সে এলো অনাদির সঙ্গে বাঁগবাজারের মোড়ে গাড়ীর আস্তানা পর্যন্ত। মিষ্টার রাতু তাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

সামনে মিললো খালি-ট্যাঙ্কি। অনাদি ডাকলো। •ট্যাঙ্কি দাঢ়ালো।

অনাদি তখন লোকটার পানে চেয়ে বললে—ভালোই হয়েছে...সাঁ-সাঁ করে' বেরিয়ে যাবো'খন !...কাল ভোরে আমি আসবো। ওরা এলে বলো, জলিলের ভাগনে হবিব এসে নিয়ে গেছে তার মৌলালির বাসায়... কোনো ভয় নেই। কাল এসে পরামর্শ করে' যা হয় ব্যবস্থা করবো।...

ট্যাঙ্কিতে উঠে লোকটাকে শুনিয়ে অনাদি বললে—মৌলালি চলো ভাই... রসিদ মিয়ার বাড়ী...সাঁওথ রোড।

ট্যাঙ্কি চললো চিংপুর রোড ধরে'...

লোকটা খানিকক্ষণ দাঢ়িয়ে রইলো চুপচাপ। হাওয়ার বেগে ট্যাঙ্কি অদৃশ্য হয়ে গেলে সে বাড়ী ফিরলো...

গাড়ী চিংপুর রোড দিয়ে গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে বাঁকলো। গ্রে স্ট্রিট...তার পর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট এবং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট দিয়ে কলেজ স্ট্রিট ধরে মির্জাপুর স্ট্রিট হয়ে ট্যাঙ্কি এসে দাঢ়ালো চাঁপাতলা'র মোড়ে অনাদির মেশের সামনে।

ট্যাঙ্কির ভাড়া চুকিয়ে রাতুকে নিয়ে অনাদি নামলো। ট্যাঙ্কি
চলে গেল।

রাতুর চোখে প্রচুর বিশ্বাস !

অনাদি ইংরেজী ভাষায় বললে—আমি মুসলমান নই। আমার নাম
অনাদি। কাল আমি শুহাদকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়ে আমার এইথানেই
এনেছি। তারপর যে করে' আপনাকে এনেছি—ঘরে চলুন, সে-কথা শুনে
আর আমার সত্যকার চেহারা দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

রাতুর মুখে কথা নেই ! ছ'চোখের দৃষ্টিতে শুধু প্রচুর বিশ্বাস !

সদরের কড়া ধরে অনাদি নাড়লো। চাকর এসে দরজা খুলে
দিলে।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনাদি বললে,—আমি অনাদি বাবু বৈ ! থিয়েটার
করে ফিরছি... তারপুর রাতুকে বললে,—আস্তুন।

রাতু যন্ত্রচালিতের মতে অনাদির মেশে ঢুকলো।

দোতলায় উঠে অনাদি দেখে, ঘরের দোরে দাঢ়িয়ে আছে শুহাদে !

রাতুকে দেখে শুহাদে চমকে উঠলো, বললে—You !

রাতু বললে—তুমি বেঁচে আছো শুহাদে ?

শুহাদে বললে—এই বন্দুর দয়ায় !

সপ্তম পরিচেদ

উচ্ছোগ-পর্ব

আনন্দ, বিশ্ময়, ধন্তবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাত্তিটা কেটে গেল।
অনাদির দেহ-মনের শক্তির পরিচয় পেয়ে রাতু আর সুহাদে তার শত-
ব্যাখ্যায় সহস্র-মুখ হয়ে উঠলো।

অনাদি বললে—কিন্তু এ পরাজয় স্বীকার করে' ওরা চুপচাপ থাকবে-
বলে' মনে হয় না। ইবিবের সন্ধানে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করবে!

রাতু বললে—আমাদের কিন্তু আর একদিন এখানে থাকা
উচিত নয়।

সুহাদে বললে—বলী আছে বলিদীপের পালিথানে। তার কাছে
সব-আগে আমাদের যাওয়া চাই। তারপর কর্তব্য স্থির। যেতেই হবে
এবং যেতে হলে অনাদি-বন্ধুকে নিয়ে যাবো। উনি সঙ্গে থাকলে কতখানি
সহায় পাবো, তা ঐ একটি রাত্তের ব্যাপারে জেনেছি!

রাতু বললে—সত্যি! আমাকে যেভাবে উক্তার করে এনেছেন, সে
কাহিনো লোকের কাছে বললে সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না...ঠিক যেন
রোমান্স!

সুহাদে বললে—নিশ্চয়। ঐ যে মুসলমান গুণ্ডা সেজে হোটেলে যাওয়া—
তারপর সেখানকার সেই ছোকরা-চাকরটাকে আবাটে গল্ল বলে' বেকুব
বানিয়ে কাজ আদায় করা...সত্যি, অদ্ভুত বুদ্ধি!

রাতু বললে—সাহসও তেমনি!...নিষ্পত্তি-রাতে গুণ্ডাদের বস্তীতে গিয়ে
বানানো গল্ল বলে' লোকটাকে থ করে দিলে!

অনাদি বললে—কিছু বৃক্ষি আৱ সাহস খেলাতে হৱেছে কিন্তু এ কি
সার্থক হতো যদি ভাগ্য না সহায় হতো !

রাতু বললে—ভাগ্য ?

অনাদি বললে—নিশ্চয়। না হলে ঘটনাচক্র অমন দাঢ়াবে কেন ?
ক'দিন রাত্রে গঙ্গার-ধারে বসে-বসে আমি কত জন্মনা-কলনা করেছি... !
জাহাজ দেখে মন একেবারে আকুল !... পরশু রাত্রে ওখানে আমি যদি না
থাকতুম, ভাবুন তো, তাহলে কি হতো !

সুহাদে বললে—গঙ্গার জল খেয়ে মরে কোথায় চলে যেতুম...

অনাদি বললে—কিন্তু ও-সব কথা যাক। এখন দেশে ফেরবাৰ বাবস্থা
কি কৱবেন, বলুন...

রাতু বললে—আমাৰ মনে হয়, আমি আৱ সুহাদে একসঙ্গে যাবো
না। যখন হাত ফশ্কে এসেছি, তখন ওৱা জাহাজেও নজৰ
ৱাখবে...

সুহাদে বললে—নজৰ রাখবে কি... আমৱা যে-জাহাজে যাবো, সে
জাহাজে ওৱা হয়তো সদলে গিয়ে যাবৈ হবে।

অনাদি বললে—নিশ্চয় হবে। আপনাদেৱ দুজনেৰ এক সঙ্গে যাওবা
হবে না। এক জাহাজেও নয়।... তাৱপৰ যাবেন যখন, একটু ভোল্
ফিরিয়ে... মানে, ছদ্মবেশে !

সুহাদে বললে—আমি কিন্তু বন্ধুৰ সঙ্গে যাবো। আমাৰ বৃক্ষি কম—
কাজেই বন্ধু-অনাদি সাহায্য না কৱলৈ আমাৰ পক্ষে দেশেৰ মানুষ ফেৱা
সন্তুষ্ট হবে না !

হেসে অনাদি বললে—ভয় নেই। আমি তোমাৰ সঙ্গে যাবো—ৱাজ-
সেনাপতি হয়ে... কিম্বা বডিগার্ড !

রাতু বললে—তামাসা নয় অন দিবাৰু। আপনাকে শুধু সেনাপতি নৱ,

সেনাপতি এবং মন্ত্রী করলে তবে যদি সুহাদে দেশে গিয়ে পৌছতে পারে !...
এখন যাবার কি হবে, ব্যবস্থা করুন ।

রাতু বললে—যাকে আমার টাকা-কড়ি যা আছে...প্রায় তিন হাজারের
ওপর...

অনাদি বললে—একথানি ‘বেয়ারার’-চেক কেটে দিন। আজ আমি
ব্যাঙ্ক থেকে সে-টাকা তুলে নিয়ে আসি। সুহাদের টাকা-কড়ি সব ব্যাঙ্ক
থেকে ড্র করে এনেছি...

রাতু বললে—টাকার বল মন্ত বল।...ইঁা, তাহলে যাবার দিন-ক্ষণ ঠিক
করে ফেলি, আসুন। আমাদের যেতে হবে জাপানী ষ্টীমারে...জাভা-চান্দনা
জাপান-লাইন দিয়ে। ওদের প্রায় বিশখানা জাহাজ আছে।

অনাদি বললে—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সে সব আমি ঠিক করে
আসবো। যত শীগগির হয়, বেরিয়ে পড়া উচিত।...

সুহাদে বললে—আমার একটা কথা রাখতে হবে, বন্ধু...

অনাদি বললে,—বলো...

আবেগে অনাদির হাত ধরে' সুহাদে বললে—কথা রাখবে আগে বলো,
তবে বলবো। কথা মনি না রাখো, তাহলে কথা বলে' কথার অপমান
করবো না !

হেসে অনাদি বললে—এর মধ্যে থেকে সেনাপতির উপর রাজাৰ জুলুম
চললো, দেখছি...

সুহাদে জবাব দিলে—রাজা বলে' যদি মানো, তাহলে জুলুম মানতেও
তুমি বাধা...নও ?

অনাদি বললে—বেশ, মানবো।

সুহাদে বললে—তাহলে তোমার আৱ আমাৱ—ছজনেৱ টিকিটেৱ দাম
আমি দেবো...তুমি টিকিট কিনতে পাৰব না।

অনাদি বললে—আমার কি-বা আছে! তাই হবে, যুবরাজ! এবং আমার যে-সাধান্ত পুঁজি আছে, সেটুকু রাজতাঙ্গারে জমা করে দিতে দিন... আমার খরচ রাজতাঙ্গার থেকে আসবে।

রাতু বললে—আমার কাছে আমি এক হাজার টাকা রাখবো... বাকী টাকা তোমরা রাখো। আর শোনো, আমি সিঙ্গাপুর হয়ে জাভা দিয়ে সোজা বলিদ্বীপে যাবো... তারপর খপরাখপর নিয়ে নিজেদের দল গড়ে' ঠিক তোমাদের কাছে গিয়ে উদয় হবো। চিঠিপত্র আমাকে লেখবাৰ দৱকাৰ হলে কেয়াৰ অফ্ৰ 'কুইক সিৱাং লিঙ্গ' কোম্পানি সামারাঙ্গ, জাভা—এই ঠিকানায় দিয়ো। যেখানেই আমি থাকি, সে চিঠি আমি পাবো। তাৰা পাঠিয়ে দেবে, সে ব্যবহাৰ আনি কৰবো।... আৱ আমাৰ নাম দিয়ো...

অনাদি বললে—একটা বাঙ্গলা নাম বলি, 'সিদ্ধেশ্বৰ ভট্টাচার্য'। সিদ্ধেশ্বৰ কথাৰ মানে—'দে ঈশ্বৰ সৰ্বকার্যে সিদ্ধি দান কৰেন'—কেমন?

হেসে রাতু বললে—বড় শক্ত নাম। নিজেৰ মনে থাকবে না!

অনাদি বললে,—আপনাদেৱ নামও আমাৰ কাছে এমনি শক্ত ঠেকে।... বেশ, সিদ্ধেশ্বৰ নাম যদি ভুলে যান—তাহলে 'সিধু' নাম নিন...

রাতু বললে—অল্ৰাইট মাই ইঘং ক্রেও...

অনাদি বললে—তাহলে শুভস্তু শীঘ্ৰং... মানাহার সেৱে আমি বেৱিয়ে পড়ি... আপনি চেক লিখে তাতে নাম সই কৰৱন। আৱ জাহাজে ছদ্মনাম... ছদ্মবেশ... সে ছুটোৱ ভাৱ আমাকে দিন।

রাতু বললে—বেশ। ও-বিদ্যায় তোমাৰ পাৱদণ্ডিতাৰ এ প্ৰমাণ পেষেছি, তাতে ও সহকে দ্বিতীয় চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ত্রি-মূর্তি

পাজি দেখে শীমারে চড়া হলো। সেকগু ক্লাস বার্থ। রাতু নাম
নিলেন চিংসিং চীনাম্যান। ওস্তাদ মেক্সাপ-ম্যান মিষ্টার রাতুকে
এমন চীনাম্যান বানিয়ে দিলে যে, আয়নায় মুখ দেখে রাতু বললে
—বা চেহারা হয়েছে, ভয় হচ্ছে, নিজের দেশে না নেমে ভুল করে শেষে
ক্যাণ্টগে বা গ্রানকিনে চলে যাই!

সুহাদকে সাজানো হলো মেপালী সজ্জায়। তার নাম হলো শের
বাহাদুর। অনাদি নিজে সাজলো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ঢা-কর। নাম নিলে
মিষ্টার এ্যান্ড্রিম।

তিনজনের আলাদা-আলাদা বার্থ। পুরানো কেবিনটাক সঙ্গে রইলো
না...সকলের নতুন নতুন ট্রাঙ্ক-বিছানা এবং তিনজনে স্বতন্ত্রভাবে শীমারে এসে
নিজেদের নিজেদের বার্থ দখল করলো। শীমার ছাড়লো রাত প্রায় দুটো!...

পরের দিন সকালে অনাদি এলো ডেকে। বেদিকে ঘতদূর দৃষ্টি চলে,
শুধু জল...আর জল। ছেলেবেলায়-পড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে
পড়লো,—

...জল, শুধু জল

...

মস্ত চিকণ কুকু কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহ জিহ্বা সর্পসিগ কুর।

ধল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণ।

ফুঁশিছে গজিছে নিতা করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ !

ডেকের রেলিঙে ভর দিয়ে অনাদি মুক্তনেত্রে চেয়ে রইলো দিকচক্র-রেখার
পানে।

যাত্রীর দল একে একে সব সজীব হয়ে উঠলো। ডেকে এলো চিংসিং-
বেশী রাতুসাহেব, নেপালী-সজ্জায় শের বাহাদুরবেশী সুহাদে !...আরো
বহু লোক।

অনাদির সঙ্গে নেপালীর দৃষ্টি-বিনিময় হলো...অগনি দুজনের চোখে-
চোখে হাসির মৃদু ঝিলিক সবার অলঙ্ক্ষে ঝিকঝিক করে উঠে চকিতে
মিলিয়ে গেল। রাতু সাহেব আরো দুজন চৌলা বন্ধু পেরেছিলেন,—তাঁদের
সঙ্গে গল্পে প্রবৃত্ত হলেন। সুহাদেও নিঃসঙ্গ ডেকে দাঢ়িয়ে সমুদ্রের পানে
চেয়েছিল। অসীম উত্তাল ফেনিল তরঙ্গভঙ্গ-কম্পিত জলের বুকে উদয়-
রবির লাল রশ্মি পড়েছে—সাগরের বুক লালে লাল।

দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে অনাদির হলো কৌতুহল—বনমায়েস টাক্কির দল এ
জাহাজে এলো নাকি ?...যদি না এসে থাকে, তাহলে কতকটা নিশ্চিন্ত !
না হলে ক'দিন খুব হঁশিয়ার থাকতে হবে তিনজনকে !

এই কথা ভেবে সে চললো প্রথমেই ক্যাপ্টেনের অফিসে। সেখানে
আলাপ জমিয়ে যাত্রীদের নামের ফর্দিথানা দেখে নিলে। সে কল্পে পরিচিত
নামগুলি মিললো না। না টাক্কির নাম ! না সেই ছেটু, বা জলিলের নাম !

তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। তাদের মতো টাক্কিরা যদি বুদ্ধি করে'
নাম আর চেহারা বদল করে থাকে !...

অনাদি চললো নৌচেকার ডেকে; এবং অলস-বিচরণের ভঙ্গীতে দু'চোখে

গ্রেন-দৃষ্টি নিয়ে যাত্রীদলের মুখ গুলোর উপর সে-দৃষ্টি যথাসাধ্য বুলিয়ে
নিলে !...

মনে হলো, টাক্কিকে তো চেনে না !... তাকে চেনেন রাতু সাহেব
আর বন্ধু সুহাদে। ভাবলো, রাতু সাহেবকে একবার কোনো ফাকে
আভাসে-ইঙ্গিতে পরামর্শ দেবে, জাহাজখানা ঘুরে একবার দেখে নিন—তারা
এসেছে কি না !...

সে-স্বয়েগ মিললো রাত দশটায় দোতলার যাত্রীরা বিয়াম-নিদ্রার
বাবস্থা করবার পর। চিং-সিংয়ের কামরায় টোকা দিতেই রাতু কামরার
দোর খুললেন।... বললেন,—হোয়াট্‌ডু ইউ ওয়াট্‌ (কি চাও) ?

কামরার খোলা দ্বার-পথে ভিতরটা যথাসাধ্য অনাদি দেখে নিলে—
এ কামরার আর ঢুটি বার্গ আছে। তার একটায় আছে একজন পাঞ্জাবী,
আর একটায় একজন সাহেব। তখন মৃচুস্বরে অনাদি প্রশ্ন করলে,—
জাহাজে দেখেচেন ভালো করে সেই টাক্কি আছে কিনা ?

রাতু জবাব দিলেন,—হাশ্‌ (চুপ) !... হী ইজ্‌ এ প্যাসেঞ্জার টু (সেও এ
জাহাজে যাত্রী)। থার্ড ক্লাশ ডেক্‌... এ্যাজ্‌ এ ম্যাহোমেডান্‌ (মুসলমান-বেশে
আছে—থার্ড-ক্লাশ ডেকে)।

অনাদি চিন্তিত হলো।... মুখে বললে—উই মাষ্ট বী ভেরি কেয়ারফুল্‌
(অমাদের খুব ছুঁশিয়ার থাকতে হবে।)

—শ্বিয়ের (নিশ্চয়)। শুড্‌ নাইট... এই কথা বলে' রাতু সাহেব
কামরার দোর বন্ধ করে দিলেন।

অনাদি ফিরলো তার নিজের কামরায়। তার কামরায় ছিল একজন
মাত্র যাত্রী। একটি বাঙালী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি কাগজের প্যাড্‌ বার
করে নানা কথা লিখিলেন।

ইংরেজীতে অনাদি তাঁকে প্রশ্ন করলো,—কতদুর চলেছেন ?

ভদ্রলোকটি বললেন—জাপান।

—ব্যবসা করেন ?

—ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ।

—কিসের ব্যবসা ?

—জাপানী খদ্র…

অনাদির মুখে আপনা থেকে কথা বেরলো—শেম…

ভদ্রলোক চম্কে উঠলেন।

অনাদি বললে—দেশের লোক চাইছে দেশে ইতিয়ান् ইওষ্টাইজ্কে
উন্নত করবে…এজন্ত তারা যথাসন্তুষ্ট বিদেশী জিনিষ বর্জন করছে।
তাদের সেই sacrificeএর স্বয়েগ নিয়ে আপনি প্রবক্ষনার ফাঁদ
পাতছেন !…

ভদ্রলোক কাঁচুনাচুভাবে বললেন,—বিজনেশ ইজ্ বিজনেশ् !

যুগান্তরে অনাদি বললে—একে বিজনেশ বলে না—একে বলে
টেচারী !…আমি আপনার কীভূতির কথা দেশের লোকদের কাছে প্রচার
করে' দেবো। আপনার নাম দেখছি তো সুধাংশু মিটাৰ…!…
ইয়েস, আই শ্বাল এক্সপোজ ইউ এ্যাজ্ এ চৌট্ শিয়োৱ…!

নবম পরিচ্ছেদ

সিঙ্গাপুরে

জাহাজে চিঠিপত্র লিখে সন্তর্পণে মেই চিঠির মারফৎ তিনজনের মনে-
মনে আলাপ চলতে লাগলো। টাক্কিকে এর মধ্যে একদিন অনাদি দেখে
নিলে। বেশে বা চেহারায় লোকটা বিশেষ ছদ্মভাব অবলম্বন করেনি,
শুধু একটু ‘মুর’-দাঢ়ি লাগিয়ে মাথায় ফেজ এঁটে মুসলমান মেজেছে।

নীচেকার ডেকে একদিন দিনের বেলার টাক্কি পড়ে বুমোছিল, মেই
ফাকে রাতুর নির্দেশে অনাদি গিয়ে তাকে দেখে চিনে নিলে।…

জাহাজে কড়াকড় হঁশিয়ার থেকে সমুদ্র-শোভা দেখতে দেখতে মেই
সঙ্গে নানা চিন্তা, নানা কল্পনায় মন দুলিয়ে মন ভুলিয়ে, একদিন সিঙ্গাপুরের
ছোট দ্বীপে এসে নামলো বহু ধাত্রীর সঙ্গে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানবেশী অনাদি
এবং নেপালী শের-বাহাদুর-রূপী সুহাদে।

রাতু সাহেব এখানে নামলেন না। তিনি ছিলেন আরো-সুদূর পথের
ধাত্রী।…টাক্কিও এখানে নামলো না।

আগে থেকে চিঠিপত্র লিখে সুহাদে আর অনাদি স্থির করে রেখেছিল,
সিঙ্গাপুরে কোথায় তারা উঠবে।…

জাহাজ থেকে নেমে বিছিন্ন স্বতন্ত্রভাবে দুজনে গিয়ে উঠলো সিঙ্গাপুরের
মার্চেট প্রাইটে এক ছোট হোটেলে। দীর্ঘকাল পরে নিজেদের কামরার
চুকে ছদ্মবেশ খুলে দুজনে আবার নিজেদের চেহারা দেখে যেন স্বত্ত্বার
নিষ্পাস ফেলে বাঁচলো !

বন্দুরে অনাদি বললৈ—ভাবিনি, আবার নিজের চেহারা বা চিরকালের

সেই বাঙালী অনাদিকে আয়নায় দেখতে পাবো ! মনে হচ্ছিল, এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বেশেই গোরে যাবো... তারপর জাজ্মেন্ট-ডে'র দিন যখন সকলের ডাক পড়বে, তখন ভগবানের ধাতায় আমার নাম নেই দেখে আমার গতি করবে না— ঐ গোরেই আমাকে till eternity পড়ে' পচতে হবে। অনাদির আত্মা ত্রিশঙ্খ রাজা'র চেয়েও দুর্দশা গ্রস্ত হবে। চিতার ধোঁয়ার মিশে না পারবো আমাদের হিন্দু-স্বর্গে যেতে... ওদিকে জাজ্মেন্ট-ডেতে ধাতায় নামহীন বেচারী এ্যাণ্ডিসের মুক্তি হবে না। তাবো তো বন্ধু, কি রকম অবস্থা !

হেমে সুহাসে বললে— আর আমার অবস্থা ? একজন জঙ্গ বাহাদুর এসে যদি জাহাজে নেপালী ভাষায় কথা বলতো, তাহলেই গিয়েছিলুম আর কি ! জিওগ্রাফিতে পড়া বিদ্যা—জানি শুধু নেপালের রাজধানী থাটমুণ্ড... বাস... তারপর নেপাল-সমক্ষে বাকী সব একদম ধোঁয়া !

অনাদি বললে— ও-কথা যাক ! এখন বলো বন্ধু, আমাদের নেক্ট প্রোগ্রাম কি হবে ? আমাকে যেখানে এনে তুলেছো, তার না জানি জিওগ্রাফি, না কোনো-কিছু খপর !

সুহাদে বললে— তোমাদের কলকাতার সহরে অতকাল বাস করে'ও আমি তার পথ-ষাট চিনতে পারলুম না, আর তুমি একটি দিনে টকাটক কল্পটোলার হোটেল, বাগবাজারের বন্দী টুঁড়ে কি কাও না করলে, বলো তো !... আমি শুধু অবাক হয়ে তাবছিলুম, না হারিয়ে কি করে' তুমি কার্যোক্তার করে এলে !

অনাদি বললে— এখানে আমি তোমার চেয়ে টের বেশী থাক হয়ে থাকবো এখন। আমি এখানে অন্ধ... তুমি গাইড হয়ে আমার হাত ধরে না নিয়ে গেলে আমি ঠিক আমাদের বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগ বইয়ের সেই অংশ অনড়ের মতো নট-নড়ন্ট-চড়ন্ট নট-কিছু হয়ে থাকবো, বন্ধু।

সুহাদে বললে—বেশ, আমি তোমার হাত ধরে এ পথে নিয়ে
যাবো...

হেসে অনাদি বললে,—এবং পথের শেষে তোমার হাত ধরে তোমাকে
আমি তুলে দেবো কামপঙ্গের রাজ-সিংহাসনে !

সুহাদে বললে—আজ আমাদের যাত্রা নাস্তি । কারণ আজ হলো
বৃদ্ধবার । শুকুরবার বিকেলে আমরা পাবো কোনিন্ক্লিজকে পাকেটভাটি সীজ
কোম্পানির এক্সপ্রেস ষাটার । সে ষাটার হস্তায় একদিন ছাড়ে । তাতে
চড়ে এখান থেকে আমরা যাবো জাভার প্রধান সহর বাটাভিয়া । তারপর
সেখানে ট্রেণ ধরবো এবং সেই ট্রেণে চড়ে...

হেসে অনাদি বললে—এক-দফায় আর বেশী কিছু বলো না, আমার
জিওগ্রাফি শুনিয়ে যাবে ।... অর্থাৎ এবাবে যাবো সিঙ্গাপুর হয়ে বাটাভিয়া ।
বাটাভিয়া এখান থেকে কত মাইল ?

সুহাদে বললে—প্রায় সাড়ে পাঁচশো মাইল । যেতে সবুজ লাগবে
চুয়াল্লিশ ঘণ্টা ।... তারপর যা...সে কথা পরে হবে । এখন আজ আর
কাল—এ দুটো দিন সিঙ্গাপুর দ্বাখো...

অনাদি বললে—দেখবো বৈ কি ।... নিশ্চিন্ত হয়ে দেখবো । টাকি-
শয়তানটা যখন এখানে নামেনি...

সুহাদে বললে—সে হয়তো কাম্পঙ্গে চলেছে... আমার পিছুনা নশাদের
কাছ থেকে মোটা-রকম বখশিস আদায় করতে...

হেসে অনাদি বললে—বিচিত্র নয় ।

নানাহার সেরে দুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে ইলেক্ট্রিক ট্রামে
চড়ে বসলো...
•

পথে এত জাতের এত রকমের লোক !

নানা লাইনের ট্রামে চড়ে' এখানকার বাণিজ্য-কেন্দ্র থেকে স্বরূপ
করে সহর-সহরতলী সব জায়গায় চক্র দিলে।

টাঙ্গং-কারঙে যত ধনী লোকের বাস। সে জায়গা দেখে দুজনে পাশির
পাঞ্জাঙ্গ, বুকিৎ তিলা ইন্দুক—কোনো পল্লী দেখতে বাকী রাখলো না।

সন্ধ্যার আগে দুজনে এসে বসলো সিঙ্গাপুরের বোটানিকাল গার্ডেন্সে ...
সেখান থেকে টমশন রোডের উপর পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো চৌবাঁছা
দেখলো। ছোট ছোট কটা পাহাড়। পাহাড়ের দেহ সবুজ-শ্যামল তৃণলতায়
সমাচ্ছন্ন...কে যেন সবুজ মথমল পেতে রেখেছে! তার মাঝখানে
কাকচকু-জল-ভরা মন্ত্র জলাশয়। চমৎকার!

সন্ধ্যার সময় ট্রামে চড়ে' দুজনে তোটেলে ফিরলো। সুহাদে বললে—
কাল সহরের বাইরে যাবো...সেখানে দেখবে রবারের ফশলে ভরা বড় বড়
বাগান...তাছাড়া অয়েল-গ্রাস, লিমন-গ্রাস...মানে, এ-সব ঘাস কখনো
দেখেছো?

অনাদি বললে—নাম শুনিনি কখনো, তা দেখবো কি!

সুহাদে বললে—কাল সে-সব দেখাবো'খন। সিঙ্গাপুরের মতো এত বড়
বাণিজ্য-স্থান দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ!...আমাদের সময় নেই
নাহলে তোমাকে মলকা দ্বীপে নিয়ে যেতুম। এখান থেকে মোটে একশে
ষ মাইল দূরে।...তারপর আছে পেনাঙ্গ...দ্বীপটি ছোট...লদ্দাখ।...চূর্ণ
একশেষ মাইলের উপর নয়। সে দ্বীপটি শুধু পাহাড় আর পাহাড়!

অনাদি বললে—আমার কি মনে হচ্ছে, জানো বক্সু?

—কি?

অনাদি বললে—রাজাহারা বক্সুকে রাজ-গদিতে দেখে তারপর এদিকটা
পুরু-ঘুরে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেবো।

—তাতে লাভ?

অনেক দূরে

অনাদি বললে,—লাভ !... এত-বড় পৃথিবীর কেথায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোণে
 বসে' আমরা কি সুখে এত লাফ-ঝাপ করি, বলো ?... কিসের অহঙ্কার ?
 কিসের বা তৃপ্তি ? যাদের পয়সা-কড়ি আছে, তারা সে পয়সা-কড়ির
 পাহাড়ে বসে কটা দিন কাটিয়ে মানব-জন্মটা অকর্মণ্য ব্যর্থ করে তোলে !
 এই সব হতভাগা যদি কোটির ছেড়ে বেরিয়ে বাইরে আসে, তাহলে বিশাল
 পৃথিবী দেখে যে-আনন্দ পায়, সে-আনন্দের সিকির মিকি পাবার আশা
 নেই ত্রি বাক্সের খাতা ঘেঁটে !... আমাদের কবি কি বলেছেন, জানো,—

ইহার চেয়ে হতেম যদি
 আরব বেছইন—
 চৱণতলে বিশাল মর
 দিগন্তে বিলীন...

সুহাদে বললে,—ও কবিতার মানে কি ?
 অনাদি তাকে মানে বুঝিয়ে দিলে ইংরেজী ভাষায় ।
 শুনে সুহাদে বললে—কোন কবির লেখা ?
 অনাদি বললে—নাম না নিয়ে কবি বলতে আমরা বুঝি একজনকে ।
 তিনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

দশম পরিচ্ছেদ

পথে

শুক্রবার বিকেলে সিঙ্গাপুর ছেড়ে দুজনে উঠলো জাভা-গামী জাহাজে।
জাহাজে টেলিগ্রাম এলো...মিষ্টার এণ্ডিসের নামে। রাতু-সাহেবের টেলি-
গ্রাম। তারে তিনি খপর দিয়েছেন—

জাহাজ চলেছে। টাঙ্কি জাহাজে আছে। আমি নিরাপদ। সে আমার অস্তিত্ব
জানতে পারেনি। আমার গুড়, উইশ, এণ্ড রেশিংস টু ইউ খোখ (তোমাদের
দুজনকে জানাচ্ছি আমার শুভ-ইচ্ছা এবং আশীর্বাদ) ।

বাটাভিয়ায় নেমে একদিন বিশ্রাম করে দুজনে ওয়েল্টেলেডেন ষ্টেশনে
ট্রেণে চড়লো। ট্রেণে চড়ে দুজনে এলো সেওকাবুকি।

সুহাদে বললে—এখানে তোমাকে আনন্দ, তার মানে, তেলগো
লেক আর জিবুরাম ফলশ্ৰুত দেখাতে।

অনাদি বললে—কিন্তু পথে এত দেরী করা কি উচিত হচ্ছে ?

সুহাদে বললে—একটানা লম্বা পাড়িতে দেহ-মন অবসর হতে পারে।
তাছাড়া আমরা প্রথমে যাবো বলীবীপের পালীথানে। আমার বোন বর্ণী
সেখানে আছে। এই পথ দিয়েই তোষেতে হবে...মাঝে মাঝে নেমে
তোমার মনকে আরাম দিতে চাই...তাছাড়া এখন কতক নিরাপত্ত হয়েছি
তো আমরা !

অনাদি বললে—আমার কিন্তু এ-সবে মন নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না
গিদি বর্ণীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে বা সব কথা জানতে পারছি, ততক্ষণ যত
ভালো দৃশ্যই দেখি না কেন, মনে তেমন আরাম পাবো না, বকু...

সুহাদে বললে—জানি, ...কিন্তু এতে আমাদের চার-পাঁচ দিন হয়তো
দেরী হতে পারে ! লম্বা টানা পাড়ীতে বড় বেশী শ্রান্ত হবে । মাঝে মাঝে
যাত্রা বদলে নিলে শ্রান্তির সন্তানা কম !

লেক আর ফল্শ দেখা হলে আবার দুজনে ট্রেণে চড়লো । চড়ে
সামারাঙ্গে এলো ।

সুহাদে বললে—বোরোবুদর নাম শনেছে ?

অনান্দি বললে—শনেছি । সেখানে হিন্দু-মন্দির আছে না ? খুব প্রাচীন ?

সুহাদে বললে,—হ্যাঁ । এবার আমরা বোরোবুদর যাচ্ছি...

মোটরে চড়ে দুজনে এলো বোরোবুদর । ...

দ্বীপের বুকের মাঝখানে বোরোবুদর...প্রাচীন যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির
ছিন্ন পতাকার মতো বিরাজ করছে । বিরাট ধ্বংস-স্তূপ । হিন্দু এবং বৌদ্ধ
সভ্যতার উজ্জ্বল জ্যোতি-রেখা । হাজার বৎসর আগে এ কীর্তির উত্তুব !
পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুর্বত্ত আরব জাতি এসে হিংসা-বশে এ কীর্তি-মন্দির
ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেছে !

তাদের কুলিশ-কঠোর আঘাত সয়ে এখনো ষা আছে, দেখলে বিশ্ব-
শক্তির সীমা থাকে না !

ছোট একটি পাহাড়ের উপর পিরামিডের গড়নে পাঁচ-তলা মন্দির ।
দেওয়ালে, প্রাচীরে, ছাদে কি বিচিত্র নক্কার কাজ ! বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা
বলেন, মিশরের পিরামিডের চেয়েও বোরোবুদরের রচনায় শিল্পীর কুশলতা
অনেক-বেশী প্রকাশ পেয়েছে... more stupendus task than the
creation of the Great Pyramid in Egypt....

বোরোবুদরে ঘুরে-ফিরে সব দেখতে সক্ষ্য হয়ে গেল । সেদিন ছিল
পূর্ণিমা...জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটলো...সে অমল-ধ্বল জ্যোৎস্নার আলোয়

বোরোবুদুর যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল ! বিমুক্ত আবেশে ভগ্ন-মন্দিরের পানে চেয়ে-চেয়ে অনাদির মন দেশ-কাল-পাত্রের সংস্পর্শ ছেড়ে কোথায় কোন্ আদিহীন অন্তহীন কল্পনা-লোকে উধাও হয়ে গেল ! তার মন কেবলি বলছিল—হে আদিহীন, অন্তহীন ধরিত্রী-জননী, তোমার অঙ্কে কি ঐশ্বর্য...কি সম্পদ বিরাজ করছে, ...চোখে সে সব দেখলে মন ভরে' ওঠে...তবু আমরা তুচ্ছ জমিজমা এবং ব্যাকের জমা নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে পড়শীতে-পড়শীতে বিরোধ স্থষ্টি করে' অশান্তির উৎপাতে জর্জরিত হই ! বর্ষৰ হিংসা-বশে এ বোরোবুদুর যারা ধ্বংস করতে এসেছিল, আজ তারা কোথায় ? নেই ! বোরোবুদুর হেলাভৱে তাদের সে আক্রমণ বার্থ করে আজো...আজো কিন্তু নিজের মহিমায় ভাস্ফুর রয়েছে !...

বোরোবুদুর থেকে ফিরে পরের দিন দুজনে গেল সৌরাবারায়। সেখান থেকে মালাঙ্গ...

অনাদি বললে — মিছে এত দেরী করছো কেন বন্ধু ?

সুহাদে বললে—কতকটা দায়ে পড়ে। মানে, পর-পর টকটক চলে যাবো, তেমন ভাবে গাড়ী বা জাহাজের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া এ দেরী করছি রাতু সাহেবের জন্ত ! তাঁর পৌছুতে যে দেরীটুকু হবে...বুঝো না ?

অনাদি বুঝলো। বুঝে তার মন সুস্থির হলো, মনের অধৈর্য কাটলো।

মালাঙ্গ থেকে টোশারির গিরি-পর্বত ঘুরে প্রকাণ্ড লেকের গা ঘেঁষে দুজনে এলো পেনাঞ্জানে। এইটি হিন্দুর দেশ। এখানে ক'জন শুনু সন্দীরের সঙ্গে সুহাদে গিয়ে দেখা করলো। সাক্ষাতের সংবাদ দিলে অনাদিকে।

বললে,—এঁদের হাতে অনেক তীরন্দাজ আছে...প্রয়োজন হলে এঁরা আমাকে সাহায্য করবেন, বললেন।

পেনাঞ্জান থেকে ইজেন। ইজেন থেকে জেডিং লেক ঘুরে লাজিন।

বাঞ্জোয়াঙ্গি দেখে দুজনে আবার জাহাজে উঠলো। জাভা-চায়না-জাপান
লাইনের জাহাজ। এ জাহাজ বলিদ্বীপ ছুঁয়ে জাভা হয়ে সিঙ্গাপুর যায়।

বলিদ্বীপে যখন জাহাজ এসে পৌছুলো তখন ভোরের আলো জেগে
পৃথিবীর বুকে সবেমাত্র বারে পড়েছে!...অনাদিকে ঘূম থেকে তুলে
সুহাদে বললে—বলিদ্বীপ!

দুজনে ছব্বিশে আত্মগোপন করে' ডেকে এসে ঢাঢ়ালো...

অনাদির মনে হলো, তার কতদিনের স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে—সত্য?
যে বলিদ্বীপের কথা বইয়ে পড়েছে, গন্ধ শুনেছে—রঙের দেশ, স্বরের দেশ,
সারল্যের দেশ,—এ সেই বলিদ্বীপ ! ঈ পল্লীকুঞ্জের মাথায় মাথায় নবারুণের
রক্তশুকুট ! এ ঘেন স্বপ্নরাজা !

তৌর-রেখা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে... তালকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে
ঈ দেখা যায় মাটীর দেওয়াল-দেওয়া ঘর। এই ভোরেই পাড়ার
ছেলেমেয়েরা বালুচরে এসে জড়ে হয়েছে জাহাজ দেখতে... তৌরে ধানক্ষেতে
...পাহাড়ের গা বয়ে থাকে-থাকে যেন মা-লক্ষ্মীর মন্দিরের সোণানিখনী
সোনার ধান দিয়ে তৈরী করেছে ! পাহাড়ের গায়ে বলিদ্বীপের কিশোরী
মেয়েরা ভোরের আলো পেয়ে আনন্দে বিহুল হয়ে নৃতালীলায় মেতেছে।
তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেববালারা মা-লক্ষ্মীর বন্দনা-নৃত্যে
মশ্বল ! তাদের পরণে রকমারি কাপড় দোহুল নৃত্য-ছলে ঘেন
নানা রঙের ফুলের পাপড়ি ঝরে' ঝরে' পড়েছে !...

তৌরে জাহাজ লাগলো। গভীর খাল। যে-জায়গায় জাহাজ লাগলো,
সে জায়গার নাম পান্দোপার।

সুহাদে বললে—তাহলে এসে পৌছুনো গেছে !

অনাদি বললে—এখান থেকে ট্রেণে যেতে চাই একেবারে তোমার সেই।
পালীথানে বল্লি দিদির কাছে !

একাদশ পরিচ্ছেদ

বোন্বণী

পান্দোপারে নেমে দুজনে দাঢ়ালো না ; ট্রেণে চড়ে পাহাড়ের গা বয়ে
এলো একেবারে বুলেলেঙ্গে ।

সুহাদে বললে—বুলেলেঙ্গে হিন্দু মন্দির আছে । দেখতে চমৎকার ।
তাছাড়া ওথানে থাকবার জায়গা পাবো । আর ওথানে একজন পুরোহিত
আছেন, সে পুরোহিতটি আমাদের দেশের লোক । তার কাছ থেকে বোন
বণীর আস্তানার সন্ধান পাবো মনে হয় ।

অনাদি বললে—এখানেও তুমি নেপালী সেজে শের বাহাদুর হয়ে
থাকবে ?

সুহাদে বললে—নিশ্চয় । ...এইখানেই ভয় আরো বেশী !

দুজনে যখন বুলেলেঙ্গে এসে পৌছুলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে । দেব-
মন্দিরে আরতি হচ্ছে...সেই সঙ্গে দেবদাসীদের নৃত্য !

সে নৃত্য অপরূপ !

মন্দিরটি তিনতলা । সুন্দীর্ঘ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে' মন্দিরে
প্রবেশ করতে হয় । সোপানের দুধারে রকমারি নক্কা করা কাঠের প্রাচীর ।
বুলেলেঙ্গে মন্দিরের চূড়ায় তেমনি নক্কা । সে নক্কার কাঠে বাহার বা
খুলেছে, দেখে চোখ ঠিক্করে পড়ে ।

আরতি শেষ হলে অনাদি ডাকলো—বন্ধু...

সুহাদে বললে,—কেন ?

—কি ইংরেজী দেশে শিখে বিলিতি সভাতার বাজার আৱৰ্বার জন্ত

ক্ষেপে উঠেছো—বলো তো ? কাজ কি তোমার ইলেক্ট্রিক লাইট, কিম্বা গ্রামফোন বা রেডিয়ো-সিনেমা !...এমন চমৎকার মন্দির...এমন সুরল সব লোকজন...এর পর যে এ-সবের চিহ্ন থাকবে না !

সুহাদে বললে—এ নিয়ে মুঢ় হয়ে থাকলে তো চলবে না বস্তু। পশ্চিম দিক থেকে যে টেট আসছে, সে টেটয়ে নিজেদের অস্তিত্ব যদি লোপ পায় ? কাজেই দেশের আবহাওয়াকে ও-আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে গড়ে তুলতে হবে !...লেখাপড়া শিখতে হবে। মুর্খ হয়ে যা কিছু দেখবো, তাতেই অবাক হয়ে যদি থমকে দাঢ়িয়ে থাকি, তাহলে পশ্চিমের ধাক্কায় গুঁড়ে হয়ে যাবো।...তোমাদের নিজেদের দেশের কথা একবার ভাবো দিকিনি...

অনাদি বললে—আমাদের দেশ হলো অভিশপ্ত দেশ ! জ্ঞাতিবিদ্বেষের বীজ ভারতবর্ষের মাটী ছাড়া আর কোনো দেশের মাটীতে এমন সতেজে মাথা তুলে দাঢ়াতে পারে না।...সেই মহাভারত থেকে আগাগোড়া ইতিহাস আলোচনা করো...প্রমাণ মিলবে।...আমাৰ মনে হয়, কুৱক্ষেত্ৰের মাটীতে যে জ্ঞাতি-রক্ত পাত হয়েছে—তাৰি ছেঁয়াচ লেগে সারা ভাৱান্তবর্ষের মাটী জ্ঞাতি-বিদ্বেষের বিষে ভৱে' আছে...

সুহাদে কি বলতে বাচ্চিল—বলা হলো না। সামনে এলেন একজন পুরোহিত। তাঁৰ হাতে ঠাকুৱের প্রসাদ।

তাঁকে দেখে মাতৃভাষায় সুহাদে তাঁৰ সঙ্গে কথা কইলো।

পুরোহিত সে-কথা শুনে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঢ়িয়ে রইলেন... তাৰপৰ বললেন—এ-মূর্তিতে হঠাতে তোমাকে এখানে দেখবো—এ আমি কল্পনা কৰিনি !

সুহাদে তাঁকে কি বললে। তাৰপৰ দুজনে অনেকক্ষণ কথা হলো। সে-কথার পৱ সুহাদে অনাদিৰ পানে চাইলো, ডাকলো,—বস্তু...

অনাদি বললে—কি ?

সুহাদে বললে—রাত্রে এ'র ঘরে বিশ্রাম। তারপর কাল সকালে
পালীথান বাত্রা। এসো। সব কথা ওঁকে আমি বলেছি। তোমার কথা
শনে উনি অবাক ! বললেন, বাঙালী-জাতকে আমরা ভারী ভক্তি করি।...
অত বুদ্ধি আর কোনো জাতের নেই।...এত বৎসরের অধীনতার চাপ সহে
এলেও বাঙালীর বুদ্ধি এতটুকু টশ্কায় নি...অন্ত কোনো জাত হলে এত
বছরের অধীনতায় ঝ্যাক ইডিয়ট হয়ে যেতো...

পুরোহিতের বাঙালী-প্রতির পরিচয় পেয়ে অনাদির মন পুরোহিতের
উপর প্রসন্ন হলো। পুরোহিতকে সে প্রণাম করলে, বললে—নমস্তে...

পুরোহিত হাসলেন, হেসে বললেন—শতং জীব...

সুহাদেকে অনাদি প্রশ্ন করলে,—তোমরা সংস্কৃত জানো ?

সুহাদে বললে—ধারা খুব বড় ক্ষলার, সংস্কৃত ভাষা তাঁদের ভালো করে'
শিখতে হয়। যদি সুন্দরি পাই, তোমাকে দেখাবো আমাদের দেশের
নৃত্যাভিনয়। রামায়ণ-মহাভারত এবং কত হিন্দু পুরাণের উপাখ্যান নিয়ে
আমাদের দেশের মেয়েরা কি চমৎকার নৃত্যগীতের অভিনয় করেন...এগুলো
বিলিতি Tableaux Vivante'র ঘৰতো। আমি একবার কলকাতায়
এস্পায়ার থিয়েটারে Tableaux vivante দেখেছি...কিন্তু এখন এসো।
মুখ-হাত ধূয়ে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে হবে...

সকালে ঘুম ভেঙ্গে দু'জনে উঠে মুখ-হাত ধূয়ে পুরোহিতের সঙ্গে গেল
নদীতে স্নান করতে। নদীর নাম লুলু। নদীটি বেশ চওড়া। নদীর বুকে
ছোট-খাট ডোঙ্গা ভাসছে। ডোঙ্গায় চড়ে তীর-ধনু নিয়ে জেলেরা মাছ
ধরছে...তাদের বেশ-ভূক্ষণ দেখে অনাদি বললে—হঠাতে দেখলে মনে হয়
যেন বাঙালী জেলে !...

স্নান সেরে দুজনে এলো মন্দিরে। দেব-দর্শন করে' সুহাদে বললে,—

বেলা চারটের ট্রেণ...তার মধ্যে যদি চাও বন্ধু, দেশটাকে দেখে
নিতে পারো।

অনাদি বললে—এখন আর দেশ দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে না। ইচ্ছা হচ্ছে
দিদিকে দেখতে। সত্যি বন্ধু, আমার নিজের বোন্ নেই—সেজন্ত পরের
দিদিকে ‘দিদি’ বলে ডাকতে আমার মনে যে কি আকুলতা, তা আমি
কথায় বলে বোঝাতে পারবো না।

সুহাদে বললে—আমার দিদিকে তোমার ভালো লাগবে। সত্যি, দিদি
খুব ভালো।...লেখায়-পড়ায় কথায়-বাঞ্ছায় কোনো খুঁত পাবে না।...
তোমাকে বলি শোনো দিদির কথা। ছোট ঘটনা—কিন্তু এ থেকে বুঝতে
পারবে, দিদি কতখানি স্বার্থত্যাগী!...বাবা একা থাকবেন, আমি দূরে থেকে
লেখাপড়া করবো—শুধু এই কারণে দিদি বিয়ে করেনি। দিদির সঙ্গে
পেডাঙ্গের এক মন্ত্র সদাগরের বিয়ের কথা প্রায়-পাকা হয়েছিল। সদাগরটি
আমেরিকা ঘুরে এসেছে।

অনাদি বললে—দিদিরা কখনো খারাপ হয় না বন্ধু। আমাদের দেশেও
দিদিরা ছোট ভায়েদের খুব ভালো বাসেন ছোট ভায়েদের শুখের জন্য
দিদিরা হাসি-মুখে সব দুঃখ সব কষ্ট সহিতে পারেন! কিন্তু আমি ভাবছি,
রাতু সাহেবকে একখানা চিঠি দিলে হতো না?

সুহাদে বললে—আমরা নিরাপদে এ পর্যন্ত আসবো, সে সম্বন্ধে শুরের
কোনো চিন্তা নেই। দিদিকে দেখে সব খপর দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখবো।

অনাদি বললে—বেশ কথা।...

বেলা চারটের ট্রেণে চড়ে দুজনে বেরলো পালীথানের পথে।...

রেল লাইনের দু'ধারে বড় বড় ধানের ক্ষেত, জলা, পাহাড়...কত
রকমের গাছ...জলে-স্থলে, আকাশে কত রকমের পাখী! কাকাতুয়ার

প্রকাণ্ড ঝাঁক দেখে অনাদি বললে,—বা রে, কাকাতুয়া ! দেশে ফেরবার
সময় এক-জাহাজ কাকাতুয়া নিয়ে যাবো ।

সুহাদে বললে,—অঙ্গেলিয়া ছাড়া এত কাকাতুয়া আর কোনো দেশে
দেখতে পাবে না ।

অনাদি বললে—সত্যি বলু, এ-সব দেখে কেবল মনে হচ্ছে, পড়ে
আনন্দ পাবার মতো বই যদি দুনিয়ার কিছু থাকে, তাহলে সে শুবু
জিওগ্রাফি !

সুহাদে বললে—এবং হিষ্টি ! তুমি জানো, হিষ্টির লোভেই আমি আরো
কলকাতায় গিয়েছিলুম। যদি শুধিন আসে, তোমাকে বলে রাখছি,
আমাদের বাড়ীতে একটা ঘর আমি বোঝাই করবো শুধু রাজ্যের যত
হিষ্টি কিনে !...

ছোট-বড় ষেশনে থেমে জিরিয়ে ট্রেণ চলেছে তো চলেইছে ! ক্রমে
সন্ধ্যার পর্দা পড়লো পৃথিবীর বুকে । তবু আকাশে চাঁদের আলোয় এত
বেশী অমল-শুভ্রতা যে পৃথিবী সে-পর্দার আলো হারালো না ! কামরায়
জানলার ধারে বসে অনাদি নিঃশব্দে চেয়ে আছে...চেয়েই আছে ঐ বহু-
বিচ্চিরিপিণী প্রকৃতির দিকে । ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল ।
তখন মা বেঁচে ছিলেন,—সে সময় ট্রেণে চড়ে কতবার সকলে পশ্চিম
বেড়াতে গেছে...ট্রেণে অনাদি কোনোকালে ঘুমোতে পারতো না ।
কামরায় জানলার দিকে বসে দিগন্তের পানে চেয়ে পাঞ্জতো । মা
বকতেন,—ওরে সারা-রাত কাঠ হয়ে অমন করে বসে থাকিস নে !
ঘুমো...না হলে অস্থ করবে ।...

আহা মা ! মেহমানী মা ! আজ কোথায় তুমি ?...অনাদি উক্কে আকাশের
দিকে চাইলো...ঐ যে সব-চেয়ে বড় নক্ষত্রটি...জ্বল্জ্বল করে তারি পানে

চেয়ে আছে...এমন করে' কোনো নক্ষত্র তো চাইতে জানে না! ওটি যেন
আকাশের নক্ষত্র নয়...ম্বেহ-মহত্ব-ভরা তার মাঝের চোখের তারা!
ও-নক্ষত্রটি যেন দুলছে!

একটা নিষ্পাস সে রোধ করতে পারলো না। ভাবলে, সাত সমুদ্র
পার হয়ে এই তেপান্তির রাজ্যে এসেছে! পথে কত কি দেখেছে...যে-সব
বাপার দেখবার কল্পনা কখনো করেনি এবং সব-চেয়ে আশ্চর্য—চুম্ববেশে
এই গ্রাউডভেঞ্চার...

মন বার-বার বলতে লাগলো, আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন...হায়রে,
তাহলে ফিরে গিয়ে ঠাঁর কাছে এ-সদের কি বিবরণ না সে দিত!...মা আজ
নেই...এ-সৌন্দর্য দেখা যেন বুঝা হলো! কাকে এ সৌন্দর্য-কাহিনী
বলবে...? কে শুনবে?...

এমনি চিন্তার মধ্য দিয়ে রাত্রি কেটে আবার দিনের আলো
দেখা দিলে...এবং বেলা প্রায় এগারোটার সময় ট্রেণ এসে ছোট একটা
ষেশনে দাঢ়ালো। পাতায়-ছাওয়া ষেশনের ঘর। নীচু প্লাটফর্ম। তারের
বেড়া ঘিরে চারিদিকে অজ্ঞ রঙীন কুলের গাছ...কুলে কুলে যেন রামপন্থ
ঁকা রয়েছে। ছায়া-তরুশাখায় বসে' বিহু-কাকলীতে শুর-নির্বাল
করছে।

শুহাদে বললে—নামো বক্স। এইটে হলো পালীথান ষেশন।

কুলি ডেকে জিনিষপত্র নামিয়ে দ' জনে সেই কুলির মাথায় মেট
চাপিরে ষেশনের বাইরে এসে দিঢ়োলো। ষেশনের লোকজন এ দুটি
অভিনব মূর্তির লোককে অকস্মাত এখানে দেখে হাঁ করে তাদের দুজনের
পানে তাকিয়ে রইলো।...

গাছের ছায়ায়-ছায়ায় ছায়া-করা সরু পথ...দুধারে ধানের ক্ষেত,

ফুলের ঝোপ...এবং এ-পথের সীমা বয়ে চারিদিক ঘিরে ছোট-ছোট
পাহাড়ের কেয়ারি যেন কে 'রচে' রেখেছে !...

এ-পথে দুজনে চললো ।

সুহাদে বললে—দিদি আমাদের চেহারা দেখে তয় পেয়ে যাবে ।

অনাদি বললে—মুখোশ ফেলে স্বরূপে চলো ।

সুহাদে বললে—না । কে বন্ধু, কে শক্র, তা যখন জানি না...

অনাদি বললে,—তা সত্তি !

এ বেন বাঙ্গলা দেশের সেই নিষ্ক-মধুর পল্লী ! মাঠ-ঘাট-জলা...মাঝে-
মাঝে মাটীর দেওয়ালের উপর পাতায়-ছাওয়া আবরণের নীচে রমণীর
আশ্রয়কুটীরগুলি !...আসন্ন অলস-মধ্যাহ্নে বেন আরামের কুঞ্জ !
গাছে-গাছে পাখীর ডাক...বনের ফল-ফুলের মে গন্ধে বাতাস ভরে
আছে...মৌমাছির সেই গুঞ্জন—তেমনি বিরল-বাস পল্লীর পথে
বৌ-বীরেদের কলসী নিয়ে ঘাটে ষাওয়া...ক্ষেত্রের বুকে কৃষক-দম্পত্তীর
সমারোহ-হীন ঘরোয়া শান্ত-মাধুর্য...নর-নারীর মুখে-চোখে সরলতার
মিষ্ট মোহন আমেজ...

অনাদি আপন মনে গুণ-গুণ করে গান গাইছিল—

ও মা, তোর আঁচলেতে

দিলেম এই মাথা পেতে...

সে গান গায় না । কখনো গান গায় নি ! কিন্তু এখাঁর আকাশ-
বাতাসে যেন সুর ভাসছে ! অনাদির শান্ত মন সে-সুরে জেগে উঠে নিজেকে
কখন তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে দেছে, সেদিকে অনাদির খেয়াল ছিল না ।
খেয়াল হলো সুহাদের আহ্বানে ।

সুহাদে ডাকলে—বন্ধু...

অনাদির কষ্টে গান থেমে গেল। অনাদি দাঢ়ালো। সামনে বাঁশের তোরণ-আঁটা একখানি বাড়ী। ফটক থেকে মেটে পথ গিয়ে ভিতর দিকে কাঠের সোপান-শ্রেণীতে মিশেছে। সিঁড়ির উপর দাওয়া—থকথকে নিকোনো...পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দাওয়ার দুপাশে এদেশী নানা ঝুঁটীন ফুলের গাছ এবং দাওয়ার উপর মাটীর দেওয়াল। তার মাথায় কাঠের তৈরী ছাদ...যেন ছবি!

সুহাদে বললে—এইটে হলো মুঞ্জির বাড়ী। মুঞ্জি একজন ব্যাপারী। আমার বাবার সঙ্গে জানাশোনা আছে। মানে, বাবার বক্স। দুলেলেও মন্দিরের পুরুত বললেন, দিদি বৰ্ণী এই মুঞ্জির বাড়ীতে আছে...

অনাদির মন আনন্দে উৎকুল হলো। সারাদিন টো-টো করে' উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবার পর শান্ত দেহ-মন নিয়ে ঘরে ফিরলে মনে যেমন আনন্দ জাগে, তেমনি আনন্দ হলো!

অনাদি বলে উঠলো—অবশ্যে উপনীতি রাজপুতানায়...জানো, এ'ও আমাদের দেশের একজন কবির লেখা।

সুহাদে বললে,—কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?

অনাদি বললে—না। অন্ত কবি। এ-কবির নাম রঞ্জলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়।

সুহাদে বললে—ও-কথার মানে?

অনাদি মানে বললে। সুহাদে মানে বুঝলো না; সপ্তশ দৃষ্টিতে তার পানে চাইলো। অনাদি তখন ইংরাজীতে বললে—অবশ্যে আমরা পৌচ্ছুলুম আমাদের শাস্তিহারা গৃহ-তীর্থে।

সুহাদে বললে—তুমি দাঢ়াও। দুজনকে এবেশে দেখলে দিদি যদি চমকে ওঠে? আমি ভিতরে গিয়ে বৰ্ণীকে ডাকি...

• }

ধীর পদ-সঞ্চারে সুহাদে ফটক দিয়ে গৃহ প্রবেশ করলে ; অনাদি তারা
পানে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে ফটকের পাশে দাঢ়িয়ে রইলো ।

সুহাদে দাওয়ায় উঠলো...ডাকলে,—বণী...বোন...আমি এসেছি ।
সুহাদে...

ভিতর থেকে চকিতে দ্বার খুলে গেল এবং টক্টকে লাল রঙের
শাড়ী-পরা একটি তরুণী বাইরের বারান্দায় এলো । শাড়ী পরেছে
লুঙ্গির মতো...কোমর থেকে গায়ের উপর সোনালি রঙের একটা
চাদরের আবরণ...

কিশোরী বিশ্বয়-স্ফুরিত নেত্রে সুহাদের পানে চেয়ে রইলো ।

সুহাদে মাথার পাগড়ী ফেলে মুখের ওপরকার রবারের মুখোস্টা
টেনে ফেলে দিলে ।

কিশোরী বলে উঠলো—সুহাদে...

সুহাদে বললে—বণী...

তারপর বণী একেবারে পাগলের মতো সুহাদেকে বুকে টেনে
তাকে জড়িয়ে ধরলো...

অনাদি ফটকের বাইরে থেকে দেখলো...ভাইবোনে মিলন...
স্বর্গীয় সে দৃশ্য !

অনেক দূরে

GOVERNMENT LIBRARY



লাল-রদ্দের শাড়ী-পরা তরণী... ৭২ পৃষ্ঠা।



দাদশ পরিচ্ছেদ

রাজ্যের প্রান্তে

আনন্দ এবং বিশ্রামের ঘোর কাটলে বণী বার-বার কৃতজ্ঞ হন্দফে
অনাদিকে ধন্তবাদ জানালো ! বণী বললে—তোমার শুধু তোমার জন্তই
আমার ভট্টিয়ের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে...

সপ্তজ্ঞ কঢ়ে অনাদি বললে—আমি উপলক্ষ ! ভগবান না রক্ষা করলে
কেউ রক্ষা পায় না, দিদি...আশ্র্যাভাবে রক্ষা পেয়ে সুহাদে এখানে
আসতে পেরেছে বলে' আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে রাজ্যের সব বিপদ
কেটে যাবে !

সুহাদে বললে—তুমি বড় অপ্টিমিষ্ট বন্ধু...

অনাদি বললে—এতগুলো বেড়া টপকে এলুম, কি বলো তুমি, সুহাদে !
এতেও মনে আশা হবে না ?

সুহাদে বললে—তুমি জানোনা, এখানে পদে পদে কত বেড়া পেতে
হবে ! সে-সব বেড়া কাটায় কাটা ! শুধু কাটা নয়, তার সঙ্গে আছে লেলিহান
অগ্রিমিথা...আমাদের খুড়ো কি বকম ফন্দীবাজ, কতখানি নিষ্ঠুর, সভা-
জগতের মানুষ তুমি, তা ধারণা করতে পারবে না !

অনাদি বললে—কিন্তু আমাদের বুদ্ধি-বলে এখানে তার লোকজনকে
আমরা আমাদের দলে আনতে পারবো না ?

বণী বললে—ক'দিন ধরে আমি অনেক ভেবেছি। আমার বাবার বন্ধু
এ-বাড়ীর মালিক। তাঁর নাম মুঞ্জি সাহেব। শ্রমাত্রা-সিলেবিশ—
এ-সব অঞ্চলে মুঞ্জি সাহেবের ক্ষেত-খামার আছে। সে সব ক্ষেত-খামারে

কটাকরা কাজি করে। এই কটাক-জাত খুব সাহসী। আবার যেমন
নিষ্ঠুর, দৃঃসাহসী, তেমনি নিমিকের মর্যাদা রাখতেও তৎপর। মুঞ্জি
সাহেব বলেছেন, সুহাদে এলে এদের দলকে ক্ষেপিয়ে খুড়োর বিকক্ষে
লেলিয়ে দেবেন !

সুহাদে বললে,—মুঞ্জি সাহেব কোথায় ?

বণী বললে—তিনি বিদেশে গেছেন। হস্তানেক পরে ফেরবার কথা।

অনাদি বললে—আমার মনে হয়, এ সাতদিন আগরা চুপচাপ বসে
থাকবো না। কাম্পঙ্গের দিকে এগুনো যাক...

সুহাদে বললে—কিন্তু ছদ্মবেশে ! অন্ততঃ আমার তাই মত।

অনাদি বললে,—আমারো গ্রি মত।

বণী বললে—কিন্তু বলিদ্বীপ পার হলে আর ট্রেণ পাবে না। চলা-পথে
যেতে গেলে যদি কোনো বিপদ ঘটে ?

সুহাদে বললে—বন-জঙ্গল ভেঙ্গে আমরা যাবো। এখান থেকে ছুটো
বন্দুক নেবো। তাছাড়া ছুটো রিভলভার সঙ্গে রাখবো...

অনাদি বললে—তাহলে আর ভয় কি ?

বণী বললে—বলে খুড়োর লোক আর বাঘ-ভালুক... দুই সমান জেনো।

সুহাদে বললে—রাজ্যের সব লোক খুড়োকে কুর্ণিশ দেবে, ভাবো বণী ?

আমাদের নাম শুনে কেউ আমাদের সহায় হবে না ?

বণী বললে—চক্রীর চক্রান্তে আজ আমার কাছে কিছুই অসম্ভব বলে
মনে হয় না ভাই !

সুহাদে বললে—এতদিন যে লেখাপড়া শিথলুম, বুঝি-বুঝির কোনো
উন্নতি হয় নি, ভাবো ? শর্টের সঙ্গে শাঠ্যের অভিসন্ধি-রচনায় এতটুকু পটুতা
শাড় করিনি ?

বণী বললে—এ-নির্বাসনে এত দিন চুপচাপ বসে থেকে আমার মন

এমন হয়েছে যে এগুলো গিয়ে পদে-পদে ভয় পাই—ভয় পেয়ে থমকে
দাঢ়ায় ! আর এ হই চোখে সর্বদা আমি কি দেখি, জানো ?

সুহাদে বললে—কি ?

বণী বললে—রাশি-রাশি অঙ্ককার। শুধু অঙ্ককার ! কিন্তু ও-কথা
ঘাক—ঝাতু সাহেবকে চিঠি লিখে দাও সুহাদে। তিনি যে ঠিকানা দিয়ে-
ছেন, সেই ঠিকানায়। লিখে দিয়ো, তিনি যেন চিঠি লিখে এখানে সে-চিঠি
পাঠান। মুঞ্জি সাহেবের নামে চিঠি পাঠাবেন। খামে যেন মুঞ্জি-সাহেবের
নাম থাকে ; আমার নাম না লেখেন ! বুঝলে ?

সুহাদে বললে—বুঝেছি ।

অনাদি বললে—আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম তাহলে ?

সুহাদে বললে—অভিধানে বেরবো এবং কাল সকালেই । ...

বণী বললে—বাবাৰ জন্ম ব্যাকুল হৰোনা। তিনি আশ্রম পেয়েছেন
একজন সাধুৰ মঠে। সে-মঠেৰ সন্ধান খুড়ো জানে না, কোনোদিন
জানবে না। বাবা সেই মঠে সাধু-সন্ন্যাসী সেজে বাস কৰছেন। তিনি
ভালো আছেন। আজ আটদিন হলো মুঞ্জি সাহেব তাঁৰ সঙ্গে দেখা কৰে-
ছিলেন। মুঞ্জি সাহেব চিঠি লিখে সে-কথা আমাকে জানিয়েছেন। একে
আমি সে চিঠি দেখাই... .

সুহাদেকে বণী চিঠি দেখালো। চিঠি পড়ে সুহাদে চাইলো অনাদিৰ
পানে। বললে,—একটা দৃশ্চিন্তা মাত্ৰ কাটলো, বাবা আৱ বণী,— দুজনে
নিরাপদ জানলে বুকে অনেকখানি বল পাবো ।

অনাদি বললে,—নিশ্চয়.....

পৰেৱে দিন সকালে স্নানাহাৰ সেৱে বন্দুক-রিভলভাৱ এবং আৱো বহু
প্ৰয়োজনীয় তোড়জোড় সঙ্গে নিয়ে দুজনে বেৱলো ট্ৰেণে চড়ে...

টেণ এসে থামলো লেড়াঙ ছেশনে। দুজনে ছেশনে নামলো।

লেড়াঙ ছোটু ছেশন। ছেশনের নীচে ছোটু থাল। থালে অনেক ডিঙি।
একখানা ডিঙি ভাড়া করে দুজনে থাল ধরে এলো সমুদ্রের মোহনায়।

সমুদ্র এখানে বহু-বিস্তীর্ণ দেহকে সন্তুষ্টিত করে শীর্ণ-প্রবাহে বয়ে
চলেছে। প্রবাহ শীর্ণ হলো তার বুকে উচ্ছল তরঙ্গ !...

ডিঙি ছেড়ে জেলেদের নৌকোয় চড়ে দুজনে সাগর পার হয়ে কাম্পঙ.
ধীপে বনের ধারে অবর্তীর্ণ হলো।

বেলা তখন দুপুর। মাথার উপর রোদ চড় চড় করাছে।

এধারটায় লোকজনের বসতি নেই। বিশাল বন। গাছে গাছে গায়ে
গায়ে নিশে নিরঙ্গ জমাট হয়ে আছে। বনকুলের উগ্র গন্ধে বাতাস
ভারাক্রান্ত—মৌমাছির বিপুল ভিড় !

সুহাদে বললে,—এ বনে ভারী সাবধানে চলতে হবে। গাছে-গাছে
গোচাক...অসাবধানে সে-চাকে যদি হাত লেগে যায়, তাহলে আর বাঁচতে
হবে না !

মুঢ় নয়নে অনাদি-রৌদ্রস্নাত বনের শোভা দেখছিল।...সুহাদের কথায়
সামনে নজর পড়তে দেখে, সত্যি ! সামনেই হ'চারটে বড় গাছ। সে
গাছের ডালে প্রকাণ্ড গোচাক। তার বহর এত বড় যে দেখলে মনে হয়,
যেন একটা দৈত্য ডালে পা লটকে প্রকাণ্ড কালো মাথাটা জমির দিকে
ঝুলিয়ে দোল থাচ্ছে !

অনাদি বললে—সাপথোপও খুব আছে ?

সুহাদে বললে—নিশ্চয়।

অনাদির মনে হলো, সুহাদে ঠিক কথা বলেছিল,—এবারে যে বেড়া,
তা শুধু কাঁটায় কাঁটা নয়, সে কাঁটার বেড়ার গায়ে-গায়ে আগুনের লেপিহান্-

শিখ ! নিজেকে অপ্টিমিষ্ট বলে বড় দর্প করছিল...দর্পহারী মধুসূদন সে কথা শুনে যেন এই পথে তাদের পাঠিয়ে দেছেন...

অনাদি বললে—এখানকার এ-সব মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে লোকজন আসে ?

সুহাদে বললে—যদি মধুসংগ্রহ করতো, তাহলে দেশে অনেক টাকা আমদানি হতো, বন্ধু ! ভগবানের এ দান পড়ে-পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আমাদের জাতটা চিরকালের আলঙ্গ আর ছোট-খাটো তৃপ্তি নিয়ে পড়ে আছে... বাইরের দুনিয়ার কোনো খপর রাখে না। এ মধু যে তাদের কি সম্পদ এনে দিতে পারে, সে সম্বন্ধে এদের কোনো আইডিয়া নেই !

অনাদি বললে—বলো কি বন্ধু ! এবং এ-মধু-সংগ্রহের জন্য আজ পর্যন্ত বিদেশী বণিকরাও মাথা ঘামায় নি ?

সুহাদে বললে—এখান থেকে মধু নিয়ে যেতে কি খরচ, সেটা ভাবচো ? প্রথমতঃ এ-পথে কোনো-লাইনের জাহাজ আসে না। এ-মধু নিতে হলে বিদেশী-বণিককে আসতে হবে বলিদ্বীপ যুরে বহু সাধনা করে। তাছাড়া শুধু মধু কেন, বনে যেতে-যেতে দেখবে, এ-যুগের বাণিজ্য-ব্যাপারের কি উপাদানই না পুঁজিত হয়ে আছে !...আমার এ-উদ্ঘোগ কেন ? লেখাপড়া শিখে এ-দেশে স্কুল খুলবো, পণ করেছি। লেখাপড়া সকলের পক্ষে compulsory করবো। মেয়ে-পুরুষ সকলের পক্ষে। তাহলে দুনিয়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় হবে এবং মিল-কারখানা খুলে দেশ ধন্ত হবে—সকলে আলঙ্গ ত্যাগ করে' সত্যিকারের মানুষ হবে !

অনাদির মনে হলো, স্বাবীন দেশের মানুষ সুহাদে...লেখাপড়া শিখে সে লেখাপড়া সার্থক করে' তোলবার দিকে কি তার আগ্রহ ! কতখানি তার আশা ! আর অনাদি...? হায়রে, তার জাত বিশ্ববৃক্ষিতে অগ্রণী হলেও তুচ্ছ চাকরির মোহে মুক্ষ হয়ে পড়ে আছে ! অনাদির বাঙ্গলা \

দেশেও বহু-বিস্তীর্ণ জমি এমনি পড়ে আছে ! রামপ্রসাদের গান মনে
পড়লো,—আবাদ করলে ফলতো সোনা !

কিন্তু সে-সোনার দিকে কারো নজর নেই ! দাসত্ব করে' ছটো
তামার পয়সা পেলেই তাতে পরিতৃপ্ত হয়ে বিদ্বান-বৃক্ষিমান বাঙালী নিঃসাড়ে
পড়ে থাকে !...

সুহাদে বললো—এসো...ফাঁক খুঁজে খুঁজে যেতে হবে...এবং খুব সতর্ক
হয়ে...কত জন্ম-জানোয়ার এসে সামনে উদয় হবে, কিছু ঠিক নেই !...

দুজনে চললো । কাঁটায় পা ছড়ে যায়...লতায়-পাতায় প্রতিপদে গতি--
রোধ হয় ।...কোথাও রাশি-রাশি মশা-মাছি দশদিক থেকে দুজনকে
ঘিরে বিপর্যস্ত করে দ্বায়...কোথাও বা খানিকটা মুক্ত প্রান্তর...গাছে-
গাছে পাথীর গানে দেহ-মনের শ্রান্তি-অবসাদ বিরাট আনন্দে মিলিয়ে
অদৃশ্য হয়...

চলে' চলে পথ আর ফুরোয় না । অনাদির মনে দ্বিধা জাগলো ।
সে বললো—শুনচো বক্স ?

সুহাদে বললো—বলো...

অনাদি বললো—এ-পথে যে চলেছো, কোথায় পৌছুবে, শুনি...

সুহাদে বললো—এ-বনে মাঝে মাঝে বসতি আছে ।...খণ্ডিত পেলে
দেশের খপর পাবো । তাছাড়া সেখানে জানতে পারবো, কোথায় এসেছি ।
তা জানতে পারলে আমাদের goal ঠিক করে নেবো ।

/ অপরাহ্ন-বেলা ক্রমে সক্ষ্যার দিকে গড়িয়ে পড়লো । বনে এ যে

আলোর প্রবেশ নেই... তার উপর আসন্ন সন্ধ্যায় বন ঘেন থম্থমে অস্পষ্ট
হয়ে উঠলো।

হঠাৎ অনাদির হাত ধরে টেনে অতি মৃদু স্বরে সুহাদে বললে—ছপ্...

অনাদির গায়ে দিলে কাঁটা...

পাঁচ-মিনিট স্তম্ভিত নিঃশব্দতা ! অনাদি চারিদিকে তাকাতে লাগলো।...

সুহাদে বললে—মন্ত একটা সাপ... এ-গাছ থেকে ওগাছে গেল... যদি
এগুতে, ছোবল দিত...

অনাদি শিউরে উঠলো। বললে—কৈ ?

অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুহাদে বললে—ঐ...

সে-নির্দেশ অমুসরণ করে' অনাদি দেখে, ইয়া মোটা এক সাপ... তার
পুচ্ছটা সামনের এক গাছের ডাল বয়ে এদিকে এগিয়ে চলেছে... সাপের মুখ
সে দেখতে পেলে না... তবে পুচ্ছ দেখে সাপের দেহ-সন্দকে বে-ধারণা
নিঃসংশয়ে মনে জাগলো, তাতে সে কেঁপে উঠলো ! অনাদি ভাবলে, সামনে
আসন্ন রাত্রি... এ-রাত্রে কাঁহাতক সাপের মুখ থেকে সুহাদে রক্ষার ব্যবস্থা
করবে !

অনাদি বললে—রাত্রে কি হবে ?

সুহাদে বললে—ভয় নেই। পথ পেয়েছি...

—তার মানে ?

সুহাদে বললে—যে-পথে চলেছি, দেখচো না ছোট ছোট গাছপালার
ডালপালা মাটীতে মাথা মিশিয়ে ছুয়ে পড়ে আছে... তা থেকে বুঝতে পারছি,
লোক চলে' চলে' এ-সব ছোট চারাগাছগুলোকে একেবারে ছুঁড়ে ছুইয়ে
দেছে...

অনাদি এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি—এখন এ-ব্যাপার তার লক্ষ্য হলো।

নিরাশ-মনে আশা জাগলো...সঙ্গে সঙ্গে দেহের আন্তি-অবসাদের মাত্রা
কমলো।

দুজনে চলতে লাগলো...

পথ এমন দুর্গম যে একশে গজ পথকে মনে হয় যেন দশ-বারো
মাইল !...এ-পথের কোনো ধারণা অনাদির মনে ছিল না...সে চলেছিল
সুহাদের পিছনে বন্তের মতো ! চিরদিন যে-শক্তির গর্ব-আফালন
করেছে, সে-শক্তির উপর পদে-পদে সন্দেহ জন্মাচ্ছিল...অবিশ্বাস
জাগছিল !

আর ঘটাখানেক পরে অন্ধবারে দিক্ব্লাস্ত হয়ে দুজনে অবশ্যে এলো
ছেট একটী কুঁড়ে-বরের সামনে।

সুহাদে বললে—বলেছিলুম...এ-পথে আশ্রয় মিলবে।

আরামের নিশ্বাস ফেলে অনাদি বললে—বাঁচা গেল ! অন্ধকারে চোখে
কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আলোয় চোখ চললে এ-ভাব থাকবে না।
তোর হোক ! দেখবে, তোরের আলোয় এই বনে আমি আবার নতুন
মানুষ হয়েছি।

সুহাদে বললে—কালকের কথা কাল। আজ রাত্রে এই কুঁড়েয়ে বেশ
একটু জিরিয়ে নেওয়া যাবে'খন।

সুহাদে তার দেশী ভাষায় কুঁড়ের লোকজনদের ডাকলো। দুজন লোক
বেরিয়ে এলো...পুরুষ-মানুষ। একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, আর এক-
জনের বয়স বিশ-বাইশ বছুর...

সুহাদে তাদের সঙ্গে কি কথাবার্তা কইলো। তারা খুশী-মনে অভ্যর্থনা
করলো।

অনাদির পানে চেয়ে সুহাদে বললে—এমো ..

ভিতরে আঙ্গিনা। বেশ পরিষ্কার-পরিষ্কল্প। গৃহস্থামী কাটি-কুটো
জড়ো করে আগুন জাললো।

আলো দেখে অনাদির দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো।.....

এ মাটির ঘর ঘার, তার নাম বুবাটি। বুবাটির কাছে বিদেশী বলে'
দুজনে পরিচয় দিলে।

সুহাদে বললে,—কাম্পড়ে তার বাবা ছিলেন। পঁচ বছর সেখানে
কাঠের কারবার করেছেন। সে-কারবার ছিল ঝাম্পানে। সেজন্ত সুহাদে
এদেশের ভাষায় কথা কইতে শিখেছে।

রাত্রে আহারাদি করে স্বকৌশলে নানা প্রশ্নে দুজনে জেনে নিলে, রাজ্য
এখন নাওলির। নাওলি বসেছে সিংহাসনে। বুড়ো রাজা পারথ নাকি রাজা
ছেড়ে সম্রাম নিয়েছেন! বুড়ো-রাজার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে
কোথায় গেছে, তার কোনো পাত্তা নেই। ছেলের নাম সুহাদে। মেয়ের নাম
বণী। মেয়েটি একেবারে গোরা-মেজাজের....এদেশ তার ভালো লাগে না
বলে সে চলে গেছে বাঙ্গলা মুলুকে। নাওলি রাজা ভারী কড়া। যেখানে
যত জোয়ান পুরুষ আছে...ছেলে-বুড়ো...সকলকে হাতিয়ার নিয়ে তৈরী
হতে বলছে। বুড়ো রাজার ছেলে-মেয়েকে বন্দী করে যে তার কাছে নিয়ে
আসতে পারবে, তাকে দেবে জায়গীর এবং বহু ধন-বহু বথ্শিস!

সুহাদে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি করো যদি বুড়ো রাজার ছেলে
সুহাদে-যুবরাজকে দেখতে পাও?

বুবাটি বললে—নতুন রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাই।

—কেন?

বুবাটি বললে,—এ-বনে বড় কষ্টে আছি। জায়গীর টাকাকড়ি পেলে
একবার বরাত ফিরিবে নি।

সুহাদে বললে—সুহাদে যুবরাজ তো কোনো দোষ করেনি বাপু !
এ-রাজা জোর করে রাজ্য কেড়ে নিয়েছে—চোর-ডাকাতের মতো । তবু
একে মানবে ?

বুবাটি বললে—উপায় কি ? একে না মানলে জান্ থাকবে না যে !

সুহাদে বললে—যদি তোমাদের যুবরাজ ফিরে এসে লড়াই করে
রাজ্য আবার ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে তাকে সাহায্য
করবে না ?

বুবাটি বললে—রাজার সেপাইদের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠবো
কেন ?

সুহাদে বললে—আমরা জাতে নেপালী । ভয়-ডর জানি না । একা
হলেও তবু এ-হাতে হাতিয়ার ধরতে পারি । তোমাদের যুবরাজ ফিরে
এসে যদি এই ডাকাত-রাজার সঙ্গে লড়াই করে, জানের ভয় থাকলেও
আমি যুবরাজের দলে যোগ দেবো ।...যার হক, সে ভেসে যাবে
একটা ফলীবাজের চক্রান্তে ? অশ্র্য ! তোমরা এ জুলুম সহ করবে
কি বলে ?

বুবাটি বললে—আমি একা যুবরাজের দলে মিশলে যুবরাজের কোনো
সাত্ত হবে না, বাপু ।...মিছি-মিছি দাঙা-হাঙাম করে' শেষে কি জান্
খোয়াবো ?

অনাদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুবাটিকে লক্ষ্য করছিল...তাকে কোনো কথা
বলবে সে সামর্থ্য ছিল না...বুবাটি কি বলছে, বুবাটি না ! শুধু
এইটুকু উপলক্ষ্য করছিল যে, বুবাটির সঙ্গে সুহাদের মতের তফাঁ
চলেছে ।

সুহাদে বললে,—তুমি একা কেন ? ধরো, তোমাদের যুবরাজ এলে
দেশের সব লোক যদি তাঁর দলে যোগ দ্যায় ?

বুাটি বললে,—সবাই যদি ঘোগ দ্যায়, আমিই বা তাহলে দল-ছাড়া
থাকবো কেন?

সুহাদে অনাদির পানে চাইলো,—তাকে বুাটির মনস্তুকু দিলে
বুঝিয়ে।

শুনে অনাদি বললে,—এখন আত্মপ্রকাশ করা চলে না। আগে
বহুজনের মনের ভাব বোঝো।.. তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে, এ-লোক
রাজধানী থেকে অনেক দূরে বাস করে। রাজা, রাজ্য, রাজনীতি—এ-সবের
কিছু জানে না। শুধু জানে রাজ্য একজন রাজা থাকা চাই, আর থাকা
চাই সেই রাজার সৈন্যবল এবং অস্ত্রবল। কাজেই সিংহাসনে যে বসবে,
সৈন্যবল এবং অস্ত্রবলের দাপটে সে দুর্জয় হবে। অতএব তা নিয়ে
মেজাজ গরম করলে লাভ হবে না, মাঝে থেকে প্রাণটা ধাবার ভয়
থাকবে প্রচুর!

রাত্রিটা এইথানে এই কুঁড়েয় কাটিয়ে দুজনে সকালে আবার বনের পথে
পাড়ি শুরু করলে।

ବ୍ରାହ୍ମଦିଶ ପରିଚେତ

ମାରି ତୋ ହାତୀ

ବେଳା ପ୍ରାୟ ଛୁଟୋର ସମୟ ଛୋଟ ଏକଟା ବନ୍ତୀ ପାଓଯା ଗେଲ । ଦଶ-ବାରୋ
ଘର ଲୋକ ଏ-ବନ୍ତୀତେ ବାସ କରେ ।

‘ଶୁହାଦେ ସନ୍ଧାନ କରେ’ ଏ-ବନ୍ତୀର ମୋଡ଼ଲକେ ବାର କରଲେ ଏବଂ ନେପାଲୀ
ପରିଚୟେ ତାକେ ବଲଲେ,—ଆମରା ଦିଦେଶୀ ଲୋକ । ଜାହାଜ-ଡୁବି ହମେ ଏଥାମେ
ଏସେ ଉଠେଛି । ଆମି ନେପାଲୀ...ଲଡ଼ାଇ ଆମାର ଜାତ-ବାବସା । ଆର ଆମାର
ଏ-ମଞ୍ଜୁଟି ହଲୋ ରାଂରେଜ । ଏ’ଓ ଫୌଜେ କାଜ କରତୋ । ବଲତେ ପାରୋ
ବନ୍ଧୁ, ଏଥାନକାର ଫୌଜେ ଚାକରି ଘେଲବାର କୋନୋ ସମ୍ଭାବନା ଆଛେ ?

ମୋଡ଼ଲେର ନାମ ଅଗନ୍ । ଅଗନ୍ ବଲଲେ—ଖୁବ ସମ୍ଭାବନା ଆଛେ । ରାଜ୍ୟ
ଭାରୀ ଗୋଲମାଳ ଚଲେଛେ । ନୟା-ରାଜୀ ଏଥିନ ଶୁଦ୍ଧ ଫୌଜକେ ଜୋରାଲୋ କରତେ
ଚାର । ତାର ମାନେ, ବୁଡ଼ୋ ରାଜୀ ସମ୍ବ୍ୟାସୀ ହେବେ ଚଲେ ଗେଛେ...ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଛେ
ବିଦେଶେ । ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏସେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କେଡ଼େ ଥାଯ, ତାହିଁ ଏହି ନୟା ରାଜୀ ଚାର
ବେଶ ଏକଟା ଜୋଗୀ-ଦଳ ମୋତାଯେନ ରାଖିତେ...

‘ଶୁହାଦେ ବଲଲେ—କିନ୍ତୁ ତାତେ ତୋ ଶୁବିଧା ହେବେ ନା ! ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫିରେ
ଏଲେ ତୋମରା ତାକେ କି ବଲେ’ ଫେଲେ ଦେବେ ? ତୋମାଦେର ଫିରିବାଲେର ରାଜୀର
ଛେଲେ ତୋ !

ଅଗନ୍ ବଲଲେ—ଫୌଜଦାର ଚାକରୀ ଛେଡେ ଦେବେ...ନୟା-ରାଜୀ ନୟା ଫୌଜ-
ଦାର ନିଯେଛେ । ଏ ରାଜୀ ଭାରୀ ଶୟତାନ ! ମାନୁଷେର ପ୍ରାଣଗୁଲୋକେ
ପ୍ରାଣ ବଲେ ମାନେନା । ଧାଡ଼ି-ଜୋଗୀ ଯାକେ ପାଞ୍ଚେ, କ୍ଷେତ-ଥାମାର ଥେକେ

উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে... নিয়ে গিয়ে তার হাতে হাতিয়ার দিচ্ছে... তীর-ধনুক-শড়কী-লাঠি দিচ্ছে।

সুহাদে বললে—তোমাদের যুবরাজকে থপর নিয়ে তোমরা এখানে আন্তো না কেন?

অগন্ত বললে—কি করে থপর দেবো?... চারিদিকে নয়া-রাজার চর ঘূরছে। তাছাড়া যুবরাজ কোথায় আছে, তার ঠিকানা জানি না তো।

সুহাদে বললে—ধরো, যদি তোমদের যুবরাজ এখানকার এ-থপর পেয়ে নিজে থেকে এ-মুল্লকে ফিরে আসে?

অগন্ত চারিদিকে তাকালো, চোখছটো নিশ্চের জন্ত আক্রোশে বন্ধনক করে' উঠলো! তারপর কর্তৃপক্ষ মৃত্যু করে' সে বললে—তাহলে তাকে নিয়ে একবার ঝাঁপ দি নয়া-রাজার গ্রানাই কেন্দ্রের উপর...

সুহাদে খুশী হলো। অগন্তের পিঠ চাপড়ে সে বললে—সাবাস! কি জানো, আমরা হলুম নেপালী জাত... হিন্দু। অধর্মের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমরা জানের কেয়ার করি না। তার উপর আমরা জানি চিরদিনের যে-রাজা, সেই রাজাকে। ভুঁইফোড়-রাজার ভুঁড়ি আমরা কুকুরী দিয়ে ফেড়ে ফেলি!..

এ-কথায় সর্দারের চোখ আবার জলে উঠলো।

সর্দার বললে—তোমার কথাগুলি চমৎকার! তুমি যদি এমনি করে' বুঝতে পারো, তাহলে আমাদের অনেক বুনো বোকা ক্ষেপে উঠে বেঁধ হয় ও শয়তানকে সরায়!

সুহাদে বললে—কিন্তু শয়তানকে যে সরাবে, তারপর ও-গদিতে কাকে বসাবে?

সর্দার বললে,—কেন, আমাদের রাজার ছেলেকে।

— রাজার ছেলে কোথায় আছে?

—ওনেছি বাঙলা মুল্লুকে গেছে। খপর দিয়ে সেখান থেকে তাকে
আনাবো।

মনে সুহাদে আরো খুশী হলো। একবার মনে হলো, নিজের ছদ্মবেশ
খুলে ফেলে এখনি সর্দারকে বুকে চেপে বলে' ওঠে,—আমি...আমি...
আমি তোমাদের যুবরাজ, তাই সর্দার...

কিন্তু সে-কথা বলা হলো না। কে জানে, আনন্দের আতিশয়ে
সর্দার যদি ক্ষেপে ওঠে !...

সুহাদে বললে—জাহাজ-ডুবি হয়ে তোমাদের দেশে এসেছি।... এখন
এ-সব কথা মনে হচ্ছে, তোমরা যদি হাতিঘার ধরো, তোমাদের সঙ্গে
মিশে যাই।...কি জানো, আমরা হলুম লড়ায়ে-জাত...

সর্দার বললে—বহু আচ্ছা !—গাথো, আমি তাহলে একবার চর
পাঠিয়ে বনে-জঙ্গলে খানিকটা সাড়া তুলি...

সুহাদে বললে—আগে আমার বক্সুর সঙ্গে পরামর্শ করি। রাংরেজ
জাত...রাজাৰ নামে এখনি ক্ষেপে উঠবে'খন !...

অনাদিৰ সঙ্গে সুহাদেৰ পরামর্শ হলো।

অনাদি বললে—সর্দারেৰ চৰ যতটা সন্কান নিতে পাৱে, নিক...
আমৰাও চুপচাপ বসে না থেকে সন্কান নি, এসো...। ছদিক থেকে
হ'মল যদি জড়ো হয়, তাতে বেশী সময়ও লাগবে না।

এবং এমনি সন্ধান স্থিৱ কৱে' অনাদি আৱ সুহাদে মামুলি-ছদ্মবেশে
এবং ছদ্ম-পরিচয়ে জঙ্গল ভেদ কৱে' আরো দুৱে অগ্ৰসৱ হয়ে চললো।

হুদিল দুৱাত্ৰি পৱে একটা লোকালয়েৰ সন্কান মিললো। সন্ধ্যাৱ পৱ

এক চটিতে বিশ্রাম। রাত্রে শোবার সময় দুজনে মুখোশ খুলে শোয়।
সে-রাত্রেও শুয়েছিল...

গায়ে থপর রটে গেল, এক রাংরেজ আর এক নেপালী-সদাগর এসে
চটিতে উঠেছে...জাল-রাজাৰ দৌলতে বদমায়েসেৱ দল প্ৰশ্ৰয় পেয়েছিল,—
তাদেৱ মধ্যে একজনেৱ হাত সড়সড় কৱে উঠলো। সে ভাবলে, নিশ্চৱ
টাকাকড়ি সঙ্গে আছে... একবাৱ ঘৰতেন্দী নজৱ চালালে মন্দ হয় না!

নিশ্চৱ-রাতে সে এলো চটিতে চুৱি কৱতে। মাটীৰ দেওয়াল...
লোহাৰ কাঠি মেৱে সে-দেওয়ালে ইন্দ্ৰপথ-ৱচনা শক্ত হলো না এবং লোকটা
ঘৰে ঢুকলো।

ঘৰে আলো জলছিল। সে আলোৱ লোকটা দেখলে, কোথায় নেপালী!
কোথায় না রাংরেজ!

একজন...ও তো এদেশী ছোকৱা!...কোথায় গেল নেপালীটা?...

পা টিপে-টিপে সন্তুষ্পণে সে এলো একেবাৱে ঘুমস্ত সুহাদেৱ সামনে।...
চিনতে পাৱলো। বাঃ এ যে...ঠিক...না, কোনো ভুল নেই!

তাৱ মাথাৱ মধ্যে যেন সাৱা প্যাশিফিক-ওশান দুলে উঠলো... চিন্তাৰ
বিপুল উভাল তৱঙ্গ...তৱঙ্গেৱ পৱ তৱঙ্গ!.. তাৱি মধ্যে সে শিৱ কৱে
ফেললে, সামান্ত দু'চাৰ শো টাকা চুৱি কৱে কি দুঃখ ঘুচবে! তাৱ চেষ্টে
মাৰি তো হাতী, লুঠি তো ভাওৱা! নিঃশব্দে বেৱিয়ে পড়া যাক...
বেৱিয়ে মোজা একেবাৱে সৰ্দাৰ-গুপ্তচৱেৱ বাড়ী...এ থপৱ দিলে মোটা
বথশিস ...নগদ টাকা-কড়ি তাৱ উপৱ জমিজমা-জায়গীৰ খাণ্ডা হবে।

এমনি শিৱ কৱে' সে লোকটা নিঃশব্দে বেৱিয়ে পড়লো।

যেমন বেৱবে, তাৱ পা কেমন বেধে গেল। একটা শব্দ! সে শব্দে
অনাদিৱ ঘূম গেল ভেঙ্গে। সুহাদেৱ বেশ ঘুমোচ্ছে। সুহাদেকে না জাগিয়ে
অনাদি তাড়াতাড়ি রিভলভাৱ নিয়ে নিঃশব্দে বেৱিয়ে পড়লো।

বাইরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে ! বেরিয়ে অনাদি দেখতে পেলো,
রণ্পায় ভর করে' একটা লোক ড্রতগতিতে বনের পথ অতিক্রম করে
চলেছে উত্তর-দিকে ।...

তার মনে সন্দেহ জাগলো । সহসা ? গোয়েন্দা নয় তো ?...

এবং এ-প্রশ্ন মনে উদয় হবামাত্র চকিতে সে বাইসিক্ল বার করলে ।
চটির মালিকের একখানা পুরোনো বাইসিক্ল ছিল । সেই বাইসিক্ল বার
করে তাতে চড়ে সে ছুটলো রণপা-গোয়েন্দাৰ পিছনে ।

উচু-নীচু পথ—চিপি-চ্যালায় ভৱা ! বাইসিক্ল এখানে চলে না, বিশেষ
এমন মোরচে-ধৱা পুরোনো বাইসিক্ল ! কিন্তু উপায় কি ? ওরি মধ্যে
যথাসন্তুষ্ট কৌশলে বাইসিক্ল চালিয়ে অনাদি চললো ।

খানিকদূর গিয়ে দেখে, সামনে একটা জলা । লোকটা সেই জলাৰ ধারে
এসে দাঢ়ালো ।

বাইসিক্ল রেখে অনাদি সতর্কভাবে এলো বড় ঝোপের আড়ালে ।...
জুজনের মধ্যে তখন ব্যবধান বোধ হয় বিশ-হাত !

অনাদির হাত শুড়শুড় করে উঠলো । একবার তাগ্ করে' দেখবে ?
শুলি না লাগে, শুলিৰ শব্দে লোকটা ভড়কে উঠবে তো !

শুণি ছুড়বে কি ছুড়বে না, অনাদি ভাবছিল । এবং তার ভাবনাৰ
মধ্য দিয়ে লোকটা রণ্পায়ে চড়ে জলা পার হয়ে গেল ।

অনাদি এবারে হতভম্বের মতো দাঢ়িয়ে রইলো ।...

কিছুক্ষণ তার বুদ্ধি রইলো যেন পাথৰের মতো সম্পূর্ণ নিশ্চল মৃক্ষিয় !
তারপৰ হঠাৎ দেখে, জলাৰ ধার দিয়ে উচু পাহাড়েৰ মতো একটা প্রাচীৰ
চলে গেছে ।...

বাইসিক্ল ফেলে অনাদি সেই প্রাচীৰেৰ উপৰ উঠলো । জ্যোৎস্নার
আলোয় ঝোপ-ঝাপ ফুঁড়ে বতখানি দেখা যায়, লোকটাৰ কোনো চিহ্ন নেই !

এমেক দৃঢ়ে



...তাৰা বণ-পায় চড়ে' চললো... ২০ পজ্জা

কোথায় গেল ?...

অনাদি ফিরলো না । সামনে দু'চোখে দেখে যেদিকে যাওয়া
চলে, সে চললো...

চলে-চলে' একটা মুক্ত প্রান্তরের বুকে এলো...

খুব শ্রান্ত হয়েছিল । দূরে কতকগুলো ঘরের আব্ছায়া-মাটা
দেখা যায় ! নিশ্চয় বাড়ী !...সেই বাড়ী লক্ষ্য করে' অনাদি
এগিয়ে চললো...

বাড়ীর সামনে একজোড়া রণ্পা...অনাদি বুঝলো, লোকটা এইখানে
এসেছে ! ..

দেওয়ালে কাণ পেতে রইলো । ভিতরে মাছুষের কষ্ট শোনা গেল ।...
তারপর পায়ের শব্দ ।

অনাদি বুঝলো, কারা বাইরে আসছে । একজন নয়, দুজন নয়,
পাঁচ-সাত জন । দেওয়ালের ফাটলে যে-কোপ, সেই কোপের পিছনে
নিশ্চাস বন্ধ করে' কাঠ হয়ে অনাদি দাঢ়িয়ে রইলো...
দু'মিনিট...পাঁচ মিনিট...পনেরো মিনিট...

অনাদির বুকের মধ্যে শব্দ হচ্ছিল...কে বেন অবিবাম হাতুড়ি
পিটছে !

প্রায় বিশ-মিনিট পরে পাঁচ-সাত জন লোক বেরিয়ে এলো...সকলের
হাতে একজোড়া করে' রণ্পা...পিঠে একরাশ তীর...কাঁধে লাঠী, গুল্তি-
ধনুক আটকানো ।

বেরিয়ে তারা রণ্পায় চড়ে চললো...যে-পথে এতক্ষণ ধরে' অনাদি
এসেছে, সেই পথে !

অনাদি থানিকক্ষণ দাঢ়িয়ে দেখলো...তারপর বাড়ীর মধ্যে চুকলো।
একজোড়া রণ্পা কি মিলবে না ? ভগবান...ভগবান...
রণ্পা মিললো।

অনাদির মনে হলো, চীৎকাৰ কৰে একবাৰ বলে' ওঠে—বন্দে-
মাতৱ্য...

অসহ সংযমে এ লোভি সে সমৰণ কৱলো...কৰে' রণ্পায় চড়ে সেও
সেই লোকগুলোৰ পেছু নিলে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ঐ দেখা যায়

কিন্তু সাহস বা শক্তি থাকলেও এ পথে অনাদির সাধ্য কতটুকু !

অজানা পথ। সে-পথে কাঁটার ঝোপ, থানা-থোদল, জলা, ঢিপি-ঢাপা
.. তাৰ উপৰ রাত্ৰিকাল। আকাশে জ্যোৎস্না থাকলেও মনে এতখানি
হৃশিক্ষা বয়ে সে-আলোয় বনেৰ মধ্যে পথ ঠিক কৱা...সে কতখানি
হৃঃসাধ্য, অনাদি তা পদে-পদে বুঝছিল।

তবু তাৰ চলার বিৱাম নেই...কিন্তু আগেৰ লোকগুলো এমন
তৌৱেৱ বেগে বেরিয়ে গেছে...তাদেৱ হলো জানা পথ...কাজেই তাদেৱ
রণ্পাৰ দাগ ধৰে অনাদি যে ছুটবে, সে উপায় ছিল না।

বনের মধ্যে বেচারী দিশাহারা হয়ে পড়লো এবং সারা রাত্রিটা তার
কাটলো নিবিড় বনে নিরন্দেশ-পর্যটনে। মাটি বয়ে ছ'চারটে সাপ চলে
যায়...শিউরে অনাদি ভাবে, ভাগ্য মাটীতে পা না দিয়ে রূপায় ভর দিয়ে
চলেছে! কখনো নিষ্ঠক বনে পাতায় মর্মর-ধূনি জাগে...চোখ তুলে কোনো
কোথায় দূরে কি একটা জানোয়ার এমন চীৎকার তোলে যে অনাদি
ছ'এক মিনিট থমকে দাঢ়ায়...হাতে রিভলভার বাগিয়ে...

এমনি নিরন্দেশ-ভ্রমণে রাত পুইয়ে আকাশে ক্রমে তোরের আলো
জাগলো!...

দুর্বৃত্তগুলোকে হাতের নাগালে পাবে না, সে সমস্কে অনাদির মনে
বিলুপ্তি সংশয় রইলো না। তার উপর মনে নতুন আশঙ্কা জাগলো!
যদি এরা সেই চাটিতে গিয়ে থাকে? মুখোশ খুলে স্বহাদ্রে ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্ত
আরামে...যদি তার সেই মুখোশ-খোলা মুখ দেখে এরা চিনতে পাবে?
এবং চিনতে পেরে...

চিনতে পারলে কি যে এরা না করবে, ভেবে অনাদির গা ছম্হম্হ করতে
লাগলো।

কোনোমতে এ-পথ ও-পথ করতে-করতে স্থৰ্য্যের কিরণে সহসা তার
চোখে পড়লো তাল-বনের গায়ে ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের পাশে সেই বন্তী! একটা
তাল-গাছের গায়ে ছিল লাল নিশেন বাঁধা—সেই নিশেন দেখে চাটির
নিশানা পেলো...

চাটিতে এসে অনাদি দেখে, যা ভেবেছিল, তাই!

অগন্ত চাটিওলা বললে—নতুন রাজাৰ চৱেৱা এসে নেপালীকে ধৰে নিয়ে
গেছে। বলে, সে নেপালী নয়...মুখে মুখোশ এঁটে নেপালী সেজেছিল...
কোনো ফন্দীবাজ দুশ্মন...তাই রাজাৰ কাছে তাকে ধৰে নিয়ে গেছে।

অনাদির বুক ফেটে কান্নার সাগর ফুঁশে উঠলো ! রাত্রে অগনের কথা
শনে সে যা বুঝেছে...ভাবলো, কোনোমতে ব্যাপারখানা যদি একে বুঝিবে
দিতে পারে...হয়তো উপায় হবে ।

অনাদি তখন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নানা ভাষায় ব্যাপারটা অগনকে বুঝিয়ে
দিলে । বললে,—আরো লোক জোগাড় করো ! অস্তায়কে কেন
তোমরা মানবে ?

অগন বললে—উপায় আছে । একটু দূরে একদল ডাকাত থাকে ।
জাতে বাতাক । তারা টাকা চায় । টাকা দিলে তাদের যা বলবে, তাই
করবে ! তাদের হাতের তীর কখনো ফশ্কায় না !

অনাদি বললে—বেশ, এখনি আমি একশো টাকা দিছি । যদি
তোমাদের যুবরাজকে উদ্ধার করতে পারো, তারা যা চাইবে, আমি দেবো—
বথ্শিস ।

দেখতে দেখতে অগন অগ্নিমৃতি ধরে' জেগে উঠলো ! বললে,—এখানে
আমার জাত-ভাই যে কজনকে পাই, জড়ো করি । রণপা আছে...তাতে
চড়ে এখনি সকলে বেরিবো ।

নিম্নে নিস্তক্ষণ বাড়ি মোরগোলে ভরে হৈ-হৈ-বৈ-বৈ করে'
উঠলো । এবং প্রায় পঞ্চাশজন জোয়ান লোক রণপায় চড়ে হৈ-হৈ
শর্কে বেরিয়ে পড়লো !...

বাতাকদের বাস সেখান থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে...পশ্চিমে ।
মাটীর ঢিপিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা বাস করে । জন্ত-জানোয়ার
নিয়ে বেড়ায় ; সমুদ্রে মাছ ধরে । যদি কখনো এরা সন্ধান পায় কারো
ঘরে টাকা কড়ি আছে, চিশের মতো এসে ছো মারে । এরা ভারী নিষ্ঠুর ।

প্রাণে একবিন্দু মায়া-মহতা নেই। মশা-মাছি মারতে মাহুষ যেনন একমুহূর্ত
দ্বিধা বা চিন্তা করে না, তেমনি নিশ্চিন্ত নিঃসংশয়ে এরা মাহুষ মারে!
মারবার আগে একটিবার দ্বিধা করে না, আহা, মারবো কি?...

টাকা দিয়ে অগন্ত চকিতে এই বাতাকদের উন্মত্ত করে তুললো।

অগন তাদের বললে—এই রাংরেজ সাহেব আমাদের মোড়ল। ৮'
সকলে। রাজাৰ চৱ এসে আমাদের সাবেকী-যুবরাজকে ধরে নিয়ে গেছে...

টাকা পেয়ে বাতাকের দল তখন ক্ষেপে কৃথে উঠেছে। টাকার দামে
এরা চায় রক্ত! কে আর তাদের পাই? চোখা-চোখা অজস্র তীর বয়ে
নিয়ে বাতাকের দল অগনের নির্দিষ্ট পথ ধরে চললো...

অগন বললে—রাজাৰ বাড়ী যেতে হবে। সেই পথ ধরি। এরা
যুবরাজকে নিশ্চয় সেইখানে নিয়ে গেছে ..

বন-জঙ্গল ভেঙ্গে মাড়িয়ে চললো এই বুনোৱ দল।

অনাদিৰ বুকেৱ মধ্যে কেবল এক চিন্তা...মুহাদে বস্তু, আমাৰ
বেহেশিৱাবীৰ জনুই আজ তোমাৰ এ নিগ্ৰহ! ভেবেছিলুম, মুখে
মুখোস এঁটে সবাৱ চোখে ধূলো দিয়েছি! কেন যে এদেৱ পিছনে
ছুটেছিলুম! অন্ততঃ তোমাকে জাগিয়ে রেখে বদি বেকতুম!

এমনি নানা চিন্তা তাৱ বুকেৱ মধ্যে যেন ৰড় তুলে দেছে! সে-ৰড়ে
সারা পৃথিবী ধেন ছেয়ে গেছে! কোথায় চলেছে, কোন্ পথ ধৱে—অনাদিৰ
সেদিকে তিলমাত্ৰ লঁশ ছিল না!

সন্ধ্যাৱ সময় সকলে এসে একটা গ্ৰামে পৌছুলো। বন কেটে সাফ
কৱে বহু লোকজন এখানে বসতি রচনা কৱেছে...

অগন্ত গিয়ে তাদেৱ একজনেৱ সঙ্গে দেখা কৱলে...

প্ৰায় আব্যণ্টা ধৱে' অনেক কথা হলো...এবং একষণ্টাৱ মধ্যে সাৱা

গ্রাম তীর-ধনুক সড়কী-লাঠি হাতে অগনের সামনে এসে দাঢ়াঁজো...সকলের
মুখে বিপুল কলরব !

অনাদিকে ডেকে অগন বললে—একটু দূরে নদী...ডিঙ্গি পাবো দশ-
বারোখানা মাত্র। নদীতে কুমীর আছে। এক-একটি ডিঙ্গিতে দুজন করে
লোক পার হতে পারে।

অনাদি বললে—তুমি যা বলবে, তাই হবে।

হৈ-হৈ শব্দে নদী পার হয়ে ওপারে এক বনে গিয়ে সকলে উঠলো।
লোকজন সব কাঠ ভেঙ্গে তাতে পাথর টুকে আগুন জেলে মশাল জালালো।
এবং সেই মশাল-হাতে আবার রৈ-রৈ শব্দে ক্ষ্যাপার মূর্তিতে বনপথে
অগ্রসর হলো।...

অনাদি ভাবলে, এত লোক যে এই আরাম-বিরাম, প্রাণের মাঝা ছেড়ে
মরণের সামনে ছুটে চলেছে...এ-জাতকে আমরা বলি অশিক্ষিত, অসভ্য !...
নিজের দেশের কথা মনে পড়লো। রাত্রে শব-দাহ করবার জন্ত ডাকতে
গেলে র্যাপার মুড়ি দিয়ে যারা বলে, ইনফ্রুমেঞ্জা থেকে সত্য উঠেছি তাই...
এদের তুলনায় তারা কি মানুষ !

মাঝ-রাত্রে বনের মধ্যে একটা পোড়ো ঘর দেখা গেল।...

অগন বললে—এ-রাতটা এইখানেই কাটানো যাক !

লোক-জন কিন্তু প্রচণ্ড উৎসাহে তখন উন্নত !

অনেক দূরে

তারা বললে,—না। একদম রাজবাড়ীর সামনে গিয়ে দাঢ়াবো... তার
আগে নয়।...

এই কথা বলে' সকলে চললো।

বেলা আটটায় বনের শেষে একটা সরাই মিললো।

অগন্ত বললে,—সকলে কিছু খেয়ে নাও।

অনাদি টাকা-কড়ি সব সঙ্গে এনেছিল। অগনের হাতে সমস্ত টাকা-কড়ি
সে দিতে গেল।

অগন বললে—পয়সা রেখে দাও সাহেব। এ-বনে এত ঝুকমের গাছ
আছে...কি চাও, বলো? আনারস, লেবু, খেজুর, তাল, নারকেল,
আঙুর ...?

সত্য! মা-অন্নপূর্ণা এই বনের মধ্যে অপরূপ ভাঁড়ার সাজিয়ে বসে
আছেন!...এ-সব ফল গাছে ফলে; গাছে ফলে' সবার চোখের অড়ালে
শুকিয়ে যায়! খাবার লোক নেই...

সরাইয়ে ভাত মিললো...

অনাদি বললে—সোনার দেশ...

অগন বললে—আমরা অঙ্ক, সাহেব!... যুবরাজের দৌলতে আজ

কুড়েমি ছেড়ে এত দৌড়োপ করছি, এমনটি আমি জগ্নি-ইন্স্ট্রুমেন্ট কথনো
এর আগে করিনি !

অনাদি বললে—এত শক্তি নিয়ে চুপচাপ বসে আছো অগন !

আহাৰাদি সেৱে আবাৰ পাড়ি সুৰু হলো...

কি অপৰাপ দৃশ্য-বৈচিত্ৰ ! অনাদি ভাৰলে, যদি ক্যামেৰা থাকতো,
ছবি তুলে নিয়ে যেতুম...কলকাতা সহৱ এ-ছবি দেখে মুঢ় হতো !... তুলি
ধৰতে জানলে এই বন-পৰ্বতেৰ এমন ছবি আঁকতুম যে যুৱোপ-আমেৰিকাৰ
সৌথীন স্তৰী-পুৰুষ এদেশ দেখতে তখনি ছুটে আসতো !...

আৱো একটা দিন এবং একটা রাত্ৰি কাটলে ভোৱেৰ বেলায় সকলে
এলো আৱ-একটা গ্ৰামে। এ-গ্ৰামখানি ওৱি মধ্যে একটু সমৃদ্ধ। কাঠেৰ
বাড়ী-ঘৰ আছে। বাজাৰ আছে। গ্ৰামেৰ কোলে ছোট নদী...ছ-চাৰখানা
ডিঙ্গিতে মালপত্ৰ বোৰাই হচ্ছে...

অগন বললে---এটা হলো রাজধানী। নদীৰ ঘাট থেকে পাঁচ ক্রোশ
দূৰে রাজ-বাড়ী।

ঘাটে জনকয়েক লোক জমেছিল...

অগন তাদেৱ কাছে গেল।

এবং বেলা প্ৰায় নটায় এখন থেকেও পঞ্চাশ-ষাটজন কামিন-
পশাৱী তাদেৱ দলে ঘোগ দিলে। তখন পুৱো দলটিকে ডেকে অগন বললে

—যুবরাজকে ধরে নিয়ে গেছে। খপর শুনে তিনি এসেছিলেন কলকাতা
থেকে চোরাই-গদি দখল করতে।... আমরা আজ চোর-রাজা'র ঘাড় ধরে'
তাকে বাঁর করে দেবো দেশ থেকে। এসো, কে আমাদের দলে আসবে!
হৈ-হৈ শব্দে সকলে বললে,—আসবো...আসবো!

পায়ে-চলা সক পথ। মাঝে-মাঝে দু-চারখানা ঘর। ঘুম ভেঙ্গে লোকজন
হাই তুলে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে।...বেরিয়েই পথে প্রকাণ্ড ভিড় দেখে
সব অবাক ! অৱগন চলেছে চীৎকার করে—জয় যুবরাজের জয়...

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটা মোড়ের বাঁক...দূরে দেখা গেল মন্ত্র
কাঠের বাড়ী। ছাদে চূড়ো।

অনাদি বললে—তৌর ছুড়ে জানিয়ে দিই, আমরা এসেছি।

অগন বললে—না...তাহলে সাবধান হতে পারে। তা নয়...
বাহিনী-শুল্ক নিঃশব্দে গিয়ে একেবারে শরতাননের ঘাড়ে পড়বো...

কাঠের পুরী নিষ্কৃত। ঘরে আলো জলছে। খোলা জানলা দিয়ে সে
আলো বাইরে এসে পড়েছে...

চারিদিক থেকে সকলে মিলে নিঃশব্দে রাজপুরীতে ঢুকলো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছন্দ

টাক্সি

এবার একবার রাতু সাহেবের সংবাদ নি ।

সিঙ্গাপুরে অনাদি এবং সুহাদে নেমে গেলে রাতু সাহেব চলেন
যবন্ধীপের পথে ।

এবং কোথাও বিশ্রাম না করে তিনি সেমারাটে এলেন ।
সেমারাটে তাঁর পরিচিত বহু বন্ধুর বাস । একদিন এখানকার স্কুলে হেড-
মাস্টারী করেছিলেন । স্কুলের ছেলেদের সামনে কোনদিন যও বা অমর্কের
মৃত্তিতে দাঢ়ান নি—তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন । স্কুলে ডিবেটিং
ক্লাব থুলে ছেলেদের মধ্যে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা-বিস্তারে যে প্রয়াস পেয়ে-
ছিলেন, তার ফলে তাঁর ছাত্রেরা আজ বেশ মানুষের মতো মানুষ হয়েছে ।
ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ে নেমেছে ; কতকগুলি ছাত্র বড়-বড়
সরকারী কাজ পেয়েছে এবং কালের ছন্দে তাল রেখে সকলের মন
উদার ভাবে গড়ে উঠেছে ।

রাতু-সাহেব আসিয়া উঠিলেন হতঃয়ের গৃহে । এখানে আসিয়া ছদ
বেশ তাগ করিয়া স্ব-ক্লাপে দেখা দিলেন ।

হতঃ জাতে চীনাম্যান । তবে চীনের মাটী কখনো দেখে নাই ।
সেমারাটে তার জন্ম এবং এই সেমারাটেই তাদের তিন-পুরুষের বাস ।

হতঃয়ের মন্ত কারবাৰ। চিনি, কফি, রবাৰ এবং চামড়াৰ কাৰখানা। তাৰ অধীনে অনেক লোক কাজ কৰে। দেশে হতঃয়ের যেমন খাতিৰ, তেমনি প্ৰতিপত্তি।

ৱাতু-সাহেবকে পাইয়া হতঃ ঠাকে একেবাৰে শিরোধৰ্য্য কৱিয়া বসিল। বলিল—আপনি তো স্তৱ কলকাতায় বাস কৱছেন। দু মাস আগে আমাৰ এক পিস্তুতো ভাই আচিন কলকাতা থেকে ফিৰেছে; সে এসে বললে, আপনাৰ সঙ্গে সেখানে নিউ মার্কেটে তাৰ দেখা হয়েছিল। সেখানে কামপঙ্গের যুবরাজেৰ গার্জেন-টিউটৰ হয়ে আছেন!

ৱাতু-সাহেব বলিলেন—কথাটা সত্য। সম্পত্তি সে ছাত্ৰেৰ দাকুণ বিপদ। তাৰ নাম সুহাদে। সুহাদেৰ রাজা গেছে। বাপ-ৱাজাকে সিংহাসন থেকে সৱিয়ে তাৰ খুড়ো গদি দখল কৱেছে। তাতেও খুশী না হয়ে সুহাদেৰ আৱ আমাৰ প্ৰাণ নেবাৰ জন্ম কলকাতায় গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যবলে একটি বাঙালী বন্দুৰ কুপায় আমৰা প্ৰাণে বক্ষা পোৱেছি...

এ কথা শুনিয়া হতঙ্গেৰ দু'চোখ প্ৰায় কপালে উঠিল! সে বলিল—
বলেন কি স্তৱ ? তাৰপৰ ?

ৱাতু-সাহেব হতঃকে আনন্দপূৰ্বক সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া হতঃ বলিল,—আচ্ছা, দুদিন এখানে বিশ্রাম কৱুন। যুক্তি কৰে' এ ব্যাপারে সাহায্যেৰ ব্যবস্থা কৱছি। ১০০জানেন তো, আমাৰ চামড়াৰ কাৰখানায় বল বশ্বীজ কাজ কৰে। আসলে তাৰা বশ্বাৰ শান-জাত ! শানেৱা ডাকাতী আৱ লুটপাট কৰে বেড়ায়। বশ্বাৰ পুলিশেৰ তাড়া থেয়ে প্ৰায় পঞ্চাশ-ষাট দৱ শান এখানে আসে ! এখানে এসেও ডাকাতি-পেশা ধৰেছিল। কিন্তু ওদেৱ সৰ্দারেৰ একবাৰ তাৰী বিপদ ঘটে—তখন তাকে আমাৰ দ্বাৰা সহজে হতে হয়। আমি সেই সময়ে বলি,
দলশুল্ক যদি আমাৰ কাৰখানায় কাজ কৰতে চোকো, তাহলে তোমাদেৱ

বিপদ থেকে উক্তার করি, আর বাস করবার জন্য জায়গা-জমি দিতে পারি।
সে-কথায় তারা খুশী-মনে কারখানায় আসে। দিব্যি কাজ করছে।

রাতু-সাহেব বলিলেন—তাদের দিয়ে তুমি কি করতে চাও, বলো তো ?

হৃতং বলিল,—এদের যা দেহ...ইয়া হাতের গুলি...আর জবর সাহস।

হঁঃ—ওরা গিয়ে বুক করবে কি ? তা নয় ! সেখানে দল বেঁধে গিয়ে
ঐ শয়তান usurperটার ছটো কান ধরে তাকে গদি থেকে নামিয়ে
দেবে !...

রাতু সাহেব এ-কথার পর চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন,—
কিন্তু অত সহজে গদি দখল হবে না, হৃতং ! আমার দেশের লোকগুলো
লেখাপড়া জানে না তো ! গদিকেই তারা রাজা বলে মানে। তারা জানে,
গদিতে যখন নাওলি বসেছে, তখন নাওলিই রাজা। আর জানো তো,
এদের বিশ্বাস, রাজা আর দেবতা এক এবং অভিন্ন। কাজেই নাওলি
রাজার দিক ছেড়ে দাঙ্গা তারা করবে কেন ?

হাসিয়া হৃতং বলিল—আজ বিশ্রাম করুন। কাল আমার সঙ্গে
কারখানায় যাবেন'থন। গিয়ে শান্দের চেহারা দেখবেন,—দেখলেই
বুঝবেন, তারা যদি উক্তার দিয়ে বলে, গদি ছাড়ো—তাহলে কাণ মলবার
জন্য হাত বাড়াবার দরকার হবে না ! তোমার ঐ নাওলি-রাজা সুড়সুড়
করে' পালাবার পথ পাবে না !

রাতু সাহেব বলিলেন,—তা যদি হয়, তাহলে সে তো দেবতা'র আশীর্বাদ
বলে মনে করবো। না হলে লড়াইয়ের কথায় আমার আত্মকের সীমা
নেই ! নিজের দেশ...জ্ঞাতিবন্ধুর প্রাণ নিয়ে তাদের রক্তে দেশে নদীর
সৃষ্টি করলে সে ক্ষতি কখনো পূরণ হবে না।

হৃতং বলিল—নিশ্চয় ।...

হৃতংয়ের কথায় রাতু সাহেবের মন একটু শান্ত হইল, ছশ্চিন্তার মাত্রা

কমিল। ভাবিলেন, লোক-বল পাওয়া গেলে এ দুর্ঘৎ হইতে মুক্তি
পাইবার আশা হয়তো ছুরাশা হইবে না !

বৈকালের দিকে হতঃ বলিল,—বেরুবেন আমার সঙ্গে ?

বাড়ীর ফটকে রিক্ষ-গাড়ী মজুত ছিল। বাড়ীর রিক্ষ।

রাতু সাহেব বলিলেন—তুমি যাও। আমি পায়ে হেঁটে থানিকটা
যুরে আসি। চেনা-জানা বড় লোক আছে...দেখা করবো না ?

. হতঃ বলিল—বেশ। তাহলে তাই করুন।

রাতু সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। এখানে-ওখানে এ বাড়ী
ও বাড়ী ঘূরিতে রাত্রি প্রায় নটা বাজিয়া গেল। তখন রাতু সাহেব
হতঙ্গের গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

গলি-পথে না আসিয়া তিনি আসিতেছিলেন মার্কেট-পটীর পথ
ধরিয়া। পথ তেমন চওড়া নয়। পথের দুধারে একালের প্যাটার্নের বড়
বড় অফিস-বাড়ী ; অফিস-বাড়ীর মাঝে-মাঝে কানাতের চাঁদোয়া খাটানো—
মেই চাঁদোয়ার নীচে বিবিধ ছেটি দোকান।

চিনিপটীর ভিত্তির দিয়া চীনাজী ভরষ্টাট রোডে আসিয়া পৌছিবামাত্র
পিছন হইতে কে বলিল—রাতু সাহেব না ?

সে-স্বরে চমকিয়া রাতু সাহেব মুখ ফিরাইলেন। যা দেখিলেন,
বুকখানা তাহাতে ছাঁৎ করিয়া উঠিল !

টাক্ষি !

কোথায় ছিল টাক্ষি ? কি করিয়া তাঁর পাছু লইয়া এই জনহীন গথে
আসিয়া উদয় হইল ?

রাতু সাহেব বলিলেন—টাক্ষি বে !

মুখে অভিসন্ধি-ভরা হাসি...টাক্ষি বলিল—হ্যাঁ সাহেব। ঠিক চিনতে
পেরেছেন তো !

রাতু সাহেব বলিলেন,—কোনো দরকার আছে ?

প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ রহিলেন...সামনে যতদূর দৃষ্টি যাই,
দেখিলেন, কোনো পথিক এ পথে আছে কি না ।

কেহ নাই !

হ' ধারে বড়-বড় দোকান । এ সব দোকান রাত্রি আটটায় বক
হয় । দোকানের লোকজনের মধ্যে হ-চারজন কর্মচারী এবং ভৃত্য-পিয়ন
মাত্র দোকানে থাকে ; অপরে বাড়ী চলিয়া যায় ।

টাঙ্কি বলিল—এখানে চীনামান্ত সেজে বাই হননি যে ?

রাতু সাহেব বলিলেন,—এখানে চীনা সাজবার দরকার নেই । তার
কারণ এটা ইংরেজের রাজ্য নয় যে আত্মরক্ষার জন্য রিভলভার রাখতে হলে
পুলিশ-লাইসেন্সের দরকার হবে !

কথাটা বলিয়া তিনি পকেটে হাত পুরিয়া দিলেন । পকেটে রিভলভার
ছিল না । অভিনয় করিলেন । অভিনয় দেখিয়া টাঙ্কি ভাবিবে, পকেটে
নিশ্চয় রিভলভার আছে !

টাঙ্কি বলিল—কিন্তু ও-রিভলভার পকেট থেকে বার করবার অবসর
যদি না পান...

কথার সঙ্গে টাঙ্কি একেবারে বায়ের মতো ঝাঁপ দিয়া রাতু সাহেবের
ঘাড়ে পড়ল । অতর্কিত আক্রমণে রাতু সাহেব পথে পড়িয়া গেলেন ।

হুজনে দাক্রণ ধস্তাধস্তি চলিল । রাতু সাহেব প্রাণপনে লড়িতে
লাগিলেন । তাঁর মনে পড়িতেছিল ঈশপের লেখা সেই কুকুর — বিড়ালের
গল ! দৌড়ে কুকুরকে বিড়াল হারাইয়া দিয়াছিল—বিড়ালকে প্রাণ বাঁচাইবার
জন্য দৌড়িতে হইয়াছিল, তাই । রাতু সাহেবকেও এখন প্রাণ বাঁচাইতে
হইবে ! সে-গল মনে করিয়া রাতু সাহেব কোথা হইতে দেহে যেন
সিংহের বল পাইলেন...

ଅନେକ ଦୂରେ

କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ପେଶାଦାର ଗୁଣ୍ଡ—ତାର ନାମ କୌଶଳ ଜାନା ଆଛେ ! ରାତୁ
ସାହେବ ତାର ସଙ୍ଗେ ପାରିବେଳ କେନ ?

ଦୁ'ଚାର ମିନିଟ ପରେଇ ତାଁର ଦେହ ଶ୍ରାନ୍ତ ହଇଲ । ତଥନ ଟାଙ୍କି—ଦୁ ପାଣ୍ଟା
ଜୋର ପାଂଚ ମାରିଲୁ...ରାତୁ ସାହେବେର ଚୋଥେର ସାମନେ ଆଲୋ ଗେଲ
ନିବିଯା !

ଚୋଥେ ଆବାର ଆଲୋ ଫୁଟିଲେ ତିନି ଚାହିୟା ଦେଖେନ, ଏକଥାନା ଡିଙ୍ଗିତେ
ପଡ଼ିଯା ଆଛେନ...ହାତ-ପା-ବୀଧା । ଡିଙ୍ଗି ଚଲିଯାଛେ ! ମାଥାର ଉପର
ଆକାଶ...ଆକାଶେ ଏକଫାଲି ଚାଁଦ । ହ'ପାଶେ ସନ ବନ । ଚାରିଦିକ
ନିଥର ନିଷ୍ପନ୍ଦ !

ରାତୁ ସାହେବ ଭାବିଲେନ, ମିଥ୍ୟା ଆଶ !

ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତା ! ସେମାରାଙ୍ଗେ ଆସିଯା କେନ ଯେ ନିଜେକେ ଏମନ ନିରାପଦ
ଭାବିଲେନ !...ନିରାପଦ ଭାବିଯା କେନ ସେ ଛନ୍ଦାବରଣ ଥୁଲିଲେନ !

କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦାବରଣେ ନିରାପଦ ଥାକିତେନ ନା । ଟାଙ୍କି ତୋ ସେ ଛନ୍ଦବେଶ
ଚିନିଆଛିଲ ! ନା ଚିନିଲେ ଛନ୍ଦ ଚୀନାବେଶେର କଥା ତୁଲିଯା ତାମାସା
କରିବେ କେନ ?

ଏଥନ ଉପାୟ ?

ନାହିଁ !

ବେଚାରୀ ଶୁହାଦେ ! ତାଁର ପ୍ରାଣ ସଦି ସାଯ, ସାକ ! ଶୁହାଦେ ଯେନ ଧରା ନା
ପଡ଼େ ! ତାଦେର ଛନ୍ଦବେଶ ଯେନ ତାରା ନା ଥୋଲେ ! ମନେ ହଇଲ, ଦୁଜନକେ
ଏ ବିଷୟେ ସତର୍କ କରିଯା ଦେନ ନାହିଁ । କେ ଜାନେ, ସେଦେଶେ ତାଦେରୋ ସଦି
ଏମନ ବିପଦ ସଟେ !

ବୋଡ଼ଶ ପରିଚେଦ

ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ

ରାତୁ-ସାହେବେର ମନ ସେଣ ପାଥର ହଇୟା ଗିଯାଇଁ ! କତ ଚିନ୍ତା କରିବେନ ?
କୋନ୍ ଦିକ ଦିଯା କିମେର ବା ଚିନ୍ତା ? ଚିନ୍ତା କରିଯା କୋନୋ ଲାଭ
ନାହିଁ !

ରାତୁ-ସାହେବ ଚକ୍ର ମୁଦିଲେନ ।

କତକ୍ଷଣ...

ଏକ-ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଣ ଏକ-ଏକ ଯୁଗ !...

ମାଥାର ଉପର ରାଶି-ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର...ସୁର ଆକାଶେର ଗାୟେ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍ଗଳା ସେଣ
ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅପଲକ ନେତ୍ରେ ନୀଚେ ଏହି ଜଲେର ବୁକେ ଡିଙ୍ଗିର ପାନେ ଚାହିୟା
ଆଛେ...ଡିଙ୍ଗିର ବୁକେ ରାତୁ-ସାହେବେର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କି ସଟେ, ସେଣ ନିର୍ମିଷେ ନାହିଁ
ତାହାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିତେଛେ !

ଅନେକକ୍ଷଣ...

ରାତୁ-ସାହେବେର ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ସେଣ ବଜ୍ରଗର୍ଜନ ଚଲିଯାଇଁ...ଏକ ନିମ୍ବେର
ଜନ୍ମ ସେ-ଗର୍ଜନେର ବିରାମ ନାହିଁ !...

୧୯୮୫

ହଠାତ୍ ଟାଙ୍କି ଏକଟା ବିକଟ ଆର୍ଟ ରବ ତୁଲିଲା । ଚମକିଯା ରାତୁ-ସାହେବ ଚୋଥେ
ଖୁଲିଲେନ । ଚୋଥ ଖୁଲିଯା ଦେଖେନ, ଲଗି ଫେଲିଯା ଟାଙ୍କି ଡିଙ୍ଗିର ବୁକେ ଉଠିଯା
ଦୀଙ୍ଗାଇଯାଇଁ ।

অনেক দূরে

হোক দুশমন, রাতু-সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছে টাঙ্কি ?

ভীত কল্পিত ঘরে টাঙ্কি বলিল—বায়।

বায় রাতু সাহেব হাত-পা-বাধা অবস্থায় যতদূর চাহিয়া
দেখিলেন, বাঘের কোনো চিহ্ন দেখিলেন না ! বলিলেন,—কোথায়
বায় ?

টাঙ্কি কহিল—ঐ ঘোপের আড়ালে। বোধ হয়, জল খেতে এসেছিল...
জল খেয়ে চুপচাপ বসে আছে।

রাতু সাহেব কহিলেন—তাহলে ভিঙ্গি ফেরাও...

টাঙ্কি কহিল—ভয়ে আমার হাত কাপছে ! সঙ্গে অন্তর নেই...
স্বোত্তের মুখে ডিঙ্গি ঐদিকে ভেসে চলেছে।

রাতু সাহেব বলিলেন—বাঘের পেটে যাওয়া তো ঠিক হবে না।
আমার বাঁধন খুলে দিলে লগি ঠেলে আগি না হব ডিঙ্গি ফেরাই...

টাঙ্কি ভাবিল, দোষ কি ? এ-বনে রাতু সাহেব কোথায় পলাইবেন !
জলে ঝাপ দিয়া ? কিন্তু এদিককার খালে-বিলে অজস্র কুমীর আছে।
দিই রাতু সাহেবের বাঁধন খুলিয়া ! বাঘের গ্রাস হইতে বাঁচিবার চেষ্টা
চলিবে তো ! তারপর বাঁচিয়া থাকিলে রাতু-সাহেবকে আবার বন্দী
করিতে কতক্ষণ !

টাঙ্কি বলিল—বেশ, বাঁধন খুলে দি। তারপর এই নিন্ম লগি।

সে রাতুসাহেবের বাঁধন খুলিয়া দিলে রাতু সাহেব লগি লইয়া ডিঙ্গির
গতি কুকু করিলেন ; তারপর ডিঙ্গি ফিরাইলেন... যেদিকে বায় ছিল,
ঠিক তার বিপরীত দিকে।

ওদিকে শুষ্ক পাতায় সুম্পঁষ্ট খশখশ শব্দ উঠিল। নির্জন বন-তলে সে
শব্দে ভয় হয়...

টাঙ্কি বলিল—সাড়া পেয়েছে। বায় এইদিকে চেয়ে আছে।

চাপা গলায় রাতু সাহেব বলিলেন—কথা কয়ে না। গলার আওয়াজ
শুনে এগিয়ে আসবে।...

টাক্কি বলিল—কিন্তু ডিঙ্গি চলার শব্দ হচ্ছে যে...

রাতু সাহেব তেমনি মৃদু স্বরে বলিলেন—ভাববে, কুমীর চলেছে নদীর
বুক বয়ে...

লগির জোরে শ্রোত কাটিয়া ডিঙ্গি বিপরীত দিকে চলিল...

বেশী দূর বাইতে হইল না। পিছনে বাঘের গর্জন...

অকস্মাং এ গর্জন-রোলে রাতু সাহেবের হাতের লগি গেল জলে
পড়িয়া।...রাতু সাহেব বলিলেন—ঐ যাৎ...

সঙ্গে সঙ্গে লগি তুলিবার জন্য ধেনেন ঝুঁকিলেন, দেখেন, ডিঙ্গির পিছনে
পোড়া-কাঠের মতো কি একটা...পোড়া কাঠখানা ডিঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে
আসিতেছে...ডিঙ্গির পাঁচ-সাত হাত পিছনে...

রাতু সাহেব বুঝিলেন, পোড়া কাঠ নয়...কুমীর। কুমীরে তাড়া
করিয়াছে!

* ভাবিলেন, মন্দ নয়! ডিঙ্গির বুকে তাঁর ঠিক পাশে মানুষ
হৃশমন...আর ওদিকে ডাঙ্গায় বাঘ এবং জলে কুমীর! ভাবিলেন, ইহাদের
একজনের মুখেই এ জীবনের লীলা-শেষ!

আসলে মরণকে এই ত্রি-মূর্তিতে আসন্ন দেখিয়া রাতু সাহেবের বুকে
নিমেষে অযুত হাতীর-বল জাগিল! ভাবিলেন, প্রাণটাকে বাঁচানো প্রায়
অসম্ভব! অতএব একবার মরিয়া হইয়া দেহ-মনের সকল শক্তিকে জাগ্রত
করিয়া তোলা যাক...

অনেক দূরে

হয় এস্পার, না হয় ওস্পার...

চকিতে ঠাঁর মনে জাগিল উৎকট প্রতিশোধ-স্পৃহা ! কি দোষ ?
নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রাণে মারিবার জন্ম কোনো লোক যদি পশুর
মতো নৃশংস হয়...এবং তুচ্ছ দু'চারিটা টাকার লোভে,...সে-নৃশংসতা
তাহা হইলে পশুর মতো তাকে শীকার করা কিম্বা হিংস্য পশুর মতো তার
নিধন...তাহাতে কোনো অপরাধ হইবে না ! এতটুকু পাপ হইবে না !

জলের বুকে ছেঁটি তরঙ্গের মতো মনে এ-চিন্তা উদয় হইবা মাত্র
সমস্ত মনকে ছাইয়া কুণ্ডলী রচিয়া দীর্ঘ-প্রসারে পরিব্যাপ্ত হইল !

রাতু সাহেব টাঙ্কির পানে চাহিলেন। দু'চোখ ভয়ে দ্বাদুণি টানি কাঠ
হইয়া দাঢ়াইয়া আছে...নিথর নিষ্পন্দ !

রাতু সাহেব লাফাইয়া তার কাছে আসিলেন, সবলে তাকে ধরিয়া
বলিলেন—এবার...

টাঙ্কি দারুণ আর্তনাদ তুলিল, কহিল—এবার কি ?

রাতু সাহেব বলিল—পিশাচ তুই ! আমাদের মারিবার জন্ম তোর
কশরত-ফন্দী সমানে চলেছে ! তোকে যদি জলে ফেলে দি ? চেয়ে দাখ,
ডিঙ্গির পিছনে কুমীর...

রাতু সাহেবের সে কর্তৃত্বে টাঙ্কি যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল !
সে বলিল—মাপ...মাপ করো সাহেব...আর আমি এমন কাজ করবো না !

রাতু সাহেব বলিলেন—করবে না, তার কি গ্যারান্টি আছে ?

টাঙ্কি বলিল—ভগবান বুদ্ধের নামে আমি শপথ করছি...

রাতু সাহেব বলিলেন—ভগবান বুদ্ধদেবকে তুই মানিস কি না !
মানলে এত বড় হিংসাবৃত্তি নিয়ে পয়সা-রোজগারের মতলব তোর মাথায়
আসতো না...কিন্তু না, এত কথার সময় নেই আর !...বাঘটা ঐ ঝোপের
আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে আসছে...বোধ হয়, ডিঙ্গির নাগাল পাবে না

ভেবে ঝঁপ দিচ্ছেনা। কিন্তু জলে ঈ কুমীর...তোকে একটা ঠালা
দিলে...

বিকট আর্ত রব তুলিয়া টাঙ্কি বলিল—না-না-না...

তারপর কোথা দিয়া কি যে ঘটল...যেন নাটকে-লেখা ঘটনার মতো...
আগাগোড়া যেন সব রিহাশাল দিয়া বাবস্থা করা ছিল...

বনে উপর্যুক্তি পরি কটা বন্দুকের আওয়াজ হইল...একরাশ ধোঁয়া...সে
ধোঁয়ার পিছনে চার-পাঁচটা মশালের আলো...

রাতু সাহেব তখনো বজ্রবলে টাঙ্কিকে ধরিয়া আছেন...

ধোঁয়া এবং আলো লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখেন, ক'জন লোক এদিকে
আসিতেছে...

বৌধ হয়, শিকারী ...

অপূর্ব পুলকে রাতু সাহেব চক্ষু মুদিলেন। মনে-মনে ভগবানকে ডাকিয়া
বলিলেন—আছো...প্রভু, তুমি আছো...পরিত্রাণ সামুনাঃ বিনাশায় চ
চুক্ষতাম্ কি-মৃদ্ধি লইয়া কথন্ত্বে আবিভৃত হও...

টাঙ্কি তখনো আর্ত কাকুতি-ভরে বলিতেছে—মাপ...মাপ সাহেব,
মাপ করো...

একটা নিশাস ফেলিয়া রাতু সাহেব ভাবিলেন, এত হিংস্র কার্য
হইতে আমাকে তুমি বক্ষ করিয়াছ...তোমাকে নমস্কার...ভগবান বুদ্ধ...বুদ্ধঃ
শরণং গচ্ছামি!

চোখ চাহিয়া জলের বুকে চাহিয়া দেখেন, কুমীরটা জল-তলে ডুব দিয়া
অদৃশ হইয়াছে! নিশ্চয় বন্দুকের শব্দে ভয় পাইয়া...

অনেক দূরে

বাঘ ?

জ্যোৎস্নার আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়... এই যে ছেট-ছেটি একরাশ কফি
গাছের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া আছে... বাঘের গারে অঙ্গুষ্ঠ ডোরা
দাগ। চিনিলেন, চিতা-বাঘ !

লোকগুলা ওদিকে মশাল হাতে তীরে আসিয়া পড়িল। ডিঙি শ্রেতের
মুখে আবার ঐদিকে ভাসিয়া চলিয়াছে...

রাতু সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন,—বাঘ আছে ওখানে...

তারপর তিনি টাঙ্কির পানে চাহিলেন, কহিলেন—শ্যুতানী করেছে। কি
মরেছে ! অনেক লোক এসেছে। শ্যুতানী করলে সকলে মিলে তোমার
শাস্তির ব্যবস্থা করবো।

টাঙ্কি বলিল—না সাহেব, না...আমি আপনার গোলাম !

রাতু সাহেব বলিলেন—তোমাকে বিশ্বাস নেই। যেভাবে আমাকে
তুমি নির্জন পথে পাকড়াও করেছিলে... কাপুরুষের মতো... তোমাকে
মৃত্যু রাখলে বিপদ হতে পারে। তোমার হাত-পা এই দড়ি
দিয়ে বাঁধবো...

টাঙ্কি বলিল,— তাই করুন, সাহেব, তাই করুন আপনার যদি বিশ্বাস
না হয়...

এ কথা বলিয়া টাঙ্কি ঢাই হাত প্রসারিত করিয়া দিল। রাতু সাহেব
ছাড়িলেন না ; টাঙ্কির হাত-পা ডিঙির তক্তার সঙ্গে বাঁধিয়া তাকে ডিঙির
উপর ফেলিয়া রাখিলেন।

শিকারীরা তখন কাছে আসিয়াছে...

রাতু সাহেব বলিলেন—ঐ খেজুর-খোপে বাঘ চুকেছে...

চারিদিক হইতে শিকারীর দল খোপ ঘিরিয়া ফেলিল। বাঘের পলায়নের পথ রহিল না। মরিয়া হইয়া সে সামনে লাফ দিল...অমনি পিছন হইতে একজন শিকারী বন্দুক ছুড়িল এবং সামনে হইতে তাগ করিয়া আর-একজন সড়কী নিক্ষেপ করিল। বিকট গর্জন করিয়া বাঘ ভুলুষ্টি হইল।...

চোখের পলক-পাতে এ-ঘটনা ঘটিয়া গেল !...

রাতু সাহেবের ডিঙি তাদের নিকট হইতে দূরে শ্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। তারা বলিল—ডিঙি ফেরাও...

রাতু সাহেব বলিলেন—লগি নেই। শ্রোতের টানে ভেসে চলেছি...

শিকারীদিগের মধ্য হইতে একজন একটা খুঁটি ছুড়িয়া দিল ডিঙি লক্ষ্য করিয়া...রাতু সাহেব আশ্চর্য তৎপরতায় সে খুঁটি লুফিয়া লইলেন। এবং খুঁটির সাহায্যে ডিঙি লইয়া তীরে আসিলেন।

শিকারীরা আসিল এবং রাতু সাহেব সব কথা খুলিয়া বলিলে তারা টাক্কিকে মারিতে উত্তৃত হইল।

রাতু সাহেব বলিলেন—মেরো না...ওকে পুলিশের হাতে দিলেই হবে। যে-কাজ করেছে...জেনে বসে তার ফলভোগ করবে।...

শিকারীরা দেশী লোক। তাদের কাছ হইতে রাতু সাহেব শুনিলেন, সেমারাঙ্গ এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে! ছত্ৰ সাহেবের নাম তারা জানে এবং রাতু সাহেবকে সেখানে তারা ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া পৌছাইয়া দিবে, বলিল।

অনেক দূরে

রাতু সাহেব নিশ্চেতনের মতো এ-কথা শুনিলেন। ভাবিলেন, এ কি
সত্য? না, তিনি আগাগোড়া ছঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন?

চারদিন পরে রাতু সাহেব ফিরিলেন হতঃয়ের গৃহে।

হতঃ বলিল—ব্যাপার কি? এমন করে' নিকুদ্দেশ হবে যা ওয়া...

রাতু সাহেব সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া হতঃ সন্তুষ্টি!

সে-ভাব কাটিলে হতঃ বলিল—ভগবান ভালো করবেন, মনে হচ্ছে।
এ বিপদ থেকে যখন উদ্ধার পেয়েছেন, তখন জানবেন, কাল-রাত্রি কেটে
প্রভাতের স্মর্ধ্যোদয় সন্তানবন্ম শুনিষ্ঠিত!

রাতু সাহেব বলিলেন—আমারো মনে বিপুল আশা জেগেছে, হতঃ!

হতঃ বলিল—শানেরা রাজী... আমার কথায় তারা বলেছে, মরণের মুখে
যেতে পেছ্পা হবে না!... বিলম্ব না করে' শানদের নিয়ে আপনি কালই
চলে যান। আপনার যাত্রা যাতে নিরাপদ হয়, সে সম্বন্ধে আমি ব্যবস্থা
করবো। এখন বিশ্রাম করবেন, চলুন...

রাতু সাহেব বলিলেন—বিশ্রাম নয়, হতঃ। বোর্ণীর বাসায় সব খপর
দিয়ে বোর্ণী-মাকে আগে একথানা চিঠি লিখে দি।... আজ আমার মনে শুধু
আশা... আশা...

উচ্ছ্বসিত অনন্দের বেগ একটু প্রশমিত হইলে রাতু সাহেব চিঠি
লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

কল্যাণীরাম—

মা বোর্ণী.....

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অগ্নিবাণ

রাজা নাওলি ছিল ঘরে। 'বে-লোকগুলো সুহাদেকে ধরে' এনেছিল,
তাদের হাত থেকে সুহাদেকে নিয়ে রাজার চরেরা সুহাদেকে এক অঙ্ককার
গুহায় বন্দী করে' ছিল। ক'জন চরকে ডাকিয়ে তাদের সঙ্গে রাজা এখন
পরামর্শ করছিল—কি করা যাবে? একদম খুন? না...

চরেরা বলছিল—'বন্দী করে' রাখা!... রাতু কোথায়, কে জানে!
সে যদি কোনোমতে বর্ষায় যেতে পারে, তাহলে ওখান থেকে কতকগুলো
শান্তাদী নিয়ে এখানে আসা তার পক্ষে আশ্রয় নয়। শান্তাত
রাতুকে দেবতার মতো মানে!...

রাজা নাওলি বললে,—'কিন্তু টাঙ্কি কোথায় গেল? সিদ্ধাপুর থেকে
সে চিঠি লিখেছে। জাহাজে আছে, লিখেছিল। লিখেছিল, বর্ষা হয়ে
আসবে। তারপর আর কোনো চিঠি নেই—এর মানে কি?

চরেরা বললে—'তার পরেও কোনো চিঠি আসেনি। সে গেল কোথায়?

রাজা বললে,—'টাঙ্কি এলে ওদিককার খপর সমন্বে কতকটা নিশ্চিন্ত
হতে পারতুন। তার খপর না পেয়ে ভাবনা হচ্ছে, হয়তো সে সাবাড় হয়ে
গেছে!

চরেরা বললে—'তার কথা পরে ভেবো রাজা। এখন তাদের সমন্বে
কথা হচ্ছে, যতক্ষণ না রাতুর খপর পাও, একে কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখা
চাই। ফশ্ব করে দেরো না। একে মারবার পর যদি রাতু আসে, তাহলে
তোমাকে আর রাজত্ব করতে হবে না!

ଅନେକ ଦୂରେ

ରାଜାର ସଙ୍ଗେ ଚରେଦେର ଏମନି ଜଞ୍ଜନା ଚଲେଛେ...ରାଜା ନାଓଲିର ମୁଖ ପଣ୍ଡାଇ !
ଚରେବା ବାର-ବାର ବଳହେ—କଷେତ୍ର କରେ ରାଥୋ ରାଜା...ଦାନାପାନି ଏକଦିନ
ବଳ କରୋ ନା !...ରାତୁର ଥପର ନାଓ...। ପାରୋ, ଚାରଦିକେ ଚର ପାଠାଉ । ରାତୁ
ସଦି ନା ଆସେ, ତାହଲେ ବଟେ, ଗନ୍ଧିନା ନିତେ ପାରୋ ।...ନାହଲେ ରାତୁ ସଦି
ଆସେ, ଛୋଟ ରାଜାର ଗନ୍ଧିନାର ଶୋଧ ନିତେ ଛାଡ଼ିବେ ନା !

ଏମନ ସମୟ ମେ-ଘରେ ସେମ ବାଜ ପଡ଼ିଲୋ !

ହୃଦୟ କରେ' ଏକଦିଲ ଲୋକ ସରେ ଢୁକେ ପଡ଼ିଲୋ—ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କତକଣ୍ଠିଲୋ
ଶତକୀ ଏକେବାରେ କ'ଜନେର ବୁକେର ଉପର ମୁହଁତ !

ରାଜା ଏବଂ ତାର ଚରେବା ହତଭୟ ! ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲୋ, ହଃସନ୍ !...କିନ୍ତୁ ଏ-
ଭାବ କାଟିତେ ଦେବି ହଲୋ ନା...ଶତକୀର ଧାର ବୁକେ ବିଧିଲୋ । ସ୍ପର୍ଶମାତ୍ର !
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗନ୍ ସଦ୍ବୀର ଗର୍ଜନ କରେ' ଉଠିଲୋ,—କୋଥାୟ ଆମାଦେର ଯୁବରାଜକେ
ରେଖେଛୋ, ବଲୋ ! ନାହଲେ...

ଅନାଦି ଏଦେଶେର ଭାବା ଥାନିକଟା ଆୟତ୍ତ କରେଛିଲ । ତାରି ଉପର ନିର୍ଭର
କରେ ମେ ବଲିଲୋ,—ନାହଲେ ଏହି ପିନ୍ଧିଲେର ଗୁଲି...

ବଲେ' ରିଭଲଭାରଟିକେ ମେ ଉତ୍ତତ କରିଲେ ରାଜା ନାଓଲିର ବୁକ ତାଗ
କରେ'...

ନାଓଲି-ରାଜାର ଛ'ଚୋଥ କପାଲେ ଉଠିଲୋ ! ବାପରେ, ରିଭଲଭାର !
ଏକଟି ଶଦ...ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତଦିକେ ରିଭଲଭାର ଉଚ୍ଚିଯେ ଅନାଦି ଘୋଡ଼ା
ଟିପ୍ଲୋ...‘ହୃଦୟ’ କରେ’ ଶଦ...ଥାନିକଟା ଧୋଇଯା...

ତାରପର ଅନାଦି ବଲିଲେ—ଏବାରେ ସେ ତାଗ କରିବୋ, ଦେଓଯାଲେ ନୟ...
ତୋମାର ମାଥାୟ ।...ବଲୋ, ଝୁହାଦେ କୋଥାୟ ?

କୋନୋ ଘତେ ଜିଭ୍ ଟେନେ ହାପିଯେ ହାପିଯେ ନାଓଲି ବଲିଲେ—ଆମି
ଜାନି ନା...

—ଜାନୋ ନା ? ପାଜି ! ଶୟତାନ !...ଅନାଦି ଗର୍ଜନ କରେ ଉଠିଲୋ ।

নাওলি বললে,—সত্য...আমি সত্য কথা বলছি।...তুমি এদের
জিজ্ঞাসা করো বরং...

এই কথা বলে' নাওলি তার চরণলোর দিকে দেখিয়ে দিলে !

চরেরা যেন পাথরে-খোদা পুতুল ! আতঙ্কে তাদের মুখের কথা লোপ
পেয়েছিল ! তারা শুধু হাঁ করে' রইলো...চোখগুলো যেন বড় বড় ভাঁটা !

অনাদি বললে,—যেমন ছুঁচো রাজা, তার দলটও তো তেমনি ছুঁচো
হবে ! এই কথা বলে' অনাদি চরেদের পানে ঢাইলো। ভয়ে চরণলো
চোখ পিট্পিট্ট করছিল। তাদের মুখে কথা নেই !

অনাদির লোকজন ক্ষেপে উঠলো ! ঘরদোর ভাঙ্গতে স্ফুর করলে ।

অনাদি বললে—বাড়ী-ঘর নষ্ট করো না...। আমি পিস্তল উচিয়ে
আছি...ক'জন শড়কী তুলে থাকো...এরা যেন হাতে নিজেদের অস্ত্র
বাগাতে স্বয়েগ না পায় ! আর বাকী দল ধাও, প্রতি ঘরে সন্ধান করো...
ঘরের মেঝে খুঁড়তে হয়, খোঁড়ো ! আমি জানি, সুহাদে এখানে আছে ।
বাইরে ক'টা রণপা পড়ে আছে...ঐ রণপাওলাদের পাছু নিয়েছিলুম
আমি...আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই !...

তাই হলো । ক'জন লোক বেরিয়ে গেল সুহাদের সন্ধানে...রাজা
নাওলি আতঙ্কে সারা হয়ে রইলো...অনাদির উত্ত পিস্তলের সামনে !
চরণলোও তদবশ !

একজন চরের আর সহ হলো না । কোনোমতে তেমে কেকে সঙ্গের
মতো খাড়া হয়ে...সে বলে উঠলো—বথশিমের দফা তো সাফ !...
জানটাও যাবে শেষে !...তার চেয়ে দাও বলে'...জান থাকলে তের বথশিম
মিলবে...

অনাদির লোকজন বললে—বল, যদি জানে বাঁচতে চান...

তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো...

যা থাকে বরাতে ভেবে নাওলি-রাজা বায়ের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়লো
একজন বাতাকের ঘাড়ে...বললে—আমি তো মরোবই, কিন্তু তোর হাতিয়ার
যদি পাই, একটাকে অন্ততঃ মেরে তবে মরবো...

নাওলি সে-লোকটাকে এমন অকস্মাত এবং এমন অতর্কিতে বাগিয়ে
ধরলে যে সকলে স্তন্ত্রিত! লোকটা গৌ-গৌ রব তুলে মাটীতে লুটিয়ে
পড়লো...

নাওলি তখন ক্ষেপে উঠলো। অনাদি ভাবলে, একেই বলে
মরণ-কামড় ...

অনাদি দ্বিধা করলো না; রিভলভার ছুড়লো। গুলি গিয়ে লাগলো
নাওলির পায়ে! লোকটাকে ছেড়ে নাওলি মেরের উপর লুটিয়ে পড়লো...
পায়ে রক্ত ঝরলো...

অনাদি বললে,—কে জানো, বলো...নাহলে জান থাকবে না!

আহত পাখানা দু'হাতে চেপে ধরে আর্ত-স্বরে নাওলি বললে—
থবদ্বার! বেইমানী নয়...

চরেরা কোনো কথাই বললে না। অনাদি তার লোকজনদের পানে
চেয়ে বললে,—মেরো না। অসহ-রকমের যাতনা দাও।

তারা বললে,—যেনেন ওরা পাজী, সেই দাওয়াই উচিত হবে ..

তারা তখন শড়কীর ধারালো দিক দিয়ে লোকগুলোকে খোচাতে স্তুর
করলে। দু'একজনের বুকে সে খোচায় রক্ত-বিন্দু দেখা গেল। তবু
তাদের কারো মুখে এতটুকু কথা বার হলো না!

নাওলি মেঝের গড়াছে...যেন একটা চাল-কুমড়ো!

অনাদি অবাক! এত বড় শয়তান!...এ-যাতনা সহ করবে, তবু
কবুল করবে না...?

নাওলি বললে,— সত্য...আমি সত্য কথা বলছি।...তুমি এদের
জিজ্ঞাসা করো বরং...

এই কথা বলে' নাওলি তার চরণলোর দিকে দেখিয়ে দিলে !

চরেরা যেন পাথরে-খোদা পুতুল ! আতঙ্কে তাদের মুখের কথা লোপ
পেয়েছিল ! তারা শুধু হাঁ করে' রইলো... চোখগুলো যেন বড় বড় ভাঁটা !

অনাদি বললে,— যেমন ছুঁচো রাজা, তার দলটও তো তেমনি ছুঁচো
হবে ! এই কথা বলে' অনাদি চরেদের পামে ঢাইলো। ভয়ে চরণলো
চোখ পিট্পিট্ট করছিল। তাদের মুখে কথা নেই !

অনাদির লোকজন ক্ষেপে উঠলো ! ঘরদোর ভাঙ্গতে স্ফুর করলে ।

অনাদি বললে— বাড়ী-ঘর নষ্ট করো না...। আমি পিস্তল উচিয়ে
আছি...ক'জন শত্রুকী তুলে থাকো... এরা যেন হাতে নিজেদের অস্ত্
বাগাতে স্বযোগ না পায় ! আর বাকী দল ধাও, প্রতি ঘরে সন্ধান করো...
ঘরের মেঝে খুঁড়তে হয়, খোঁড়ো ! আমি জানি, স্বহাদে এখানে আছে ।
বাইরে ক'টা রণপা পড়ে আছে... ঐ রণ্পাওলাদের পাছু নিয়েছিলুম
আমি...আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই !...

তাই হলো । ক'জন লোক বেরিয়ে গেল স্বহাদের সন্ধানে... রাজা
নাওলি আতঙ্কে সারা হয়ে রইলো... অনাদির উষ্টত পিস্তলের সামনে !
চরণলোও তদবশ !

একজন চরের আর সহ হলো না । কোনোবাতে তেড়ে বেকে সঙ্গের
মতো থাড়া হয়ে...সে বলে উঠলো— বথশিসের দফা তো সাফ্ট !...
জানটাও যাবে শেষে !... তার চেয়ে দাও বলে'... জান থাকলে তের বথশিস
মিলবে...

অনাদির লোকজন বললে— বল, যদি জানে বাঁচতে চাস...

তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো...

যা থাকে বরাতে ভেবে নাওলি-রাজা বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়লো
একজন বাতাকের ঘাড়ে... বললে—আমি তো মরোবই, কিন্তু তোর হাতিয়ার
যদি পাই, একটাকে অন্ততঃ মেরে তবে মরবো...

নাওলি সে-লোকটাকে এমন অক্ষমাং এবং এমন অতর্কিতে বাগিয়ে
ধরলে যে সকলে স্তন্ত্রিত ! লোকটা গৌ-গৌ রব তুলে মাটীতে লুটিয়ে
পড়লো...

নাওলি তখন ক্ষেপে উঠলো। অনাদি ভাবলে, একেই বলে
মরণ-কামড়...

অনাদি দ্বিধা করলো না ; রিভলভার ছুড়লো। গুলি গিয়ে লাগলো
নাওলির পায়ে ! লোকটাকে ছেড়ে নাওলি মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো...
পায়ে রক্ত ঝরলো...

অনাদি বললে,—কে জানো, বলো... নাহলে জান্ থাকবে না !

আহত পাথানা দু'হাতে চেপে ধরে আর্ত-স্বরে নাওলি বললে—
খবর্দীর ! বেইনানী নয়...

চরেরা কোনো কথাই বললে না। অনাদি তার লোকজনদের পানে
চেয়ে বললে,—মেরো না। অসহ রকমের যাতনা দাও।

তারা বললে,—যেমন ওরা পাজী, সেই দাওয়াই উচিত হবে ..

তারা তখন শড়কৌর ধারালো দিক দিয়ে লোকগুলোকে খোঁচাতে শুরু
করলে। দু'একজনের বুকে সে খোঁচায় রক্ত-বিন্দু দেখা গেল। তবু
তাদের কারো মুখে এতটুকু কথা বার হলো না !

নাওলি মেঝেয় গড়াচ্ছে... যেন একটা চাল-কুমড়ো !

অনাদি অবাক ! এত বড় শয়তান !... এ যাতনা সহ করবে, তবু
কবুল করবে না... ?

হঠাতে শুন্নিত ভাব কাটলো—বাইরে প্রচণ্ড কলকোলাহল শোনা
গেল।

একটা রৈ-রৈ শব্দ।...নিশ্চয় ওরা নাওলির ফৌজ...এ-আক্রমণের
খপর পেয়েছে! এখন উপায়?

অনাদি পিস্তল উঁচিয়ে রইলো...দরজা দিয়ে যে ঢুকবে, গুলি ছুড়বে!...
হটো মাথা দেখা গেল দরজার সামনে...সঙ্গে সঙ্গে অনাদির রিভলভারে
পর-পর ছটি শব্দ...খানিকটা ধোঁয়া...লোক হটো সেইথানে লুটিয়ে
পড়লো...

তারপর তৃতীয় ব্যক্তির মাথা। এ লোকের হাতে ছোট অশাল। সে
অশালের আলোয় অনাদির চোখ পড়লো লোকটির মুখে।

অনাদি চীৎকার করে' উঠলো—মিষ্টার রাতু! ফ্রেণ্ড! ষ্টপ...
আমি অনাদি...,

তৃতীয় ব্যক্তি সত্যই রাতু সাহেব!

রাতু সাহেব বললেন—ও মাই গড!... দিস্ট্রিজ মিরাক্ল!...

অনাদি বলে' উঠলো—সুহাদেকে পাইনি...এরা তাকে চুরি করে'
এনে বন্দী করে রেখেছে...

রাতু বললে—সকলকে আগে বেঁধে ফেলি। তারপর তোমার সঙ্গে
কত লোক আছে?

অনাদি বললে—পঞ্চাশ জন।

—অল্ রাইট...

চকিতে চরণগুলোর হাতে-পায়ে দড়ির বাঁধন পড়লো...তারপর তাদের
পাহারার বন্দোবস্ত করে' পুরী-রক্ষার ব্যবস্থা করে' রাতু সাহেব বললেন,—
সুহাদের সন্ধান করি এবার...এসো।

ଅନେକ ଦୂରେ

ସାରା ପୁରୀତେ ସନ୍ଧାନ କରା ହଲୋ...ଆଶେ-ପାଶେ ଛୋଟ-ବଡ଼ ପାହାଡ଼, କଳ...
କୋଥାଓ ଶୁହାଦେକେ ପାଓଯା ଗେଲ ନା ।

ରାତୁ ସାହେବ ବଲଲେନ—ହୟତୋ ଏଥାନେ ଆନେନି !

ଅନାଦି ବଲଲେ—ନାଓଲି ବଲଛିଲ, ଏକେବାରେ ମେରେ ଫେଲବାର କଥା...ଚରେରା
ବଲଛିଲ, ଯତଦିନ ରାତୁ-ସାହେବେର ସନ୍ଧାନ ନା ମେଲେ, ତତଦିନ ବନ୍ଧ କରେ' ରାଖୋ,
ମେରୋ ନା ।

ରାତୁ ସାହେବ ବଲଲେନ—କିନ୍ତୁ କୋଥାଯି ରାଖିବେ ?...

ଅଗନ୍ତୁ ସନ୍ଦାର ବଲଲେ—ଆମାଦେର ହାତେ ତାର ଦାଓ ମାଯେବ, ଐ ଛୁଁଚୋଣ୍ଡିଲୋର
ଜିଭ୍ ଟେନେ ଥପର ବାର କରବୋ ।

ଅନାଦି ବଲଲେ—ଏରା ସେ-ରକମ ବଦମାଯେସ, ଓଦେର ଉପର ମମତା କରଲେ
ଅଧର୍ମ ହବେ !...ଦିନ ଓଦେର ଐ ହକୁମ ।

ରାତୁ ସାହେବ ବଲଲେନ,—ଆଜ୍ଞା...

ଶାନ-ସନ୍ଦାରେର ଲୋକେରା ତଥିନ ଦୁଜନ ଚରକେ ଧରେ ବାହିରେ ନିଯେ ଗେଲ ।
କାଠ-କୁଟୋ ଜଡ଼ୋ କରେ' ତାତେ ଆଗ୍ନ ଲାଗାଲୋ । ଦାଉ-ଦାଉ କରେ ଆଗ୍ନ
ଜଳଲୋ ।

ହାତ-ପା-ବାଧା ଢ଼' ଜନକେ ମେହି ଆଗ୍ନନେର ସାମନେ ଧରେ' ଅଗନ୍ତୁ ସନ୍ଦାର
ବଲଲେ—ଓଦେର ଏକଥାନା କରେ' ପା ଐ ଆଗ୍ନନେ ଗୁଁଜେ ଦାଓ—ଦେଖି, ବଲେ
କି ନା...

ଅନାଦି ଶିଉରେ ଉଠିଲୋ । ମେ ବଲଲେ—ଆଗ୍ନନେର ଛ୍ୟାକା ଦେବେ ! ଉଚିତ
ଶାନ୍ତି ହଲେଓ ଏ-ଦୃଶ୍ୟ ଆମି ଚୋଥେ ଦେଖିତେ ଚାହି ନା...

ଅନାଦିକେ ନିଯେ ରାତୁ ସାହେବ ଅନ୍ତଦିକେ ଚଲେ ଏଲେନ...ସନ୍ଧାନ କରିତେ
ଲାଗିଲେନ ।

ଶୁହାଦେକେ ଏରା କୋଥାଯି ରାଖିଲୋ ?...

ହଠାତ୍ ଏକଟା ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଆର୍ତ୍ତରବ ଉଠିଲୋ—ବର୍ଣ୍ଣିଜ୍, ଶାନଦେର ହହକାର ।

অনাদি বললে—সত্তি ওদের পায়ে আগুন লাগাবে ?

রাতু বললেন,—সত্তি ! তবে উহুনে বেভাবে কঠ গুঁজে দ্বায়, তেমন ভাবে নয় !...আগুনের জালা ভোগ না করালে চলবে না। চেহারায় এরা মানুষ হলে কি হবে, অগনের চরণলোও জানোয়ারের সামিল !...সাবে ওদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে আমাদের এত খোঁক ! ওদের মন না জাগলে মানুষ হবে কেন ? ওরা নরাকারে পশু !

অনাদি বললে—আপনার বিশ্বাস, সুহাদেকে এরা এইখানেই রেখেছে ? এই রাজপুরীতে ?

রাতু সাহেব বললেন—এ-বাড়ীতে যদি না রেখে থাকে তো কাছাকাছি কোথাও রেখেছে !

অনাদি বললে—চরেরা বথশিস পাবে নিশ্চয়...ওদের তলাসী নিন। কাছে যদি বথশিস থাকে, তাহলে জানবো, সুহাদেকে এখানে নাওলির হাতে সঁপে দেছে। আর যদি বথশিস না থাকে...

রাতু সাহেব বললেন—কথাটা মন্দ নয়। দেখি তলাসী নিয়ে...

দুজনে ফিরে এলো...মেখানে তখন চরেদের চীৎকার চলেছে...

শান-সর্দারকে রাতু সাহেব বললেন,—থপর পেলে ?

সর্দার বললে—না। এ হলো পালের গোদা। নাওলিটাকে ধরে জান্ত ঈ আগুনে ফেলে দি ! কিম্বা ঝটী-সঁাকার মতো আগুনের তাতে ধরি !

রাতু সাহেব চাইলেন নাওলির দিকে; বললেন—যখন ধরা পড়েছো, তখন গদি হাত-ছাড়া হয়েছে, জেনো। এখন প্রাণটাকে যাদি দেহছাড়া করতে না চাও, তাহলে সোজাস্বজি 'বলে' ফ্যালো বাপু...আজ রাত্রে যদি সুহাদেকে না পাই, তাহলে তোমাদের উপর মানুষের ব্যবহার কথনো করবো না, জেনো !...রাক্ষস হবো তোমার মতো দুরাত্মাকে শাস্তি দিতে...

অনেক দূরে

অগন্ত বললে—রামায়ণে রাবণ-রাজাৰ কথা শুনেছি...আৱ চোখে
এখনে দেখছি জান্ত রাবণ-রাজা...

ৱাতু সাহেব বললেন—নাওলি রাবণ রাজাকেও টেকা দেছে!
ৱাবণ রাজা ভাই-ভাইপোৰ সঙ্গে এমন রাক্ষসে ব্যবহাৰ কৰেনি
কোনোদিন!

শান সন্দীৰ চাইলো নাওলিৰ পানে, বললে—কি? ইচ্ছা আছে
কুটী-পোড়া হৰাৰ?

নাওলি কোনো জবাৰ দিলে না...পায়ে চোট লেগেছে—তাৰ উপৰ
সব একেবাৰে ভেস্তে গেল...টাক্কিটা এত বড় অপদৰ্থ! টাকা খেয়ে এত বড়
শহুকে এমন বাঁচিঘে রেখেছে!...এৱ চেয়ে টাক্কিকে কোনো-কিছু কৰতে না
বললে সিংহাসন নিরূপদ্রব থাকতো! সুহাদেৱ উপৰ নজৰ রাখলেই চলতো!
যেমন সে এ মূল্লুকে এমে নামতো, অমনি অনুকাৰে ছোৱাৰ একটি
খোঁচা! ব্যস!

মনে আপশোষ হতে লাগলো...নিজেৰ উপৰ রাগে সে ফুলতে লাগলো
...মাৰে থাকতে কেন যে অপৱকে দিয়ে সুহাদে আৱ রাতুকে সৱাৰ
ফন্দী মাঠায় এনেছিল!

তাৰ জবাৰ না পেয়ে সন্দীৰ বললে—আগুন পায়ে দিয়েছি...তাতেও
জ্ঞান হলো না! এবাৰ চ্যাঙ্গদোলা কৰে' যদি আগুনে ফেলে শেঁকি,
তাহলে...?

বলে' সন্দীৰ তাৰ দলেৱ দুজন জোয়ান লোককে বললে,—ধৰ ওটাকে
পাঠাৰ মতো কৰে'...তাৰপৰ আগুনে ঝল্শা...

দুজন জোয়ান চৱ তগনি নাওলিকে চ্যাঙ্গদোলা ছলিঘে আগুনেৰ সামনে
নিয়ে এলো।

নাওলি চীৎকাৰ কৰে' উঠলো—দে, দে, আমাকে অগ্ৰিকুণ্ডে ফেলে দে।

পুড়ে মরবো তবু মুখে কোনো থপর দেবো না !...যদি সব যায়,
শ্রাণটাকে রেখে আমার কি লাভ হবে ?

কথা শুনে অনাদি অবাক !

রাতু সাহেব বললেন—ঝল্শানি থাওয়াও...একদম পুড়িয়ে দিলে যাতনা
ফুরিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে জল-ঝাপটা দিয়ো। তার জ্বালায় ছটফটানি
বাড়বে'খন। যেমন শয়তান, এ-জন্মে তেমনি জ্যান্ত থেকে পাপের ফলে
নরক-যাতনা ভোগ করুক !

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অবশ্যে

ঝল্শানি সহ করতে না পেরে একজন চর বলে উঠলো,—আমাকে
ছেড়ে দাও গো...আমি যুবরাজকে এনে দেবো !...

রাতু সাহেবের আদেশে তাকে মুক্তি দেওয়া হলো। রাতু সাহেব বল-
লেন,—কোথায় যুবরাজ, বলো...

সে বললে—যুবরাজকে এর হাতে আমরা তুলে দিইনি। বলেছিলুম,
আগে বথশিস দাও...আমরা বথশিস নিয়ে যাবো...তারপর তাঁকে এনে
তোমার হাতে দেবো।...আমাদের ভয় ছিল, যুবরাজকে হাতে পেয়ে হ্রস্তো
আমাদের বথশিস দেবেনা, উণ্টে কয়েদ করে রাখবে কিন্তু গাঁজা নেবে।
যে-লোক নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বেইমানি করতে পারে, তাকে বিশ্বাস
করা যায় না।

রাতু সাহেব বললেন,—মন্ত্র জ্ঞানের কথা বলেছো বাপু।...আমরাঁ
তোমাকে বথশিস দেবো। যুবরাজকে তুমি আমাদের হাতে এনে দাও।

সে বললে,—দেবো। আমাকে নিয়ে চলুন। শিউগৱ্ বলে' পাহাড়
আছে। সেই পাহাড়ের গায়ে এক গুহা আছে। সেই গুহাট ঠাকে
রেখেছি। আমাদের লোক পাহাড়ায় আছে।...

এ-কথা শুনে নাওলি কটমট করে তার পানে তাকিয়ে একটা হঙ্কার
তুললো! কিন্তু ঐ হঙ্কারই সার—তার বেশী কিছু করবার সামর্থ্য তার
ছিল না।

রাতু সাহেব তখন শান্তি-সন্দীরকে বললেন,—এদের সকলকে বন্দী করে
বাঁচো। আমরা ফিরে এসে এদের শান্তির ব্যবস্থা করবো।

রাতু সাহেব আর অনাদি সে-লোকটার সঙ্গে চললো পাহাড়ের পথে।
ঠাকের সঙ্গে চললো কজন সশন্ত শান।

পাহাড়ের গুহার মুখে পাথরের আবরণ। সরিয়ে, সকলে দেখে,
সুহাদে বেহেশ্ত হয়ে পড়ে আছে।

অনাদি তাকে পাঁজাকোলা করে বাহিরে নিয়ে এলো। রাতু সাহেব
বললেন,—একদম রাজপুরীতে চলো...

সকলে রাজপুরীতে এলেন। সারা রাত সুহাদের সেবা-পরিচর্যা
চললো... ভোরের দিকে সুহাদে চোখে সবলে চাইলো...

কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব! সুহাদের চোখে সব যেন আবছায়ার মতো!
মনে হচ্ছিল, যেন কি-সব! ঐ অনাদি... ঐ রাতু সাহেব!... সত্য হওয়া?
না, সে স্বপ্ন দেখছে?

অনাদি ডাকলো,—বন্ধু...

সুহাদে তার পানে চেঞ্চে রইলো। ফ্যাল্ফেলে দৃষ্টি!

অনাদি বললে,—ভয় নেই। আমরা সব নিরাপদ। তোমার খুড়ো
নাওলি বন্দী। তার একটা পা পিস্তলের গুলিতে জখম।...

যেন কে কাকে কি কথা বলছে!

রাতু সাহেব বললেন,—তুমি কথা কও... বন্দীদের সাজা দিতে হবে।
রাজ-বিধি!... অমন করে চেয়ে কি দেখছো?

সুহাদে কোনো কথা বললে না। শুধু একটা নিশাস ফেললে। বেশ
বড় নিশাস। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুজলো!...

এমনি আচ্ছন্নভাবে চার-পাঁচ দিন কাটলো। চিকিৎসার ভার নিলেন
রাতু সাহেব।

অনাদি বললে—এখানে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই?

রাতু সাহেব বললেন—না। দেশী রোজা ছাড়া কোনো ব্যবস্থাই
নেই। সে-সবেও বিশ্বাস হারাচ্ছ... দুর্দশা কি আমাদের এক রুকমের?

অনাদি বললে,—আপনি যদি বায়োকেমিক ওষুধের ব্যবস্থা করতে
পারতেন!... শুনেছি, এ রুকম নার্ভশ্ প্রস্ত্রে কিঞ্চিৎ মেণ্টাল-শকে
সে ওষুধ খুব ভালো।

রাতু সাহেব বললেন—এখানকার দু'চারটে গাছ-গাছড়ার রস দিচ্ছি।

তাঁছাড়া পথ্য—এগ্-ফ্লিগ্, আঙুর, বাদাম, বেদানা, পেস্তা, দুধ।

পাঁচ দিন পরে সকালে ঘুম ভেঙ্গে সুহাদে ডাকলো—শুব্র...

রাতু সাহেব আর অনাদি কাছে ছিলেন। সুহাদের আহ্বানে কাছে
এলেন।

সুহাদে বললে,—আমি খুব ঘুমোচ্ছিলুম, না ?

অনাদি বললে—ইা !

সুহাদে বললে—সপ্ত দেখছিলুম, যেন একটা পাহাড়ের গুহায় পড়ে
আছি...বন্দু আমাকে তুলে নিয়ে এলো ! বাড়ীতে নিয়ে এলো।
কলকাতার বাড়ী নয়...এখানকার বাড়ী। সেখানে খুড়ো পড়ে আছে...
পায়ে জখম !...আর বোন বণী আমার মাথায় পাথার বাতাস করছে।

রাতু সাহেব বললেন,—বণী-মাকে আন্তে ঘোড়া পাঠিয়েছি...এখানকার
সব কথা তাকে জানিয়েছি। নিখেছি, ঘোড়ায় চড়ে এখনি চলে আসবে।
ছটো ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছি...

সুহাদে বললে—বাবা ?

রাতু সাহেব বললেন,—সমস্ত দেশে ট্যাঙ্গা দিয়েছি...রাজা বাহাদুরের
থপর যে এনে দেবে, তাকে জাবগীর আর অনেক টাকা বখশিস দেবো।

সুহাদে শুন্দু বললে—হ্...

আরো দুদিন পরের কথা।

ছটো ঘোড়ায় চড়ে সুহাদে আর অনাদি বেড়াতে বেরিয়েছিল।

অনাদি বলছিল—তোমার দেশের সঙ্গে আমার বাঙ্গলা দেশের অনেক
মিল দেখছি। বাঙ্গলা দেশের সহর ঠিক কলকাতা নয়। কলকাতা যেন
আমাদের দেশ-ছাড়া ! সেখানে মানুষের মন পাথর হয়ে দায়। কলকাতার
বাইরে আমাদের গ্রামে-গ্রামে এখনো ধেমন নীল আকাশ, গাছপালা,
দরাজ-মনের জীবন্ত মানুষ বাস করে, তোমাদের দেশেও তেমনি।

সুহাদে বললে,—তা নয়। এখানকার মানুষ আর জানোয়ার প্রায়

এক-রকম ঐ বৃক্ষির দিক দিয়ে... তফাঁৎ শুধু এই যে, মাছুষ কথা কয়,
জানোয়ারে কথা কইতে পারে না !

অনাদি বললে,—এবার তুমি এদের দেহে মনের প্রতিষ্ঠা করো।
জীবন্ত মন ! দেশের সেবায় লাগো, দেশের লোকের প্রাণগুলোকে
জানের আলো-বাতাস দিয়ে জাগিয়ে তোলো...

সুহাদে বললে,—এই স্বপ্নই আমি চিরদিন দেখছি বন্ধু !

হঠাঁৎ পাহাড় কাঁপিয়ে কটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ জাগলো ! সে-শব্দ লক্ষ্য
করে দুজনে তাকালো । দেখলে, দূরে আকাশের গা ছুঁয়ে চারটে ঘোড়া...
ঘোড়াগুলো এই দিকেই আসছে !...

সুহাদে বললে—বণী বোন... নিশ্চয় ...

অনাদি বললে—বাঃ... এ যেন ঠিক গন্ন-উপন্থাসের মতো মনে হচ্ছে !

ঘোড়া কাছে এলো । সুহাদের অনুমান ঠিক । একটা সাদা ঘোড়ার
পিঠে বণী... তার সঙ্গে আর তিনটে ঘোড়ার পিঠে তিনজন দেশী সওয়ার ।

ঘোড়া থেকে নেমে বণী সুহাদেকে বুকে চেপে ধরলো, তার মাথায়
চুম্বন বর্ষণ করলে ; 'করে' বললে,—ভাই... ভাই... আমার আদরের ভাইটী...

সুহাদে বললে—ভাইকে পেয়েছো কিন্তু শুধু তার এই বন্ধুর জন্ত !

বণী দু'হাত বাড়িয়ে অনাদির দুহাত গ্রহিষ্য করলে... বললে,—
ফ্রেণ... বেনিফ্যাক্টুর... আওয়ার সেভিয়ার...

রাজ্যে আনন্দ-সমরোহ শুরু হলো !

সুহাদে বললে—এ সমরোহ বন্ধু করো । রাজ্যের রাজা এখনো
নিরুদ্দেশ !

রাতু সাহেব বললেন,—এই চিঠি পড়ো সুহাদে...

সুহাদের হাত তিনি চিঠি দিলেন।

এ চিঠি রাজা লিখেছেন—সুহাদের বাবা।

তিনি লিখেছেন—

আমি মঠে আশ্রয় নিয়েছি; প্রভু বুদ্ধের কৃপায় আমি সত্যপথের সকান

পেয়েছি। আমাকে আর সংসারে ডেকো না। সুহাদের অভিষেকের ব্যবস্থা করো।

অভিষেকের পর সুহাদে আর বণী যেন মঠে এসে আমার আশীর্বাদ নিয়ে যায়।

ভগবান বুদ্ধদেব তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন!

রাতু সাহেব বললেন—এ চিঠি কাল রাত্রে আমি পেয়েছি। এ চিঠি
পেয়ে আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা করেছি সুহাদে!... তোমরা তখন ঘুমোচ্ছিলে,
তাই ডেকে এ খপর জানাই নি।

সুহাদের অভিষেক হলো। এ অনুষ্ঠানে অনাদি বসলো রাজাৰ ডান
দিকে। রাজাৰ কপালে বণী চন্দনের টীকা দিলে... অনাদিৰ কপালেও
দিলে।

তারপর উৎসব-সমাবেশ শেষ হলে অনাদি একদিন সুহাদেকে ডেকে
বললে,—আমাকে এবার ছুটী দাও বন্ধু...
সুহাদে চমকে উঠলো। বললে,—আমাদের ত্যাগ কৱবে?:
অনাদি বললে,—ত্যাগ নয়।
—তবে?

ଅନାଦି ବଲଲେ—ଆମାର ମନେର ମଧ୍ୟେ ଚିରଦିନ ସୁଣୀ ବାତାସ ବହିଛେ ! ସେ-ବାତାସେର ବେଗେ ଆମାର ଏକ ଜ୍ଞାଯଗ୍ନୀ ବାସ କରିବାର ଉପାୟ ନେଇ...

ବଣୀ ବଲଲେ—କିନ୍ତୁ ତୁମି ଯେ ଆମାଦେଇ ଏକଜନ...ଆମାଦେଇ ଛାଡ଼ିବେ କି ?

ଅନାଦି ବଲଲେ—ଆବାର ଆସବୋ । ଯେ-କୋଷେ ଆମାକେ ବନ୍ଦୀ କରେଛେ, ସେ ବାଧନ କାଟା ଶକୁ...ଏମନ କେହି ଆମାର ମାୟେର କାହେ ଛାଡ଼ା ଆର କାରୋ କାହେ ପାଇନି ବୋନ ।

ବଣୀର ଦୁଃଖ ଚୋଥ ଜଳେ ଭରେ ଏଲୋ । ସେ ବଲଲେ—କିନ୍ତୁ ତୁମି ଯେ ଆମାର ବଡ଼ ଭାଇ । ଶୁହାଦେ ଛୋଟ । ତୁମି ବଡ଼...

ହେସେ ଅନାଦି ବଲଲେ—ଯେଥାନେ ଥାକି, ଚିଠି ଦେବୋ ।...ତୋମରାଓ ଚିଠି ଲିଖୋ ।...ତାରପର ତୋମାର ବିଯେର ସମୟ ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗ କରୋ । ସବୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁତେ ଥାକି, ତବୁ ଆସବୋ ।

ବଣୀ ବଲଲେ,—ତାହଲେ ତୋ ଏ-ଜନ୍ମେ ଆର ଦେଖ ହବାର ଆଶା ନେଇ, ଦେଖଛି...

ଅନାଦି ବଲଲେ—କେନ ?

ବଣୀ ବଲଲେ,—ଆମି ବିଯେ କରବୋ ନା ।...ଆମାର ଦେଶକେ ଜାଗିଯେ ମାଉଁବ କରତେ ହଲେ ଛୋଟ ସଂସାରେର ଗଣ୍ଡିତେ ଆମାର ଆବଦ୍ଧ ଥାକଲେ ଚଲବେ ନା ।...କିନ୍ତୁ ଦାଦା, ଯେ-ଦେଶକେ ତୁମି ଦସ୍ତ୍ୟର ହାତ ଥେକେ ଉଦ୍ଧାର କରଲେ, ସେ-ଦେଶକେ ଜୀବନ୍ତ-ଜାଗତ କରା କି ତୋମାର ଉଚିତ ନୟ ?

ଅନାଦି ବଲଲେ,—ସେଜଣ୍ଠ ରହିଲେନ ତିନିଜନ ! ରାତ୍ର ସାରିର ମାଥା ଆର ତୋମାଦେଇ ଡହି ଭାଇବୋମେର ଡହି ହାତ...ଜ୍ଞାନ ଆର କର୍ମ—ଏତେ କରେ ଦେଶେର ଗୌରବ ଅଚିରାଗତ, ଏ ଆମି ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷେ ଦେଖଛି...

ଶୁହାଦେ ବଲଲେ,—କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶେର ହଦୟ ଯେ ତୁମି, ବନ୍ଦୁ...

অনাদি বললে—সে-হৃদয় তোমাদের দুই ভাইবোনের বুকে রেখে
যাচ্ছিঃ...

অনাদিকে ধরে' রাখা গেল না।

তার জন্য ষ্টীমার এলো। ষ্টীমারে ওঠবার আগে সুহাদের সামনে নতজানু
হয়ে অনাদি প্রণতি জাবালো, বললে—রাজাধিরাজ সুহাদে বাহাদুর...

সুহাদে তার হাত ধরে তুললো; তুলে বললে—রাজা বলবার জন্য
লোকের এখানে অভাব হবে না! তুমি আমাকে রাজা বলো না! তুমি
বলবে, সুহাদে, বন্ধু...

অনাদি বললে—সুহাদে, বন্ধু...আজ আমাকে বিদায় দাও। বোন বণী,
বিদায়...

অনাদির হাত ধরে বণী বললে,—পুনরাগমনায় চ...

অনাদি বললে,—তাই। আসবো বৈ কি...আমি নিশ্চয় আবার
আসবো। এখন বিশ্ব-নিখিলের সঙ্গে একবার নিজেকে মিশিয়ে ঘূরি...
তা'বপর...

বণী বললে—তোমার ঘর, তোমার আপন-জন এখানে রাইলো। মনে
রেখো দাদা।

গাঢ় বছগ্নে অনাদি বললে—নিশ্চয় মনে থাকবে...

অনাদি ষ্টীমারে চড়লো...

ষ্টীমার চললো...খাল বয়ে। সে খাল এসে মিশেছে প্রশান্ত
মহাসাগরের বুকে। সেখানে আছে বড় জাহাজ। সুহাদে আর বণী
অনাদিকে সেই জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে।...

বাতু সাহেবের এতদূর আসা হলো না। তাঁর হাতে গুরুতর ভার—
রাজকার্য !

খালের প্রান্তে শুধু ধোঁয়ার রেখা নীল আকাশের গায়ে কে বেন
মোটা পেনিলের দাগ টেনে দিয়েছে !

বণী আর সুহাদে সেই দাগের পানে চেয়ে ঝাঁছে ...

সে দাগ ক্রমে মিলিয়ে গেল...‘আবার ঘৰে’ কে বেন সে দাগ মুছে দিলে !

আকাশ আবার নীলে নীল ...

সুহাদে ডাকলে—বণী...বোন...

হ'চোখে জল...বণী বললে—সুহাদে...

সুহাদে বললে—আমাৰ বকু...বাঙালী বকু ...

বণী বললে—আমাৰ ভাই...বাঙালী ভাই...দানা...

সন্ধ্যাৰ বাতাসে বেননাৰ নিশাস-বাঞ্চি মিশিয়ে ছটি ভাইবোনে ঘো
পিঠে চড়লো ।

ঘোড়া ফিরলো...চললো ধীৱ-মহৱ গতিতে রাজপুরীৰ দিকে !

শেষ

